ষষ্ঠ বর্ষ
চতুর্থ সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

সম্পাদক

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।।০

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬।।০

Contents

তর্জুমানুল-হাদীছ

ষষ্ঠ বর্ষ—চতুর্থ সংখ্যা

১৩৭৫ হিঃ ; কার্তিক, বাং ১৩৬২ সাল।

বিষয়সূচী

বিষয় :—		লেখক :—		পৃষ্ঠা :—
১। ছুরত আলফাতিহার তফছীর	...	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী	...	১৫১
২। সংগীত চর্চা—	...	ঐ	...	১৬০
৩। মুছলিম রাজ্যসমূহের প্রচলিত আইন	...	মূল : আল্লামা শহীদ আওদা অনুবাদ : আলকোরায়শী	...	১৬৮
৪। ছাড়িব না কাশ্মীর (কবিতা)	...	কাজী গোলাম আহমদ	...	১৭২
৫। "নিজামুল-মুল্ক"	...	সগির এম, এ,	...	১৭৩
৬। বিশ্ব পরিক্রমা	...	সহকারী সম্পাদক	...	১৭৯
৭। জিজ্ঞাসা ও উত্তর :				
৫৮। (খ) বিভিন্ন মযহবের অনুসারীদের পিছনে নমায	...	মোহাঃ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী	...	১৮৩
৮। সাময়িক প্রসংগ (সম্পাদকীয়)	...	সম্পাদক	...	১৮৫
৯। পূর্ব-পাক জমঈয়তে আহলে হাদীছের বন্যা-রিলিফ কমিটির কার্যতৎপরতা	...	সেক্রেটারী	...	১৮৯
১০। জমঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার	...	ঐ	...	১৯১

তর্জুমানুল-হাদীছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

ষষ্ঠ বর্ষ—চতুর্থ সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

ছুরত্‌ আল-ফাতিহার তফ্‌ছীর

فصل الخطاب فى تفسير ام الكتاب

(পূর্বানুবৃত্তি)

(৩৪)

জিহাদের স্বরূপ

'জিহাদ' ও 'মুজাহদা'র আভিধানিক অর্থ হইতেছে শত্রুর প্রতিরোধকল্পে সর্বাধিক ক্ষমতা নিয়োজিত করা। ইমাম রাগিব তাঁহার অভিধানে ইহাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা : প্রকাশ্য শত্রুর সহিত জিহাদ বা সংগ্রাম, শয়তানের সহিত সংগ্রাম এবং আত্মার সহিত সংগ্রাম। উল্লিখিত ত্রিবিধ জিহাদের কথাই কোরআনের বহু আয়তে উল্লিখিত রহিয়াছে। রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছেন, "তোমরা তোমাদের শত্রুদের সহিত যেরূপ সংগ্রাম করিয়া থাক" সেইরূপ তোমরা তোমাদের প্রবৃত্তির সংগেও সংগ্রাম কর। হস্ত এবং রসনা উভয়ের সাহায্যেই 'মুজাহদা' চলিতে পারে। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন তোমরা

والجهاد والمجاهدة استفراغ الوسع فى مدافعة العدو

جاهدوا اهواءكم كما تجاهدون اعداءكم

جاهدوا الكفار بايديكم والسنتكم !

কাফিরদের সহিত তোমাদের হস্ত এবং রসনাদ্বারা জিহাদ কর। *

শয়খুল ইছলাম ইব্‌নে তয়মিয়া লিখিয়াছেন, আল্লাহর প্রিয়বস্তু এবং কার্য সমূহের অর্জন ও প্রতিষ্ঠা কল্পে এবং তাঁহার অপ্রিয় ও অমনোনীত বিষয়গুলিকে সমূলে উপড়াইয়া ফেলার উদ্দেশ্যে সমুদয় চেষ্টা এবং শক্তিকে নিঃশেষিত করার নাম জিহাদ। †

والجهاد هو بذل الوسع في حصول محبوب الحق و دفع ما يكرهه الحق ـ

জিহাদের তাৎপর্য দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ইহা এরূপ একটি কষ্টিপাথর, যাহার সাহায্যে আল্লাহর প্রেম এবং অনুরাগের দাবীর সত্যতা পরিমাপ ও পরীক্ষা করা যাইতে পারে। যাহারা শক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও—ক্ষমতানুসারে জিহাদের কর্তব্য পালন করিতে অগ্রসর হয় না, তাহাদের অন্তঃকরণে আল্লাহ এবং তদীয় রছুলের অনুরাগ শিকড় গাড়িতে পারেনাই আর এই মহাকর্তব্য প্রতিপালনে যে যতখানি অবহেলা এবং ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেছে, সে ততোধিক আল্লাহ ও রছুলের (দঃ) প্রতি তাহার অনুরাগের অন্তঃসারশূন্যতা কার্যতঃ প্রমাণিত করিতেছে। আল্লাহ এবং তদীয় রছুলের জন্য সংগ্রামের পথ যে কণ্টকাকীর্ণ তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই কিন্তু প্রেমাস্পদের দ্বার-প্রান্তে উপনীত হইবার এবং তাহার সান্নিধ্যলাভের অনুমতি অর্জন করিবার জন্য যে সীমাহীন দুঃখ এবং বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়, পার্থিব প্রেমের এই সর্বজনবিদিত রীতি কাহারো অজ্ঞাত নাই। পার্থিব প্রেমের ন্যায় অপার্থিব ও অবিনশ্বর ঐশ প্রেমের রীতিও অভিন্নরূপী। শাসন কর্তৃত্বের লোভীরা তাহাদের গদীর, ধন দওলতের পূজারীরা তাহাদের ঐশ্বর্যের, রূপের উপাসকরা তাহাদের প্রেমাস্পদের সহিত মিলন ও যোগাযোগ কিছুতেই স্থাপন করিতে সমর্থ হয়না, যতক্ষণ না জীবনের এপারেও তাহারা ভয়াবহ দুঃখ ও বিপদ বরণ করিয়া লইতে উদ্যত না হয়। এতদ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, 'গায়রুল্লাহ'র আসক্তের দল তাহাদের ঈপ্সিত ও বাঞ্ছিতের জন্য যে পরিমাণ ত্যাগ ও তিতিক্ষার পরিচয় দিয়া থাকে, আল্লাহ এবং তদীয় রছুলের (দঃ) অনুরক্ত যাহারা, তাহারা যদি ততখানিও ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের জন্য প্রস্তুত না হয় তাহা হইলে ইহা তাহাদের প্রেম এবং অনুরাগের দুর্বলতা ও অসারতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। পক্ষান্তরে বিশ্বাস পরায়ণগণের স্পষ্ট লক্ষণ হইতেছে, বিশ্ব-চরাচরের সমুদয় ব্যক্তি ও বস্তু অপেক্ষা আল্লাহকেই তাহার অধিকতর প্রেমাস্পদ বলিয়া গ্রহণ করা, ছুরত-আলবাকারায় এই কথাই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করা হইয়াছে : والذين امنوا اشد حبا لله — অর্থাৎ যাহারা ঈমানদার, আল্লাহর জন্যই তাহাদের প্রেম সর্বাপেক্ষা সুগভীর।

অবশ্য ইহাও প্রণিধানযোগ্য যে, শুধু প্রেমের ঐকান্তিকতা ও গভীরতাই লক্ষস্থলে উপনীত হইবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। অভীষ্ট পথে চলার জন্য সদ্‌বুদ্ধি ও সুস্থ প্রজ্ঞারও সবিশেষ আবশ্যক রহিয়াছে। অন্যথায় এরূপ দুর্ঘটনাও মধ্যে মধ্যে সংঘটিত হইয়া থাকে যে, সত্যকার প্রেমিক প্রেমের ঐকান্তিকতা সত্ত্বেও জ্ঞানের দুর্বলতা এবং দৃষ্টিভংগীর অসুস্থতা নিবন্ধন সঠিক পথ হারাইয়া বসিয়াছে এবং এরূপ বিপরীত পথে সে চলিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে যে, লক্ষস্থলে উপস্থিত হওয়া আদৌ তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইতেছেনা। প্রেমের পথে প্রেমিকের হস্তে জ্ঞানের আলোকবর্তিকার বিদ্যমানতা অপরিহার্য।

ফলকথা, মানুষের অন্তঃকরণে আল্লাহর অনুরাগের পরিমাণ যত অধিক হইবে, তাহার ভিতর আল্লাহর অবুদীয়তের ভাবও ততোধিক বাড়িয়া চলিবে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য সমুদয় আকর্ষণ ও বন্ধন হইতে সে মুক্ত ও আযাদ হইয়া উঠিবে। তাহার মন "আবাদীয়তে"র ছাপে যত গভীরভাবে রঞ্জিত হইবে আল্লাহর প্রেম রসে তাহার অন্তর রাজ্য ততই মধুময় হইয়া উঠিবে।

মানব মনের অভিনবত্ব

মানুষ প্রকৃতিগতভাবে মনে প্রাণে তাহার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রয়োজন অনুভব করিয়া থাকে, এরূপ প্রয়োজন —যাহা বিনয় ও নম্রতার মিশ্রিত ভাব লইয়া গঠিত। ইহার দুইটি দিক রহিয়াছে : একটি ইবাদত বা উপাসনার দিক—ইহাই হইতেছে মুখ্য ও পরম উদ্দেশ্য। অপরটি সাহায্য, প্রার্থনা ও নির্ভরশীলতার দিক—ইহাকে সক্রিয় কারণ রূপে অভিহিত করা চলে। অতএব আল্লাহর ইবাদত, অনুরাগ এবং তাঁহার নিকট প্রণতি ব্যতীত মানব মনের

* মুফ্‌রদাত—১০০ পৃঃ।
† ফতাওয়া ৩২৫ পৃঃ।

পক্ষে কস্মিনকালেও বাস্তব কল্যাণ ও মংগলের অধিকারী হওয়া সম্ভবপর নয় এবং সত্যকার আনন্দ ও সুখ সাগরে নিমজ্জিত হওয়া তাহার পক্ষে সুদূর পরাহত, পূর্ণ শান্তি ও প্রশস্তি তাহার ভাগ্যে জুটিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। পৃথিবীর সমুদয় ঐশ্বর্যের অধিকারী হইলেও তাহার মনের অতল তলে সে অশান্তি ও অস্বচ্ছন্দতার জ্বালা অহরহ ভোগ করিবেই এবং মানসিক স্নিগ্ধতা ও তৃপ্তির আস্বাদ হইতে তাহার মন সতত বঞ্চিত থাকিবেই। কারণ প্রকৃতিগত ভাবে তাহার মনে তাহার সত্যকার প্রেমাস্পদের বুভুক্ষা চিরজাগ্রত রহিয়াছে। তাহার অভ্যন্তরে সে অহরহ তাহার সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালকের প্রয়োজন ও আকাংখা তীব্রভাবে অনুভব করিতেছে। বস্তুতঃ তিনিই হইতেছেন তাহার প্রকৃত উপাস্য এবং প্রেমাস্পদ এবং তাঁহাকে লাভ করিয়াই তাহার পক্ষে সত্যকার সুখ ও শান্তি, আনন্দ ও তৃপ্তি অর্জন করা সম্ভবপর।

আবার ইহাও অবগত হওয়া আবশ্যক যে, যতক্ষণ পর্যন্ত পরম প্রভু আল্লাহ তাহার সহায় না হইবেন এবং তাহার হস্তধারণ না করিবেন, তাহার পক্ষে ইবাদত এবং অনুরাগের চরম মনযিলে সমারূঢ় হওয়া কখনো সম্ভবপর হইবে না, তিনি ব্যতীত এই গোটা বিশ্বভুবনে এমন কেহই নাই যে, তাহার হস্তধারণ করিতে পারে। অতএব মানুষের মন কে **'এইয়াকা না'বুদু ওয়া এইয়াকা নছতঈনু'র** ভাবরস ও তাৎপর্য লাভ করার জন্য চিরকাল উন্মুখ থাকিতে হইবেই।

চরম বাঞ্ছিতকে লাভ করার কার্যে যদি কোন ব্যক্তিকে সাহায্য করাও হয় কিন্তু আল্লাহর ইবাদতের উদ্‌গ্র বাসনা ও তাঁহাকে আহ্বান এবং তাঁহার কামনা যদি তাঁহার মুখ্য কাম্যে পরিণত না হয়, তাহার সমুদয় স্নেহ ও মমত্ববোধ আল্লাহর কারণে প্রকাশ লাভ করিলেও যদি তাঁহার প্রেম ও অনুরাগকে সে আদি ও অন্তে তাহার জীবনের একমাত্র সম্বলে পরিণত করিতে না পারে, তাহাহইলে **"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"র** তত্ত্বজ্ঞ হওয়া এবং "আবাদীয়তে"র তওহীদ ও ইলাহী-মহব্বতের শ্রেষ্ঠতম শীর্ষে আরোহণ করার কোন সম্ভাবনাই—তাহার রহিবে না।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহকে তাহার চরম ও পরম কামনার ধন রূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং তাঁহাকে অর্জন করার জন্য সে সাধ্য সাধনাও করিতেছে অথচ তাহার সাধ্য সাধনার পথে সে আল্লাহর তওফীক যাচ্ঞা করিতেছে না এবং তাহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য তাঁহার সাহায্য ও সাহচর্যের দ্বারস্থ হইতেছেনা এবং এই পথে একমাত্র আল্লাহকেই—শুধু তাহার আশা ও ভরসার স্থল রূপে গ্রহণ করিতে পারিতেছেনা, সে ব্যক্তি কদাচ তাহার উদ্দেশ্যে সফলকাম হইবেনা। সফলতা ও নিষ্ফলতা, বস্তুর অস্তি ও নেতি আল্লাহরই শুভ ইচ্ছার অবদান বলিয়া মানুষ দ্বিবিধ কারণে আল্লাহর মুখাপেক্ষী: প্রথমতঃ তিনিই মানুষের বাস্তব উপাস্য, প্রেমাস্পদ ও বাঞ্ছিত। দ্বিতীয়তঃ শুধু তিনিই তাহার জীবন তরীর কাণ্ডারী ও পৃষ্ঠপোষক এবং হস্তধারক, তিনিই তাহার—শান্তিলাভ ও আশ্রয়ের মর্মকেন্দ্র। ফলকথা, তিনিই মানুষের **ইলাহ**, তিনি ব্যতীত কেহই তাহার আরাধ্য ও অর্চনীয় নাই। আবার তিনিই তাহার **রব্ব**, তিনি ব্যতীত তাহার আর কেহই প্রভু ও মালিক নাই। যতক্ষণ মানুষের মানসরাজ্যে—এই দ্বিবিধ ভাবের সমাবেশ না ঘটে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার 'অবুদীয়ত' কোনক্রমেই পূর্ণতালাভ করিতে পারে না। কোন ব্যক্তি মুখ্যতঃ 'গায়রুল্লাহ'র—প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া উঠিলে এবং তাহারই সাহায্যের প্রত্যাশী ও ভিখারী হইয়া বেড়াইলে প্রকৃতপক্ষে সে তাহার প্রেম এবং আশার পরিমাণ অনুসারে তাহারই 'আব্দ' বা বান্দা বলিয়া গণ্য হইবে। পক্ষান্তরে 'গায়রুল্লাহ'র প্রতি তাহার অনুরাগ মুখ্য না হইয়া যদি গৌণ হয়, অর্থাৎ যদি শুধু আল্লাহর কারণেই উহা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং আল্লাহ ব্যতীত সে যদি কাহারও প্রত্যাশা পোষণ না করে এবং স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য সে যেসকল উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে সেগুলি সম্বন্ধে তাহার মনে এই দৃঢ় প্রত্যয় বিরাজ করে যে, এই সকল উপায়ের স্রষ্টা এবং সেগুলির সফলকর্তা শুধু আল্লাহ! সেগুলির নিজস্ব ও স্বতন্ত্র কোন শক্তি বা প্রভাব নাই এবং

অন্য কাহারো ইংগিতেও ওগুলি সৃষ্ট হয় নাই, বরং ধরণীর উদর ও পৃষ্ঠদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া উর্ধ-গগনের শেষ সীমা পর্যন্ত যত বস্তু বিরাজ করিতেছে তৎসমুদয়ের স্রষ্টা, প্রতিপালক এবং প্রভু একমাত্র আল্লাহ! সমস্তই সকল দিক দিয়া তাঁহারই মুখাপেক্ষী এবং সাহায্যপ্রার্থী। উল্লিখিত ভাব ও গুণরাজীর সমাবেশ কাহারো মধ্যে ঘটিয়া থাকিলে সে পূর্ণ "অবুদীয়তে"র উচ্চতম শিখরে সমারূঢ় হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু যাহারা এই সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারিয়াছে তাহাদের শ্রেণী ও আসন এত সংখ্যা বহুল যে সেগুলি গণনা করিয়া নিঃশেষ করা দুঃসাধ্য।

ইছলামের তাৎপর্য

যে জীবন ব্যবস্থার শিক্ষাদানকল্পে ও প্রচারোদ্দেশ্যে আল্লাহ তদীয় রছুলগণকে এই বসুন্ধরায় প্রেরণ করিয়াছেন এবং স্বীয় গ্রন্থ সমূহ অবতীর্ণ করিয়াছেন সেই ইছলামের প্রকৃত তাৎপর্যই হইতেছে এইটুকু যে, বান্দা সকল দিক দিয়া নিজেকে আল্লাহর অনুগত দাসে পরিণত করিবে এবং অন্য কাহারো চুল পরিমাণও তাবেদার হইবেনা। যে ব্যক্তি আল্লাহকেই আরাধনা ও আনুগত্যের অধিকারী স্বীকার করিয়া লওয়া সত্ত্বেও সংগে সংগে অন্য কোন ব্যক্তিকেও সেবা গ্রহণের অধিকারী মনে করে সে ব্যক্তি **মুশ্‌রিক**। আবার ইহার বিপরীত যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য ও আরাধনাকে আদৌ স্বীকার করেনা সে অহংকারী ও দাম্ভিক।

অহংকার ও দাসত্বের সংঘর্ষ

অহংকার সম্পর্কে রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছেন, যাহার অন্তঃকরণে পরমাণু পরিমাণও অহংকার রহিয়াছে, সে কদাচ বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবেনা, অনুরূপ-ভাবে যাহার হৃদয়ে পরমাণু পরিমাণও ঈমান রহিয়াছে সে কখনও আগুনে প্রবেশ করিবেনা। এস্থলে দেখা যাইতেছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) অহংকারকে ঈমানের বিপরীত আসন দান করিয়াছেন। ইহার কারণ অহংকার 'অবুদীয়তে'র সম্পূর্ণ প্রতিকূল ও বিপরীত বৃত্তি। বুখারী একটি হাদীছে কুদছী রেওয়ায়ত করিয়াছেন, আল্লাহ্ বলিয়াছেন—গৌরব আমার পরিধেয় এবং অহংকার আমার উত্তরীয়। এতদুভয়ের যে কোনটিকে যে ব্যক্তি আমার নিকট হইতে কাড়িতে চেষ্টা করিবে আমি তাহাকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিব। এই হাদীছের সাহায্যেও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গৌরব ও অহংকার আল্লাহর 'রবুবীয়তে'র বৈশিষ্ট্যগুণ। কোন সৃষ্ট জীবকে এই বৈশিষ্ট্যগুণদ্বয়ের অণুপরিমাণও অধিকার প্রদান করা হয় নাই। উল্লিখিত গুণ দুইটির মধ্যে অহংকার বা গরীমার আসন গৌরব অপেক্ষা সমুন্নত। কারণ উহাকে আল্লাহ স্বীয় চাদর রূপে অভিহিত করিয়াছেন আর গৌরবকে স্বীয় পরিধেয় বস্ত্ররূপে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা সর্বজনবিদিত যে, চাদরের স্থান ইজারের উপরেই নির্ধারিত। আযান, নমায আর উভয় ঈদের তকবীরে 'আল্লাহু আকবর' জাতীয় ধ্বনিরূপে অবলম্বিত হইয়াছে এবং কোন মুছলমান যদি কোন উচ্চস্থানে যথা:—ছাফা ও মরওয়ায় আরোহণ করে কিংবা ভূভাগের কোন উচ্চ অংশে সমারূঢ় হয় অথবা অশ্বপৃষ্ঠে ছওয়ার হয়, তাহাহইলে তাহাকে তক্‌বীর ধ্বনি করার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে। তকবীরের মহিমা এইযে, ইহার ফলে জলন্ত ও প্রমত্ত হুতাশন ঠাণ্ডা পড়িয়া যায়, শয়তান এই ধ্বনি সহ্য করিতে পারেনা। "তোমাদের প্রভু পরিষ্কার ভাবেই মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন যে, তোমরা শুধু আমাকেই আহ্বান কর, আমি তোমাদের ডাক শ্রবণ করিব। প্রত্যুত যাহারা আমার দাসত্ব করিতে

দম্ভ সহকারে অস্বীকার করে তাহারা অনতিবিলম্বে নরকাগ্নিতে প্রবিষ্ট হইবে।"

অহংকার শির্‌কেরই পরিপোষক

যে কেহ আল্লাহর দাসত্ব হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে, তাহার পক্ষে কোন না কোন 'গায়রুল্লাহ্'র দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ হওয়া অপরিহার্য। মানুষ অনুভূতিশূন্য জড় পদার্থের নাম নয়, প্রকৃতিগত-ভাবে সে অনুভূতিশীল এবং সক্রিয়। ছহীহ হাদীছে কথিত হইয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, মানুষের সর্বাপেক্ষা সঠিক নাম হারিছ ও হাম্মাম। اصدق الاسماء حارث وهمام –

হারিছের অর্থ হইতেছে উপার্জনকারী, ক্রিয়াশীল আর হাম্মাম হম্ম ধাতু হইতে বুৎপত্তিসিদ্ধ, সংকল্পবদ্ধ মানবের প্রথম উদ্যমকে হম্ম বলা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মানুষ কখনও কামনা-মুক্ত থাকিতে পারেনা এবং ইহা অনস্বীকার্য যে, কামনার জন্য কাম্য ও বাঞ্ছার জন্য বাঞ্ছিতের—বিদ্যমানতা অপরিহার্য, প্রত্যেকটি বাসনার একটি চরম লক্ষ এবং শেষ সীমা থাকা অনিবার্য। এই দুইটি মূলনীতি মানিয়া লওয়ার পর এ কথা অবশ্যই অবধারণ করিতে হইবে যে, প্রত্যেক মানুষের কোন না কোন লক্ষ ও প্রেয়স থাকিবেই, উহাই হইবে তাহার প্রেম ও প্রীতির মাধ্যাকর্ষণ এবং কামনা ও বাসনার মর্মকেন্দ্র। অতএব আল্লাহ যে ব্যক্তির উপাস্য ও প্রেয়স নন, সে তাঁহার প্রেম ও আনুগত্য সম্পর্কে বে-পরওয়া হইলেও অপরিহার্যভাবে তাহাকে কোন না কোন 'গায়রুল্লাহ্'র প্রেমাসক্ত ও উপাসক হইতে হইবে। তাহার আসক্তি ও কামনার বস্তু হয় ধন সম্পদ হইবে, না হয় প্রভাব প্রতিপত্তি একনায়কত্ব অথবা নরনারীর রূপ যৌবন হইবে। কিংবা সে আল্লাহর পরিবর্তে চন্দ্র, সূর্য, তারকা, বিগ্রহ, প্রতিমা, সত্য বা মিথ্যা নবী ও ওলীদের কবর ও দরগা প্রভৃতির মধ্য হইতে কোন একটিকে তাহার কল্পিত উপাস্যরূপে বরণ করিয়া লইবে। 'গায়রুল্লাহ্'র পূজারী হওয়ার পর তাহার মুশরিক হওয়ায় কোন সন্দেহেরই অবকাশ থাকিতে পারেনা। ফল কথা, ইহা সুনিশ্চিত যে, দাম্ভিক ও অহংকারী মাত্রই মুশ্‌রিক।

ফির্‌আওনের দৃষ্টান্ত

প্রত্যেক অহংকারী ও দাম্ভিক ব্যক্তি যে মুশ্‌রিক, তাহার জলন্ত প্রমাণ স্বরূপ কোরআনে ফিরআওনের দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইয়াছে। ফিরআওন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দাম্ভিকতার আদর্শরূপে কীর্তিত হইলেও সংগে সংগে সে যে মুশরিক ছিল তাহাও লক্ষ করা কর্তব্য। তাহার দাম্ভিকতার কাহিনী কোর্‌আনের বিভিন্ন ছুরতে সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। ছুরত আলমুমিনের চতুর্বিংশ আয়তে সর্বপ্রথম তাহার এবং তদীয় চেলাচামুণ্ডাদের সম্বন্ধে আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন যে, আমরা মূছাকে সুস্পষ্ট নিদর্শন-সমূহ এবং প্রকাশ্য জয় সহকারে ফিরআওন, হামান ও কারূণের নিকট অবশ্যই প্রেরণ করিয়া-ছিলাম আর তাহারা মূছাকে মিথ্যাবাদী যাদুকর বলিয়া গালি দিয়াছিল।

ولقد ارسلنا موسى
بآياتنا وسلطان مبين
الى فرعون وهامان
وقارون فقالوا ساحر كذاب

পঞ্চবিংশ আয়তে আল্লাহ সাক্ষ্যদান করিয়াছেন যে, মূছার প্রতি যাঁহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন ফিরআওনীগণ তাঁহাদের পুত্র-দিগকে নিধন করার এবং নারীদিগকে জীবিত রাখার আদেশ দিয়াছিল— আর ফিরআওন বলি-য়াছিল যে, আমাকে ছাড়, আমি মূছার শিরশ্ছেদন করিব, সে তাহার রব্বকে সাহা-য্যের জন্য ডাকুক। আমার আশংকা হয়, সে তোমাদের ধর্ম নষ্ট করিয়া ফেলিবে অথবা দেশে শান্তিভংগ করিবে। হযরত মূছা তদুত্তরে বলিলেন, যিনি আমার রব্ব এবং তোমাদেরও রব্ব, তাঁহার নিকট সমুদয় দাম্ভিক যাহারা নিকাশের দিবসকে বিশ্বাস করেনা, তাহাদের অনাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমি আশ্রয় যাচ্ঞা

وقال فرعون ذروني
اقتل موسى وليدع ربه
اني اخاف ان يبدل
دينكم او ان يظهر في
الارض الفساد – وقال
موسى : اني عذت
بربي وربكم من كل
متكبر لايؤمن بيوم
الحساب !

করিতেছি। উক্ত ছুরতের ৩৫ আয়তে ফিরআওনীদের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে,

كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار —

এই ভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী স্বেচ্ছাচারীর অন্তঃকরণে সীল আঁটিয়া দেন। ফিরআওনীদের দাম্ভিকতা সম্বন্ধে ছুরত আল আন্‌কবুতের ৩৯ আয়তে বলা হইয়াছে,

و قارون و فرعون و هامان و لقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا فى الارض و ما كانوا سابقين —

মূছা প্রত্যক্ষ প্রমাণ সহকারে কারুণ, ফিরআওন ও হামানের নিকট আগমন করিয়াছিলেন, তাহারা ভূপৃষ্ঠে অহংকার প্রদর্শন করিয়াছিল কিন্তু আল্লাহকে অতিক্রম করিয়া যাওয়ার তাহাদের ক্ষমতা হয় নাই। ছুরত আন্‌নমলের চতুর্দশ আয়তে ফিরআওন এবং তাহার সাঙ্গোপাঙ্গদের সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে,

فلما جاءتهم اياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين - وجحدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين —

যখন তাহাদের কাছে আমার নিদর্শন গুলি সম্পূর্ণ খোলাখুলিভাবে প্রকাশিত হইল, তখন তাহারা বলিল যে, ইহা'ত কেবল যাদু মাত্র! তাহারা শুধু যুলম ও ঔদ্ধত্যের বশবর্তী হইয়াই আমার নিদর্শনগুলি মানিতে অস্বীকার করিল অথচ সেগুলির সত্যতায় তাহারা মনে মনে বিশ্বাস পোষণ করিত। অতএব দেখ, এই সকল উপদ্রবকারীদের পরিণাম কি হইল!

এক্ষণে ফিরআওনী দাম্ভিকের দল যে মুশ্‌রিকও ছিল, কোরআনের ছুরত আল আ'রাফের ১২৭ আয়তে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাহার সাক্ষ্যও বিদ্যমান রহিয়াছে। আল্লাহ বলেন,

و قال الملاء من قوم فرعون اتذر موسى و قومه ليفسدوا فى الارض و يذرك والهتك ؟

ফিরআওনের দলভুক্তগণের নেতৃস্থানীয়—ব্যক্তিরা ফিরআওনকে বলিল, আপনি কি মূছাকে এবং তাহার দলভুক্তদিগকে পৃথিবীতে উপদ্রব করিয়া বেড়াইবার আর আপনাকে ও আপনার উপাস্য দেবতাদিগকে পরিহার করার সুযোগ দিবার জন্য ছাড়িয়া দিতে চান?

অহংকারীরা কেবল মুশরিকই নয়, বরং প্রতিপাদন-পদ্ধতি ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে প্রতিপন্ন হয় যে, তাহাদের মধ্যে যাহারা যত অধিক আল্লাহর সহিত ঔদ্ধত্য এবং বিরূপ ভাব পোষণ করে এবং তাঁহার আনুগত্য ও ইবাদত হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়, তাহারা প্রকৃত-প্রস্তাবে ততোধিক পাকা মুশরিক হইয়া থাকে। কারণ আল্লাহর বন্দেগী হইতে যে যত অধিক বেপরওয়া হইয়া উঠিবে, তাহাকে ততোধিক অন্য কোন বস্তুর কামনা ও অর্চনার নিগড়ে আবদ্ধ হইতে হইবে। আল্লাহর পরিবর্তে অপরের সাহায্য ও সাহচর্য লাভের জন্য তাহাকে সতত অন্যের মুখাপেক্ষী থাকিতে হইবে এবং এইভাবে সে তাহার দুর্গা ও লক্ষ্মীর পূজারী ও বান্দা হইয়া উঠিবে। মানুষের মনে কোন কামনা ও আগ্রহই রহিবেনা, এ কথা সম্পূর্ণ অসম্ভব, সুতরাং আল্লাহর কামনা এবং অনুরাগ তাহার মানসলোক হইতে অন্তর্হিত হইলেই গায়েরুল্লাহর প্রেম ও আগ্রহ তাহার শূন্য হৃদয়ে আসন গাড়িবেই। যতক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বপতি আল্লাহ মানুষের হৃদয়বল্লভ এবং একমাত্র প্রভুরূপে—পরিগণিত না হইবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত নশ্বর আকর্ষণ ও প্রয়োজন হইতে হৃদয়কে মুক্ত ও রিক্ত করা কাহারো সাধ্যায়ত্ত নয়। আল্লাহকে আরাধ্য ও প্রভুরূপে বরণ করার তাৎপর্য এইযে, তাঁহাকে ছাড়া মানুষ আর কাহারো ইবাদত করিবেনা, কাহারো নিকট সাহায্য যাচ্ঞা করিবেনা, কাহারো উপর নির্ভরশীল হইবেনা, যাহা আল্লাহর প্রেয়স ও মনোনীত তাহাতেই সে আনন্দিত ও তুষ্ট রহিবে, আল্লাহর অমনোনীত এবং অপ্রিয় যাহা, তাহাকে সেও ঘৃণা করিবে এবং অপ্রিয় বোধ করিবে, আল্লাহর মিত্রদিগকে সে তাহার পরম সুহৃদরূপে বরণ করিয়া লইবে এবং তাঁহার শত্রুদের সহিত শত্রুভাব পোষণ করিবে, তাহার অনুরাগ ও আসক্তি এবং ঘৃণা ও বিরক্তি শুধু আল্লাহর জন্যই হইবে। মানবের অধ্যাত্ম-লোকের এই অবস্থার নাম ধর্মীয় ঐকান্তিকতা, ইহাকেই কোরআনে 'ইখ্‌লাছ' ও 'ইহ্‌ছান'

বলা হইয়াছে। এই 'ইখ্‌লাছ' যত গভীর এবং দৃঢ় হইবে **"এই ইয়্যাকা' না'বুদু"**র আসন ততই সুদৃঢ় এবং কামিল হইয়া উঠিবে। **এইয়্যাকা' না'বুদু ওয়া এইয়্যাকা' নাছতাঈন** ই অহংকার এবং শির্কের একমাত্র অব্যর্থ ঔষধ।

ইয়াহুদী ও খৃষ্টানগণের মূল ব্যাধি,

গ্রন্থধারী জাতি সমূহের মধ্যে উপরিউক্ত ব্যাধি দুইটি বিস্তারলাভ করিয়াছিল। খৃস্টানদের মধ্যে প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল শির্কের আর ইয়াহুদী দলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল অহংকার এবং দাম্ভিকতার মহাব্যাধি। কোরআনে খৃস্টানদের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, তাহারা আল্লাহর পরিবর্তে তাহাদের উলামা এবং তাহাদের দরবেশদিগকে আর মরইয়মের পুত্র ঈছা মছীহকে "রব্ব" বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে অথচ তাহাদিগকে শুধু এক-মাত্র প্রভু ব্যতীত আর কাহারো ইবাদত করিতে আদেশ দেওয়া হয় নাই, তিনি ব্যতীত আর কেহ উপাস্য নাই, তাহারা যে সকল বস্তুকে আল্লাহর অংশী ঠাওরাইতেছে, আল্লাহ সেগুলির উর্ধে। আত্‌তওবা, ৩১ আয়ত।

اتخذوا احبارهم ورهبانهم
اربابا من دون الله
والمسيح ابن مريم !
وما امروا الا ليعبدوا
الها واحدا' لااله الا هو!
سبحانه عما يشركون -

আর ইয়াহুদীদিগকে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, তবে কি যখনই কোন রছুল তোমাদের মনোবাঞ্ছার বিপরীত কোন বাণী লইয়া আগমন করিবেন, তখনই তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিবে? এইভাবেই তোমরা কতক রছুলকে মিথ্যা-বাদী বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছ আর কতক রছুলকে তোমরা নিহত করিয়াছ! আল্‌বাকারা, ৮৭ আয়ত।

افكلما جاءكم رسول بما
لاتهوى انفسكم استكبرتم ?
ففريقا كذبتم و فريقا
تقتلون !

সমুদয় নবী শুধু ইছ্‌লামকেই ধর্মরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন,

যেহেতু অহংকার 'শির্ক' সাপেক্ষ আর শির্ক ইছলামের পরিপন্থী এবং মহাপাপ এবং এই পাপের ক্ষমা যেহেতু কোরআনের নির্দেশ মত সম্ভাবনীয় নয়, তাই সৃষ্টির আদি মুহূর্ত হইতে আজ পর্যন্ত যত নবী আগমন করিয়াছেন—তাঁহারা সকলেই 'দ্বীনে-ইছলামে'র পয়গাম লইয়াই আসিয়াছেন! ইহাই একমাত্র আল্লাহর মনোনীত এবং গ্রাহ্য—ধর্ম! হযরত নূহ তাঁহার স্বজাতীয়দিগকে এই কথাই জানাইয়াছিলেন যে, তোমরা যদি আমার আহ্বানে কর্ণপাত না কর তাহা হইলে ইহা দুঃখের বিষয়, আমি কিন্তু আমার এই কার্যের জন্য তোমাদের নিকট হইতে কোনরূপ পারিশ্রমিক প্রার্থনা করিনা, আমার পারিশ্রমিক শুধু আল্লাহর নিকট হইতেই প্রাপ্তব্য এবং আমাকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, আমি যেন **মুছলিমগণের—অন্তর্ভুক্ত হই—ইউনুছ**, ৭২ আয়ত।

فان توليتم فما سالتكم
من اجر ان اجرى
الا على الله' وامرت ان
اكون من المسلمين !

হযরত ইবরাহীমের প্রচারণা, উপদেশ এবং আচরণ সম্বন্ধে কোরআনের সাক্ষ্য এই যে—যখন ইবরাহীমের প্রতি-পালক প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, তুমি **ইছ্‌লাম** গ্রহণ কর অর্থাৎ অনুগত হও! তখন তিনি উত্তরে বলিলেন, আমি সকল বিশ্বের অধিপতির উদ্দেশ্যে—ইছলাম স্বীকার করিলাম! অতঃপর ইব্‌রাহীম এই বিষয়ের জন্যই স্বীয় পুত্রদিগকে এবং ইয়াকুবও এই বলিয়া ওছীয়ৎ করিয়াছিলেন যে, হে আমাদের পুত্র পৌত্রগণ, আল্লাহ এই দ্বীনকে তোমাদের জন্য মনো-নীত করিয়াছেন, অতএব সাবধান—তোমরা শুধু **মুছলিম** রূপেই মৃত্যুকে বরণ করিবে—আল-বাকারা ১৩২ আয়ত।

اذ قال له ربه اسلم'
قال : اسلمت لرب
العالمين - و وصى بها
ابراهيم بنيه و يعقوب
يا بنى ان الله اصطفى
لكم الدين' فلا تموتن
الا وانتم مسلمون -

হযরত ইয়াকুবের পুত্র ইউছুফ আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, প্রভু হে, আপনি

توفني مسلما والحقني
بالصالحين -

আমাকে **মুছলিম** রূপে মৃত্যুদান করুন এবং আমাকে সাধুগণের দলভুক্ত করুন—ইউছুফ, ১০১ আয়ত।

হযরত মুছা তাঁহার স্বজাতীয়দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে আমার স্বজাতীয়গণ, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি আস্থা সম্পন্ন হও, তাহাহইলে তাঁহার উপরেই নির্ভর কর, যদি তোমরা **মুছলিম** হইয়া থাক।—ইউনুছ ৮৪ আয়ত।

يا قوم ان كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين -

তওরাত সম্বন্ধে আল্লাহর নির্দেশ এইযে, ইছরাঈলী নবীগণের মধ্যে যাঁহারা তওরাতের প্রচারক এবং অনুসারী ছিলেন, তাঁহারা সকলেই ইছলাম ধর্মের অনুবর্তী ছিলেন। আল্লাহ বলেন, আমরা তওরাতকে অবতীর্ণ করিয়াছি, উহাতে হিদায়ত এবং নূর রহিয়াছে। নবীগণের মধ্যে যাঁহারা **ইছলাম** গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই এই গ্রন্থ অনুসারে রাজ্যশাসন করিয়া থাকেন—আলমায়েদা ৪৪ আয়ত।

انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا -

শেবার রাণী যখন ছুলায়মান নবীর সহিত পরিণীতা হন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, প্রভু হে, আমি আমার আত্মার সহিত যুলুম করিয়াছি এবং ছুলায়মানের—সংগে সকল বিশ্বের অধিপতি আল্লাহর জন্য—**ইছলাম** গ্রহণ করিলাম—আননমল, ৪৪ আয়ত।

رب انى ظلمت نفسى واسلمت مع سليمان لله رب العالمين -

হযরত ঈছার সহগামীগণ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, যখন আমি হাওয়ারীগণকে প্রত্যাদিষ্ট করিলাম যে, তোমরা আমার প্রতি এবং আমার রছুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তখন তাঁহারা বলিলেন, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিলাম এবং হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা **মুছলিম**—আল মায়েদা ১১১ আয়ত।

و اذ اوحيت الى الحواريين ان آمنوا بى و برسولى ا قالوا آمنا و اشهد بانا مسلمون -

কোরআনের উল্লিখিত আয়ত সমূহের সাহায্যে সংশয়াতীত ভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইছলামই—পৃথিবীর যাবতীয় পয়গম্বরের পরিগৃহীত ধর্ম ছিল আর এই জন্যই কোরআনে বজ্র নির্ঘোষে বিঘোষিত হইয়াছে যে, "আল্লাহর মনোনীত ধর্ম একমাত্র—**ইছলাম**"—আলে-ইমরান, ১৭ আয়ত। "এবং যে ব্যক্তি ইছলামের পরিবর্তে অন্য কোন জীবন ব্যবস্থার অনুসরণ করিল, তাহার কোন সদাচরণই গ্রাহ্য হইবেনা" —ঐ ৮৫ আয়ত।

ان الدين عندالله الاسلام

و من يبتغ غيرالاسلام دينا فلن يقبل منه -

ইছলাম বিশ্বভুবনের ধর্ম

পৃথিবীর সকল প্রান্তে সকল জাতির মধ্যে বিভিন্ন যুগে ও ভাষায় যে সকল নবী ও রছুলের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল, কেবল তাঁহারাই যে ইছলামের ধারক ও বাহক ছিলেন এবং ইছলাম যে কেবল সমগ্র মানব গোষ্ঠিরই প্রতিপালনীয় জীবন ব্যবস্থা, তাহা নয়, বিশ্ব ভুবনের দৃশ্যমান ও দৃষ্টিবহির্ভূত সকল বস্তুরও ইছলামই একমাত্র অবলম্বিত ধর্ম। ছুরত আলে-ইমরানে এই মহা সত্যের ইংগিত প্রদান করিয়া বলা হইয়াছে যে, ইহারা কি আল্লাহর মনোনীত ধর্ম পরিহার করিয়া বিদ্রোহী হইতে চায়? অথচ উর্ধ গগন সমূহে এবং ধরণীতে যাহা রহিয়াছে, সমস্তই ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় তাঁহারই সম্মুখে **ইছলাম** অবলম্বন করিয়াছে—৮৩ আয়ত।

افغير دين الله يبغون و له اسلم من فى السموات والارض طوعا وكرها -

"বিশ্ব ভুবন **ইছলামকে** স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছে" একথার তাৎপর্য এইযে, সমুদয় সৃষ্ট বস্তুই পূর্ণভাবে আল্লাহর অধীন ও আজ্ঞাবহ—এই আজ্ঞাবাহী হওয়ার কথা কেহ স্বীকার করুক অথবা নাই করুক, সকলেই এবং সমস্তই আল্লাহর—সম্মুখে নিরুপায় এবং অক্ষম অবস্থায় তাঁহার—পরিচালনা ও ব্যবস্থাধীনে অবস্থান করিতেছে। তাঁহার অভিপ্রায়, নির্দেশ ও বিধানের চুলমাত্র—

ব্যতিক্রম করার কাহারো উপায় নাই। কাজেই স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় সকলেই তাঁহার **মুছলিম** অর্থাৎ অনুগত ও আত্মসমর্পিত হইয়া রহিয়াছে। সমুদয় শক্তি এবং মহিমার উৎস হইতেছেন কেবল তিনিই, অণুপরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া শশী ভানু পর্যন্ত যাবতীয় ক্ষুদ্র বৃহৎ বস্তুর একমাত্র প্রতিপালক তিনিই। যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেন, অপ্রতিহত ক্ষমতা দ্বারা সকল বিষয়ের তিনি ওলট পালট করিয়া থাকেন, তিনিই সকলের স্রষ্টা, অস্তিত্বদানকারী এবং চিত্রকর। তিনি ব্যতীত এই অস্তিময় জগতে যাহা কিছু রহিয়াছে, সমস্তই তাঁহার সৃষ্ট, সমস্তই প্রতিপালিত, সমস্তই পরমুখাপেক্ষী, সকলেই তাঁহার ভিক্ষুক, দাসানুদাস, বাধ্য এবং তাঁহার নিকট পরাভূত, সকলেই সকল দিক দিয়া তাঁহারই বশীভূত। তিনি একক সকল বস্তুর স্রষ্টা এবং সৃষ্টির অংগ অবয়বের রূপদাতা। যে বস্তুই তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, কার্য ও কারণের যোগাযোগ সহকারেই সৃষ্টি করিয়াছেন। অথচ কারণ গুলির স্রষ্টাও তিনি এবং নিয়ন্ত্রণকারীও তিনি, তাই কারণগুলিও কার্যের মতই—তাঁহার মুখাপেক্ষী।

এই ভাংগা গড়ার দুনিয়ায় কোন কারণ ও প্রতিক্রিয়াই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন নয় বরং প্রত্যেকটি কারণ এমন একটি মহত্তম ও বলিষ্ঠতম কারণের অধীন যে, তাঁহার সাহায্য ব্যতীত সে কারণগুলি স্বীয় ক্রিয়া ও প্রভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। এই সমুদয় কারণের কারণ Cause of the causes হইতেছেন স্বয়ং আল্লাহ, অথচ তিনি স্বয়ং সর্ববিধ কারণ হইতে মুক্ত এবং সকল বস্তু হইতে বে-পরওয়া। নাই কেহ তাঁহার শরীক ও সাহায্যকারী, নাই এরূপ কোন প্রতিদ্বন্দ্বী যে তাঁহার সমকক্ষতার অগ্রসর হইতে সক্ষম। ত্রিভুবনে এরূপ কেহই নাই। মহান প্রভু স্বীয় রছুল (দঃ)কে আদেশ করিয়াছেন, হে নবী আপনি এই বহু-ঈশ্বরবাদীদের জিজ্ঞাসা—করুন, তোমরা আল্লাহকে পরিহার করিয়া যাহাদের নিকট যাচ্ঞা ও প্রার্থনা করিতেছ,

قل ارايتم ما تدعون من دون الله ان ارادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادنى برحمة هل هن ممسكات رحمته ؟ قل حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون !

তাহাদের সম্বন্ধে কোন দিন কি একথা চিন্তা করিয়াছ যে, আল্লাহ যদি আমাকে বিপন্ন করিতে চান, তাহাহইলে উহারা কি তাঁহার প্রদত্ত সেই বিপদকে বিদূরিত করিতে পারিবে? অথবা আল্লাহ যদি আমার প্রতি করুণা-পরবশ হন, তাহাহইলে কি উহারা আল্লাহর করুণা প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইবে? আপনি বলুন, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট আর যাহারা নির্ভরশীল তাহারা তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া থাকে।—আয্যুমর ৩৮ আয়ত।

এ স্থলে এই সূক্ষ্ম এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়টি লক্ষ রাখা উচিত যে, সকল কার্য এবং কার্যের সকল কারণের বল্গা আল্লাহর পবিত্র অভিপ্রায়ের হস্তেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। ইবরাহীম খলীলুল্লাহ তাঁহার স্বজাতীয় কাঠ-মোল্লাদের বেহুদা তর্ক এবং তাহাদের পৃষ্ঠপোষক শাসনকর্তাদের চোখ রাঙানীর জওয়াবে এই জলন্ত সত্যই উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন যে,—তোমরা আমার সহিত আল্লাহর সম্বন্ধে কি অনর্থক তর্ক করিতে চাও? অথচ তিনি আমাকে সঠিকপথের সন্ধান দিয়াছেন আর তোমরা তাঁহার সহিত যাহাদিগকে শরীক ঠাওরাইতেছ, তাহাদের

قال اتحاجونى فى الله و قد هدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربى شيئا .

আমি আদৌ ভয় করিনা। অবশ্য আল্লাহ যদি এরূপ কোন ইচ্ছা করেন, তাহাহইলে সে কথা স্বতন্ত্র—আল্আনআম ৮১ আয়ত।

উপরি উক্ত আয়তে স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, হযরত ইব্রাহীম হিদায়তের ব্যতিক্রমকেও—আল্লাহর হস্তেই সমর্পণ করিয়াছেন।

Contents

সংগীত চর্চা

(বিচার ও আলোচনা)

[৬]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তাৎপর্যের ভ্রান্তি

গীতবাদ্য জায়েযকারী মুফ্‌তীগণ হাদীছের অন্তরভুক্ত 'জারীয়া' শব্দের অর্থ করিয়া থাকেন গায়িকা দাসী। অথচ প্রকৃতপক্ষে মুআউওয়েযের কন্যার বিবাহে যাহারা দুফ্‌ বাজাইতেছিল অথবা বদর যুদ্ধের শহীদ আনছারগণের বীরত্বগাথা সুর করিয়া আবৃত্তি করিতেছিল, তাহারা গায়িকা ছিলনা। মুল্লা আলী কারী তদীয় মিরকাত গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীছের টীকায় বলিতেছেন, জারীয়াগণের তাৎপর্য হইতেছে আনছারগণের কন্যাগণ, তাহারা দাসী ছিলনা। †

المراد بهن بنات الانصار لاالمملوكات -

ইবনে মাজার রেওয়াতেও সুস্পষ্টভাবে "জওয়ারীল আনছার" উল্লিখিত হইয়াছে।

বর্ণিত হাদীছটির সাহায্যে বিদ্বানগণ কয়েকটি মছ্‌আলা প্রতিপাদিত করিয়াছেন, কিন্তু ইহার সাহায্যে রছুলুল্লাহর (দঃ) গীতবাদ্য শ্রবণ করা এবং উহার জন্য অনুমতি বা আদেশ দেওয়ার কথা বিশ্বস্ত বিদ্বানগণের মধ্যে একজনও প্রতিপন্ন করেননাই। হাদীছতত্ত্ববিশারদ মুহাদ্দিছ ও ফকীহগণ এই হাদীছের সাহায্যে যে সকল মছ্‌আলা প্রমাণিত করিয়াছেন, শিক্ষিত জনগণের অবগতি ও বিবেচনার জন্য সেগুলি নিম্নে উল্লিখিত হইল ঃ

শয়খুল ইছলাম ইবনে তয়মিয়া লিখিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বিবাহ এবং অনুরূপ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকার আমোদ প্রমোদের অনুমতি দিয়াছেন। তিনি স্ত্রীলোকদিগকে বিবাহ এবং উৎসবাদিতে দুফ্‌ বাজাইবার অনুমতি দিয়াছেন কিন্তু পুরুষগণের একজনও তাঁহার যুগে দুফ্‌ বাজাইতেননা অথবা করতালিও দিতেননা বরং বুখারীতে রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাৎ ইহা প্রমাণিত রহিয়াছে যে, তিনি আদেশ করিয়াছেন, হাতে তালি শুধু নারীদের জন্য আর তছবীহ পুরুষদের জন্য (নামাযের জামাআতে ইমামের ভ্রান্তি ঘটার ক্ষেত্রে এই আদেশ প্রযোজ্য) এবং নারীগণের মধ্যে যাহারা পুরুষদের অনুকরণ করিয়া থাকে আর পুরুষগণের মধ্যে যাহারা নারীদের অনুকরণ করিয়া থাকে,— রছুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন এবং যেহেতু গান গাওয়া আর দুফ্‌ বাজান এবং হাতে তালি দেওয়া নারীদের বৈশিষ্ট, তাই পুরুষদের মধ্যে যে ব্যক্তি এরূপ কার্য করিত, তাহাকে ছাহাবা ও তাবেয়ীগণ 'মুখান্নছ' বলিতেন এবং পুরুষ গায়করা 'মখানিছ' নামে অভিহিত হইত। তাঁহাদের বাক্যে ইহার প্রয়োগ বহুলপরিমাণে প্রচলিত আছে। *

رخص النبى صلے الله عليه و سلم فى انواع من اللهو فى العرس و نحوه كما رخص للنساء ان يضربن بالدف فى الاعراس و الافراح - واما الرجال فى عهده فلم يكن احد منهم يضرب بدف ولا يصفق بكف' بل قد ثبت عنه فى الصحيح انه قال : انما التصفيق للنساء و التسبيح للرجال ولعن المتشبهات من للنساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء — ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك مخنثا و يسمون الرجال المغنين مخانيث و هذا مشهور فى كلامهم —

হাফিয ইবনে হজর আছ্‌কালানী উল্লিখিত হাদীছের আলোচনা প্রসংগে লিখিয়াছেন, বিবাহ উপলক্ষে

و ان ضرب الدف يشرع فى النكاح عند العرس

† আওনুলমা'বুদ (৪) ৪৩৩ পৃঃ।

* মজ্‌মুআতুররছায়েল (২) ২৮৪ পৃঃ।

উহার অনুষ্ঠানকালে এবং বাসর গৃহে দুফ, বাজান শরীঅত-সম্মত, এইরূপ ওলীমার কালেও। মুহাল্লব এই হাদীছ প্রসংগে বলিয়াছেন, ইহাতে দুফ, এবং মুবাহ সংগীতের সাহায্যে বিবাহ বিঘোষিত করার প্রমাণ রহিয়াছে। §

و عند الدخول مثلا و عند الوليمة كذلك و قال المهلب : فى هذالحديث اعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح ـ

আল্লামা কছ্তল্লানী উল্লিখিত হাদীছ প্রসংগে লিখিয়াছেন, এই হাদীছের সাহায্যে বিবাহে দুফ, বাজাইবার বৈধতা প্রমাণিত হয়। ‡

و فى هذ الحديث جواز ضرب الدف فى النكاح

হাফিষ ইবনে হজর আরো বলিয়াছেন, বিশুদ্ধ হাদীছ সমূহের সাহায্যে প্রমাণিত হয় যে, এই অনুমতি নারীদের জন্য সীমাবদ্ধ, সুতরাং নরনারীর পারস্পরিক অনুকরণ নিষিদ্ধ হইবার ব্যাপক আদেশ সূত্রে পুরুষগণ উল্লিখিত অনুমতির অন্তরভুক্ত হইবেননা। ¶

و الاحاديث القوية فيها الاذن فى ذلك للنساء‘ فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهى عن التشبه بهن ـ

আল্লামা মোহাম্মদ আমীন ইবনে আবেদীন হানাফী তাঁহার ফতাওয়ায় শামীয়া গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, দুফ, বাজাইবার বৈধতা নারীদের জন্য সীমাবদ্ধ। ইহার আলোচনায় বহর নামক গ্রন্থে মি'রাজ হইতে উধৃত হইয়াছে যে, দুফ, প্রভৃতি শুধু বিবাহ এবং উৎসবাদিতে মুবাহ এবং পুরুষদের জন্য সকল অবস্থাতেই উহা মকরূহ। কারণ পুরুষদের পক্ষে নারীদের হাবভাব ও কার্য কলাপের অনুকরণ নিষিদ্ধ। †

جواز ضرب الدف فيه خاص بالنساء لما فى البحر عن المعراج بعد ذكره انه مباح فى النكاح و ما فى معناه من حادث سرور ـ قال وهو مكروه للرجال على كل حال للتشبه بالنساء ـ

ফলকথা—কতকগুলি বালিকার, গায়িকা নয়, যুদ্ধগাথার তাল মান বিহীন আবৃত্তি, যাহার সহিত বাদ্যভাণ্ডের কোনই সংস্রব ছিলনা এবং শুধু বিবাহ উপলক্ষে রছুলুল্লাহ (দঃ) যাহার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন, এবং যাহার মধ্যে মাঝে মাঝে বালিকারা মনগড়া অসংলগ্ন বাক্যও সংযোজিত করিতেছিল, তাহাকে ব্যাপকভাবে স্ত্রী ও পুরুষগণের আধুনিক বাদ্যভাণ্ড সমন্বিত সর্ববিধ সংগীত চর্চার বৈধতার প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করা এবং উহা দ্বারা এই ব্যাপক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং গান শুনিয়াছেন ও উহার অনুমতি ও আদেশ প্রদান করিয়াছেন কতদূর সদ্বুদ্ধি ও সততার পরিচায়ক, তাহা বিজ্ঞ পাঠকবর্গেরই বিবেচ্য।

§ ফতহুলবারী (৯) ১৫৯ ও ১৬০ পৃঃ।
‡ ইর্শাদুছ্ছারী (৮) ৫৭ পৃঃ।
¶ ফতহুলবারী (৯) ১৮০ পৃঃ।
† রদ্দুল মুহতার, রদ্দুশ্শাহাদত অধ্যায়।

দ্বিতীয় হাদীছ

গীতবাদ্যের পৃষ্ঠপোষকগণ রছুলুল্লাহর (দঃ) গীতবাদ্য শ্রবণের এবং উহার অনুমতি ও আদেশ প্রদান করার প্রমাণ স্বরূপ বুখারী, ইবনেমাজা ও ইবনেহিব্বানের বরাতে, আর একটি হাদীছের উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই হাদীছটির মর্ম তাঁহাদের ভাষায় নিম্নরূপ :—

"আয়েশা, একি রকম? গানের ব্যবস্থা কর নাই কেন? নববধুর সংগে একজন গায়িকা তাহার শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়া দাও!"

আমাদের বক্তব্য

এই হাদীছটি বুখারী ও ইবনেমাজায় যে ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে, আমি সর্বপ্রথম তাহা উল্লেখ করিব।

(ক) বুখারী উর্ওয়ার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, জননী আয়েশা বলেন, তিনি জনৈকা নারীকে সুসজ্জিত করিয়া আনছারী পুরুষের নিকট বাসর ঘরে লইয়া যান। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলেন, তোমাদের সংগে সংগীতের কোন আয়োজন ছিল কি? কারণ আনছারগণ সংগীত প্রিয়। §

عن عائشة انها زفت امراة الى رجل من الانصار‘ فقال نبى الله صلى الله عليه و سلم : يا عائشة ما كان معكم لهو‘ فان الانصار يعجبهم اللهو ـ

ইবনেমাজা হযরত ইবনে আব্বাছের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, জননী আয়েশা তাঁহার জনৈকা আত্মীয়াকে আন-

انكحت عائشة ذات قرابة لها من الانصار‘ فجاء رسول الله صلى الله عليه

§ বুখারী (৭) ২২ পৃঃ।

و سلم فـقال اهديـتم
الفتاة ؟ قالوا نعم ! قال
ارسلتم معها من يغنى ؟
قالت لا ! فـقال رسول
الله صلے الله عليه و سلم
ان الانصار قوم فيهم غزل‘
فلو بعثتم معها من يقول:
اتـيناكم ! اتـيناكم !
فحيانا وحياكم -

ছার গোত্রে বিবাহিতা করিয়াছিলেন রছুলুল্লাহ (দঃ) আগমন করিয়া বলিলেন, তোমরা কি বধুকে তাহার স্বামীগৃহে প্রেরণ করিয়াছ? তাঁহারা বলিলেন, হাঁ! রছুলুল্লাহ (দঃ) পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, যে গান গাহিতে পারে এরূপ কাহাকেও বধুর সহিত পাঠাইয়াছ কি? মা আয়েশা বলিলেন, না! রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আনছারগণ গজল প্রিয়। যদি তোমরা বধুর সহিত এরূপ কাহাকেও পাঠাইতে, যে বলিত "আনিয়াছি তোমাদের কাছে! আনিয়াছি তোমাদের কাছে! আমাদেরও মংগল হউক, তোমাদেরও মংগল হউক"। *

এক্ষণে ইহা লক্ষ করা উচিত যে, এই সকল হাদীছের ভাষায় রছুলুল্লাহর (দঃ) এরূপ উক্তি কুত্রাপিও পরিদৃষ্ট হয় কিনা যে, তিনি বলিয়াছিলেন—"আয়েশা, একি রকম? গানের ব্যবস্থা কর নাই কেন? নববধুর সংগে একজন গায়িকা তাহার শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়া দাও"? গীতবাদ্যের মুফতীগণ হাদীছশাস্ত্রের এমনকি স্বয়ং বুখারী ও মুছলিমের হাদীছগুলিরও অবিশ্বস্ততা প্রমাণিত করার কার্যে সচেষ্ট থাকেন, কিন্তু স্বয়ং তাঁহারা রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র বাণীর তরজমা করিতে গিয়া নিজেদের মতলবসিদ্ধির জন্য যেরূপ অসাবধানতা ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় প্রদান করেন, তাহা বড়ই বিস্ময়কর! বুখারী, ইবনে মাজা ও ইবনে হিব্বানের কোন রেওয়ায়তেই গীতবাদ্যের মুফ্‌তীগণের উল্লিখিত উক্তি বিদ্যমান নাই।

নছয়ী, কুরাযা বিনে কঅব ও আবু মছউদ আনছারী নামক ছাহাবাদ্বয়ের উক্তি উধৃত করিয়াছেন যে, তাঁহারা বলিয়াছেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) শুধু বিবাহ উপলক্ষেই আমাদিগকে সংগীতের রুখ্‌ছত প্রদান করিয়াছিলেন। †

قـالا انه رخص لـنا عند
العرس -

তাবারানী, ছায়েব বিনে ইয়াযীদের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, একদা রছুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসিত হইলেন, আপনি কি শুধু বিবাহের জন্যই সংগীতের অনুমতি প্রদান করিতেছেন? রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, হাঁ! ইহা বিবাহ, গুপ্ত অভিসার নয়, তোমরা বিবাহ কার্যকে বিঘোষিত কর! *

قـيل اترخص فى هـذا ؟
قال نعم انه نكاح‘ لاسفاح‘
اشهدوا النكاح !

উল্লিখিত উধৃতি সমূহের সাহায্যে প্রমাণিত হইতেছে যে, জননী আয়েশার হাদীছে সংগীতের যেটুকু অনুমতি পরিলক্ষিত হইতেছে তাহা বিবাহোৎসবের জন্য সীমাবদ্ধ এবং সংগে সংগে ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, বিবাহ উপলক্ষে যে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে তাহা রুখছতের পর্যায়ভুক্ত অর্থাৎ অনুমতি মাত্র, উহা কখনও আদেশের পর্যায়ভুক্ত নয় এবং আরো প্রমাণিত হইতেছে যে, এই অনুমতি শুধু নারীদের জন্য-সীমাবদ্ধ, পুরুষগণের সহিত ইহার সম্পর্ক নাই—মোটের-উপর প্রচলিত গীতবাদ্য রছুলুল্লাহর (দঃ) এই রুখছতের পর্যায়ভুক্ত নয়। আল্লামা শওকানী লিখিয়াছেন, বিবাহে তুফ, বাজান আর তোমাদের কাছে আনি-য়াছি, আনিয়াছি" ইত্যা-কার উক্তির সাহায্যে কণ্ঠস্বর উচ্চ করা জায়েয। স্ফুর্তিবর্ধক, উত্তেজনা সৃষ্টিকারী, রূপরস, ব্যভি-চার ও শরাবের বর্ণনা সম্পর্কিত গান এবং সমুদয় হারাম বাদ্যভাণ্ড বিবাহ ও অবিবাহ সকল ক্ষেত্রেই অবৈধ এবং নিষিদ্ধ। †

يـجوز فى النـكاح ضرب
الادفاف، ورفـع الاصوات
بشئى من الكلام نـحو
اتيناكم اتيناكم ونحوه‘
لا بـالاغانى المهيـجة
للسرور المشتملة على
وصف الجمال والفـجور‘
فـان ذلك يحرم فـى
النـكاح كمايـحرم فى
غـيره و كذلك سائـر
الملاهى المحرمة -

রছুলুল্লাহর (দঃ) গীতবাদ্য শ্রবণ করা অথবা উহার জন্য আদেশ দেওয়ার প্রমাণ স্বরূপ এই হাদীছকে উপস্থাপিত করা রছুলুল্লাহর (দঃ) নামে মিথ্যা অপবাদ আরোপিত করার নামান্তর মাত্র। এ সম্পর্কে শয়খুল ইছলাম ইব্‌নেতয়মিয়া যাহা লিখিয়াছেন—

* ইবনেমাজা (১) ৩৬১ পৃঃ।
† নছয়ী ৫৩৯ পৃঃ।

* মজ্‌মউয্‌যাওয়ায়েদ (৪) ২৯০ পৃঃ।
† নয়লুল আওতার (৬) ১০৬ পৃঃ।

তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ঈদ ও বিবাহোৎসব প্রভৃতিতে নারীগণের সংগীতের অনুমতিকে কল্পনা করিয়া যাহারা গীতবাদ্যের ব্যাপক নিষিদ্ধতা অথবা বৈধতার আলোচনায়—প্রবৃত্ত হয়, তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত ও কল্যাণ-প্রাপ্তদলের পরিগৃহীত-পথের পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারেনাই। তাহাদের দৃষ্টান্ত হইতেছে এরূপ ব্যক্তির ন্যায়, যাহাকে ইল্‌মে-কালামের (তর্ক-শাস্ত্রের) বৈধতা ও অবৈধতার কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে কালামের সাধারণ অর্থ 'বাক্যের'. আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় এবং উহার বিশেষ্য ও বিশেষণ, ক্রিয়া ও অব্যয় প্রভৃতির শ্রেণীবিভাগে লাগিয়া যায় অথবা মৌনবৃত্তির প্রশংসা বা বাক্যালাপের জন্য আল্লাহর অনুমতির কথা জুড়িয়া দেয়। অথচ এ সকল বিষয়ের সহিত মূল ইল্‌মে কালামের বৈধতা ও অবৈধতার প্রশ্নের কোন দূর সম্পর্কও নাই।৭

فمن تكلم فى هذا' هل هومكروه او مباح بما كان النساء يغنين به فى الاعياد والافراح' لم يكن قداهتدى الى الفرق بين طريق اهل الخسارة والفلاح وكان كلامه فيه من وراء وراء بمنزلة من سئل عن علم الكلام المختلف فيه' فاخذ يتكلم فى جنس الكلام واقسامه الى الاسم والفعل والحرف او يتكلم فى مدح الصمت او فى ان الله اباح الكلام والنطق وامثال ذالك مما لا يمس المحل المشتبه المتنازع فيه-

তৃতীয় হাদীছ

রছুলুল্লাহর (দঃ) গীতবাদ্য শ্রবণ করা ও উহার জন্য আদেশ দেওয়ার প্রমাণ স্বরূপ গীতবাদ্যের মুফ্‌তীগণ নিম্নলিখিত হাদীছটিও তাঁহাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য বুখারী ও মুছলিমের বরাতে উপস্থিত করিয়া থাকেন। হাদীছটিকে তাঁহারা যে ভাষায় অনূদিত করিয়াছেন তাহা নিম্নরূপ :—

জননী আয়েশা বলিতেছেন যে, একদা ঈদের সময় হযরত সর্বাংগ কাপড় মুড়ি দিয়া শুইয়া আছেন আর দুইজন জারীয়া সেখানে বসিয়া দুফ্‌ বাজাইয়া বাজাইয়া বুআছের সংগীত গান করিতেছে, এমন সময় আমার পিতা সেখানে উপস্থিত হইয়া আমাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন—একি? হযরতের সমক্ষে শয়তানের ঝংকার? হযরত তখন মুখের কাপড় ফেলিয়া বলিলেন—আবুবকর, ক্ষান্ত হও, সকল জাতির একটা উৎসব আছে, ইহাদেরও আজ উৎসবের দিন।"

আমাদের বক্তব্য

(ক) বুখারী ও মুছ্‌লিমে উল্লিখিত হাদীছটি যে ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে আমি সর্বপ্রথম তাহা উল্লেখ করিব।

এই হাদীছটিকে বুখারী তাঁহার ছহীহ গ্রন্থের একাধিক স্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ঈদের দিবসে ঢাল ও বর্শা লইয়া খেলার অধ্যায়ে এবং জিহাদ খণ্ডের ঢাল অধ্যায়ে জননী আয়েশার প্রমুখাৎ— রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) আমার গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন আমার নিকট দুইটি বালিকা বুআছ যুদ্ধের সংগীত গাহিতেছিল। রছুলুল্লাহ (দঃ) শয্যায় শয়ন করিলেন এবং তাঁহার মুখ ঘুরাইয়া লইলেন। ইতিমধ্যে আবুবকর প্রবেশ করিলেন এবং আমাকে ধমক দিলেন আর বলিলেন,—রছুলুল্লাহর (দঃ) সম্মুখে শয়তানের বাদ্যভাণ্ড? তখন রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,

قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندى جاريتان تغنيان بغناء بعاث' فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل ابوبكر فانتهرنى وقال : مزمارة الشيطان عند النبى صلى الله عليه وسلم' فاقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما' فلما غفل غمزتهما فخرجتا وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب' فاما سالت النبى صلى الله عليه وسلم واما قال تشتهين تنظرين؟ فقالت نعم' فاقامنى وراءه خدى على خده وهو

৭ মজমুআতুর্‌রাছায়েল (২) ২৮৬ পৃঃ।

يقول دونكم يا بنى ارفدة حتى اذا مللت قال : حسبك ؟ قالت نعم ! قال : فاذهبى !

উহাদের ছাড়িয়া— দাও। রছুলুল্লাহ (দঃ) অন্যমনস্ক হইলে— আমি বালিকা দুই-টিকে ইশারা করিলাম, তাহারা বাহির হইয়া গেল। উহা ঈদের দিবস ছিল আর সুদানীরা ঢাল ও বর্শা লইয়া খেলিতেছিল। মা আয়েশা বলিতেছেন, হয় আমি উহাদের খেলা দেখিবার জন্য রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট অনুমতি চাহিয়াছিলাম অথবা তিনিই আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তুমি কি উহাদের খেলা দেখিতে ইচ্ছা কর? আমি বলিলাম হাঁ! তখন রছুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে তাঁহার পিছনে দাঁড়—করাইলেন, আমি এরূপ ভাবে দাঁড়াইলাম যে, আমার গাল তাঁহার গালের উপর ছিল। তিনি সুদানী-দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হাঁ! এইবার ধর তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র হে আরফাদার পুত্রগণ! মা বলিতেছেন যে, আমি খেলা দেখিতে দেখিতে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম, তখন রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমার কি যথেষ্ট হইয়াছে? আমি বলিলাম জী-হাঁ। তখন হযরত বলিলেন, তাহাহইলে এক্ষণে চলিয়া যাও! §

আহ্‌লেহাদীছগণের ঈদের ছুন্নত অধ্যায়ে বুখারী মা আয়েশার প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন

قالت : دخل ابوبكر و عندى جاريتان من جوارى الانصار تغنيان بما تقاولت الانصار يوم بعاث قالت و ليستا بمغنيتين - فقال ابوبكر : امزامير الشيطان فى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وذلك فى يوم عيد – فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم

যে, তিনি বলিয়াছেন, আবুবকর আমার গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন আমার নিকট আনছারগণের দুইটি বালিকা বুআছের যুদ্ধে আনছারগণ যে বীরত্ব গাথা গাহিয়াছিলেন সেই গাথা গান করি-তেছিল। মা আয়েশা বলিতেছেন, বালিকা দুইটি গায়িকা ছিলনা।

يا ابابكر ان لكل قوم عيدا و هذا عيدنا –

আবুবকর বলিলেন, রছুলুল্লাহর (দঃ) ঘরে শয়তানের বাদ্যভাণ্ড? জননী বলেন, উহা ঈদের দিন ছিল তখন রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আবুবকর, প্রত্যেক জাতিরই উৎসব আছে আর ইহা আমাদের উৎসব! *

ঈদের নমায ফওতের অধ্যায়ে এবং হাবশের কিছ্ছার অধ্যায়ে বুখারী আয়েশার প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবুবকর তাঁহার গৃহে প্রবেশ

ان ابابكر رضى الله عنه دخل عليها و عندها جاريتان فى ايام منى تدففان وتضربان والنبى صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما ابوبكر فكشف النبى صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا ابابكر فانها ايام عيد وتلك الايام ايام منى – و قالت عائشة رايت النبى صلى الله عليه وسلم يسترنى وانا انظر الى الحبشة و هم يلعبون فى المسجد فزجرهم عمر فقال النبى صلى الله عليه و سلم : دعهم امنا بنى ارفدة –

করিলেন তখন মিনার মওছুম ছিল এবং তাঁহার নিকট দুইটি বালিকা দুফ্ বাজাই-তেছিল এবং রছুলুল্লাহ (দঃ) কাপড়ে আবৃত হইয়া তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। আবু-বকর বালিকা দুইটি-কে ধমকাইলেন, রছু-লুল্লাহ (দঃ) মুখ হইতে কাপড় অপসারিত করিয়া বলিলেন, 'হে আবুবকর, উহা-দিগকে ছাড়িয়া দাও! কারণ এক্ষণে ঈদের মওছুম এবং এই দিন-গুলি মিনার দিবস। আয়েশা বলিতেছেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে আড়াল করিলেন আর আমি হাবসীদিগকে দেখিতেছিলাম। তাহারা মছজিদে খেলা করিতেছিল। ইহার জন্য হযরত উমর তাহাদিগকে ধমক দেওয়ায় রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, উহাদিগকে ছাড়িয়া দাও! হে আরফিদার পুত্রগণ নিশ্চিন্ত মনে খেলা করিতে থাক! †

বুখারীর যতগুলি রেওয়ায়ত উধৃত করা হইয়াছে,

§ বুখারী (২) ১৬ পৃঃ; (৪) ৩৯ পৃঃ।

* বুখারী (২) ১৭ পৃঃ।

† ঐ (২) ২৪ পৃঃ; (৪) ১৮৫ পৃঃ।

সেগুলির সমবায়ে পরিদৃষ্ট হয় যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) জননী আয়েশার গৃহে প্রবেশ করার পূর্ব হইতেই বালিকারা বুআছ যুদ্ধের সংগীত গান করিতেছিল। রছুলুল্লাহ (দঃ) গৃহে প্রবেশ করিয়া সংগীতের ব্যাপারে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নাই। অথবা উৎসাহ প্রদান করেন নাই। পক্ষান্তরে তিনি মস্তক আবৃত করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়াছিলেন। গীতবাদ্যের মুফতীগণ হাদীছের অনুবাদে এই বিষয়গুলি বাদ দিয়া গিয়াছেন।

জননী আয়শার সুস্পষ্ট উক্তিদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে বালিকারা গান গাহিতেছিল তাহারা দাসী অথবা গায়িকা ছিল না, তাহারা আনছারদের কন্যা ছিল। গায়িকা না হওয়ার কথা হাদীছে উল্লিখিত হওয়া সত্ত্বেও গীতবাদ্যের পৃষ্ঠপোষকগণ সাবধানতার সহিত উহার অনুবাদ বাদ দিয়াছেন। কারণ মা আয়েশার উক্ত সাক্ষের তাৎপর্য এইযে, গীতবাদ্যের কলা কৌশল উক্ত বালিকাদের সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল। তাহারা ঈদের দিনে বীরত্বব্যঞ্জক যুদ্ধ সংগীত আবৃত্তি করিয়া যাইতেছিল মাত্র।

হাদীছগুলির সমবায়ে ইহাও পরিদৃষ্ট হইতেছে যে, বালিকাদের এই সীমাবদ্ধ, সংগীতও হযরত আবুবকর ও উমরের মনঃপূত হয় নাই এবং উহাকে আবুবকর শয়তানের বাদ্যভাণ্ড বলিয়া তিনি অভিহিত করিয়াছিলেন। সংগীতকে হযরত আবুবকরের শয়তানের বাদ্যভাণ্ড বলিয়া অভিহিত করাকে রছুলুল্লাহ (দঃ) অস্বীকার করেন নাই। শুধু ঈদের দিন বলিয়া আর যুদ্ধ গাথার কথা বিবেচনা করিয়া রছুলুল্লাহ (দঃ) বালিকাদের এই আচরণকে ক্ষমা করার জন্যই আবুবকরকে নির্দেশ দিয়াছিলেন এবং হযরতের পরোক্ষ অনুমতি সত্ত্বেও বালিকারা আর গান করে নাই বরং জননী আয়েশা ইশারা করিয়া তাহাদিগকে ঘরের বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। গীতবাদ্যের সমর্থকরা তাঁহাদের অনুবাদে এই কথাগুলি—চাপিয়া গিয়াছেন।

শয়খুল ইছলাম ইবনে তয়মিয়া লিখিয়াছেন যে, সংগীত সম্পর্কে হযরত আয়েশার এই হাদীছ উপস্থিত করা হইয়া থাকে যে, যখন আবুবকর ঈদের দিনে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় দুইজন আনছারী বালিকাকে বুআছ যুদ্ধের সংগীত গান করিতে শুনিলেন, তখন আবুবকর বলিয়াছিলেন, রছুলুল্লাহর (দঃ) গৃহে শয়তানের বাদ্যভাণ্ড! রছুলুল্লাহ (দঃ) নিঃসম্পর্ক অবস্থায় বালিকাদের দিকে পিঠ করিয়া এবং গৃহ প্রাচীরের দিকে মুখ ঘুরাইয়া তথায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তিনি আবুবকরকে বলিলেন, উহাদিগকে ছাড়িয়া দাও! প্রত্যেক জাতিরই উৎসবের দিন রহিয়াছে আর আজ আমাদের ঈদ! এই হাদীছের সাহায্যে জানা যায় যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) ও তাঁহার ছাহাবীগণের সংগীতের জন্য সমবেত হওয়ার অভ্যাস ছিলনা আর এই জন্যই আবুবকর সংগীতকে শয়তানের বাদ্যভাণ্ড বলিয়াছিলেন। — রছুলুল্লাহর (দঃ) বালি-

و من هذالباب حديث عائشة رضى الله عنها' لما دخل عليها ابوبكر فى ايام العيد' و عندها جاريتان من الانصار تغنيان بما تقاولت به الانصار يوم بعاث - فقال ابوبكر امزمور الشيطان فى بيت رسول الله صلى الله عليه و سلم و كان النبى صلى الله عليه و سلم معرضا عنه مقبلا بوجهه الى الحائط فقال دعهما يا ابابكر' فان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا اهل الاسلام - ففى هذالحديث بيان ان هذا لم يكن من عادة النبى صلى الله عليه وسلم و اصحابه الا جتماع عليه و لهذا سماه الصديق ابوبكر رضى الله عنه مزمور الشيطان' والنبى صلى الله عليه وسلم اقرالجوارى عليه معللا ذلك بانه يوم عيد والصغار يرخص لهم فى اللعب فى الاعياد كماجاء فى الحديث ليعلم المشركون ان فى ديننا فسحا' وكما كان يكون لعائشة لعب تلعب بهن وقبل صواحباتها من صغار النسوة يلعبن معها' وليس فى حديث الجاريتين ان النبى صلى الله عليه و سلم استمع الى ذلك' والامر والنهى انما يتعلق بالاستماع لابمجرد السماع

كما فى الرؤية' فانه انما يتعلق بقصد الرؤية لانها يحصل منها بغير الاختيار' كذلك فى اشتمام الطيب انما ينهى المحرم عن قصد الشم' فاما اذاشم مالا يقصده' فانه لا اثم عليه وكذلك فى مباشرة المحرمات كالحواس الخمس من السمع والبصر والشم والذوق واللمس' انما يتعلق الامر والنهى فى ذلك بما للعبد فيه قصدو عمل وانما ما يحصل بغير اختياره' فلا امر فيه ولا نهى -

কাদিগকে নিষেধ না করার কারণ এইযে, উহা ঈদের দিন ছিল আর অপরিণত বয়স্কদিগকে ঈদেরদিনে খেলা করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে মুশরিকরা বুঝিতে পারে যে, আমাদের ধর্ম সহজ ও সরল। তখন হযরত আয়েশা খেলা করিতেন এবং ছোট বালিকাদিগকে রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার সহিত খেলিবার জন্য ডাকিয়া দিতেন। এই হাদীছের ভিতর রছুলুল্লাহর (দঃ) সংগীত শ্রবণ করার জন্য আগ্রহান্বিত হইবার কোন প্রমাণ নাই। সংগীত শ্রবণ করার কার্যে অগ্রসর হইবার সংগে উহার আদেশ নিষেধের সম্পর্ক, শুধু শোনার সংগে শরীঅতের আদেশ নিষেধের কোন সম্পর্ক নাই। যেমন পরনারী দর্শন করা, হজ্জের ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধির আঘ্রাণ লওয়া এবং ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে যতপ্রকার নিষিদ্ধ কার্য করা হয় তৎসমুদয়, লালসা, অভিপ্রায় ও উদ্যোগের সহিত সাধিত না হইলে দোষনীয় হইবেনা। ইচ্ছা করিয়া কোন কার্যে উদ্যোগী হইলে তবেই উহা জায়েয বা নাজায়েয হইবার প্রশ্ন উত্থিত হইবে। *

ইমাম ইবনুল জওযী (৫০৮—৫৯৭) বুখারীর উল্লিখিত হাদীছ প্রসংগে লিখিয়াছেন :—

والظاهر من هاتين الجاريتين صغرالسن' لان عائشة كانت صغيرة و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يسرب اليها الجوارى فيلاعبن معها -

হাদীছের ভাষার সাহায্যে স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে যে, বালিকা দুইজন অল্প বয়স্কা ছিল। কারণ জননী আয়েশা স্বয়ং তখন অল্প বয়স্কা ছিলেন আর রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার নিকট অপরিণত বয়স্কা বালিকাদিগকে পাঠাইয়া দিতেন, তাহারা—জননী আয়েশার সহিত খেলা করিত। †

ইবনুল জওযী আরো লিখিয়াছেন, হযরত—আয়েশার হাদীছ—সম্বন্ধে পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, বালিকারা কবিতা আবৃত্তি করিতেছিল মাত্র,—উহার মধ্যে খানিকটা সুর ও পুনরুক্তির ভাব থাকায় উহাকে সংগীত বলা হইয়াছে। এইরূপ ধরণের সংগীত শ্রবণ করিলে মনে কোন বিরূপ ভাবের উদয় হয়না। যে যুগে মানুষের অন্তঃকরণ নিষ্কলুষ ছিল সেই স্বর্ণ যুগের কবিতা আবৃত্তির কার্যকে বর্তমান সময়ের গীতবাদ্য চর্চার দলীল রূপে সমুপস্থিত করা কেমন করিয়া সংগত হইতে পারে? আজিকার যুগে দুর্নীতি ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে, নানারূপ উত্তেজনা সৃষ্টিকারী সুর ও ভংগীমায় গান গাওয়া হইতেছে আর যাহারা উহা শ্রবণ করিতেছে

اما حديث عائشة (رض) فقد سبق الكلام عليها وبينا انهم كانوا ينشدون الشعر و سمى بذلك غناء لنوع يثبت فى الانشاد و ترجيع و مثل ذلك لا يخرج الطباع عن الاعتدال و كيف يحتج بذلك الواقع فى الزمان السليم عند قارب صافية على هذه الاصوات المطربة الواقعة فى زمان كدر عند نفوس قد تملكها الهوى ما هذا الا مغالطة للفهم - اوليس قد صح فى الحديث عن عائشة (رض) انها قالت : لورای رسول الله صلى الله عليه و سلم ما احدث النساء لمنعهن المساجد - وانما ينبغى للمفتى ان يزن الاحوال كما ينبغى للطبيب ان يزن الزمان والسن و البلد' ثم يصف على مقدار ذلك - و ايس الغنا بما تقاولت به

* মজমুআতুররাছায়েল ২৮৫ পৃঃ।

† নকতুল ইলম ওয়াল উলামা ২৩৮ পৃঃ।

তাহারা সকলেই— প্রবৃত্তির দাস। উল্লিখিত ধরণের হাদীছগুলিকে দলীল বানাইয়া তর্ক করা নিজের সদ্বুদ্ধিকে ফাঁকি— দেওয়ারই নামান্তর মাত্র। ছহীহ হাদীছে জননী আয়েশার এই উক্তি কি উল্লিখিত নাই যে, "বর্তমান যুগের নারীদিগকে দর্শন করিলে তাহাদিগকে মছজিদে যাইতে রছুলুল্লাহ (দঃ) অবশ্যই নিষেধ — করিতেন"? অবস্থার বিপর্যয় ও তারতম্য লক্ষ রাখিয়া ফত্‌ওয়া দেওয়া মুফ্‌তীগণের অবশ্য কর্তব্য, ঠিক যেমন চিকিৎসকের পক্ষে চিকিৎসা কালীন ঋতু, রুগ্ন ব্যক্তির বয়স, বাসস্থান ও ঔষধের পরিমাণের দিকে লক্ষ রাখা আবশ্যক হইয়া থাকে। কোথায় আনছারীদের বুআছযুদ্ধের সমর-সংগীত আর কোথায় রূপবান সুকণ্ঠ বালক (বালিকা) দলের হাবভাবপূর্ণ তাল, মান ও লয়যুক্ত গান! গানগুলিও আবার এমন, যাহাতে হরিণ ও হরিণী, গাল ও তিল এবং অংগ অবয়বের সুঠামতা প্রভৃতির আলোচনায় ভরপুর। এরূপ ক্ষেত্রে মনে চাঞ্চল্য উদয় না হইয়া পারে কি? চিত্তাকর্ষক বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। যে ব্যক্তি এরূপ দাবী করে যে, বর্তমান যুগের প্রচলিত গীতবাদ্য শ্রবণ করিয়া তাহার কোনরূপ চিত্তবিভ্রম ঘ.টনা—সে হয় মিথ্যাক নতুবা সে মনুষ্যত্বের সীমা অতিক্রম করিয়াছে আর যে ব্যক্তি এরূপ কথা বলে যে, গানের অন্তরভুক্ত নায়ক নায়িকা দ্বারা সে আল্লাহকে অনুভব করিয়া থাকে, তাহাহইলে তাহার ধ্যানধারণা আল্লাহর পবিত্র সত্ত্বা ও গুণাবলীর সম্পূর্ণ অনুপযোগী। ফলকথা, প্রবৃত্তির আকর্ষণে আকর্ষিত হওয়া মানুষের প্রকৃতির পক্ষে একান্তই স্বাভাবিক। *

الانصار يوم بعاث من
غناء امرد مستحسن بالات
مستطابة وصناعة تجذب
اليها النفس و غزليات
يذكر فيها الـــغزال و
الغزالة والخال والخد
والقد والاعتدال - فهل
يثبت هناك طبع هيهات
بل ينــزع شوقا الى
المستلذ ولا يدعى انه
لايجد ذلـك الا كاذب
او خارج عن حد الادمية
و من ادعى اخذ الاشارة
من ذلك الى الخالق
فقد استعمل فى حقه
مالا يليق بــه على ان
الطبع يسبقه الى ما يجد
من الهوى -

ইমাম আবুত্তাইয়েব তবরী (৩৪৮—৪৫০) বুখারীর উল্লিখিত হাদীছ প্রসংগে বলিয়াছেন, এই হাদীছগুলি গান নিষিদ্ধ হইবারই দলীল। কারণ হযরত আবুবকর গানকে শয়তানের বাদ্যভাণ্ড বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন অথচ তাঁহার এই মন্তব্যের রছুলুল্লাহ (দঃ) প্রতিবাদ করেন নাই। আবুবকর বালিকাদিগকে নিষেধ করিতে গিয়া যে রূঢ় ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সৌজন্যের বশবর্তী হইয়া বিশেষতঃ ঈদের দিনকে লক্ষ করিয়া আবুবকরকে উক্ত রূঢ় ভাব প্রদর্শন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। জননী আয়েশা তখন ছোট ছিলেন, বয়ঃপ্রাপ্তা হইবার পর সংগীতের নিন্দাবাদ ছাড়া তিনি অন্য কোন কথা বলেন নাই। তাঁহার ছাত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র কাছেম বিনে মোহাম্মদ সংগীতের নিন্দাবাদ করিতেন এবং উহা শুনিতেও নিষেধ করিতেন। † (ক্রমশঃ)

هذا حجتنا' لان ابابكر
سمى ذلك مزمور الشيطان'
ولم ينكر النبى صلى الله
عليه و سلم على ابى بكر
قوله' وانـــما منعه من
التغليظ فى الانكار بحسن
رفـــقه' لا سيما فى يوم
العيد - وقد كانت عائشة
صغيرة فى ذلك الوقت'
ولم ينقل عنها بعد بلوغها
الاذم الغـــنا' وقـــد كان
ابن اخيها الـــقاسم بـــن
محمد يذم الغنا و يمنع
من سماعه' وقد اخذالعلم
عنها -

* নকদুল ইল্‌ম ২৫৩ পৃঃ;
† ঐ ঐ

Contents

মুছলিম রাজ্য সমূহের প্রচলিত আইন

মূল :—আল্লামা শহীদ আওদা অনুবাদ :—আলকোরায়শী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ফরাসী বিপ্লব এবং ইউরোপীয় আইন সমূহের বিবর্তন

ফরাসী বিপ্লবের অব্যবহিতকাল পূর্ব পর্যন্ত ইউরোপে যে আইনের প্রভাব বিদ্যমান ছিল তাহাতে নীতিনৈতিকতা ও ধর্মীয় মতবাদের সংমিশ্রণ বহুলভাবে পরিলক্ষিত হইত। প্রাচীনকাল হইতে রোমকদের মধ্যে আদেশ ও নিষেধ, রীতি, নীতি ও চরিত্র, ধর্মীয় ব্যবস্থা এবং বিচারের নযীর সমূহের অনুসরণ কার্য বংশানুক্রমে প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে সেগুলির প্রতিপালন করা হইত। ফরাসী বিপ্লবের পর হইতে ইউরোপের আইন রচয়িতাগণ আইনের এই পুরাতন বুনিয়াদগুলি মিছমার করার কার্যে মনোনিবেশ করেন এবং বস্তুতান্ত্রিক উপকার, প্রকাশ্য শান্তি ও শৃংখলা এবং রাজ্যশাসনের সুবিধাকেই আইনের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেন। ফলে তখন হইতেই আইনের আভ্যন্তরীণ এবং অধ্যাত্মদিক অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়ে এবং ব্যক্তি ও সমষ্টির হৃদয় আইনের প্রভাবের আওতা হইতে বাহির হইয়া যাইতে থাকে। ধর্ম, মতবাদ এবং নীতিনৈতিকতাকে অবহেলা করার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বিশৃংখলা, অরাজকতা এবং আইন অমান্যের অভ্যাস বিস্তারলাভ করিতে আরম্ভ করে। রাষ্ট্রবিপ্লব ও বিদ্রোহ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয় এবং সমাজ-জীবন হইতে সুখশান্তি ক্রমশঃ বিদায় গ্রহণ করিতে থাকে।

মূল কারণ

আইনকে অবহেলা ও অসম্মান করার একটি উল্লেখ-যোগ্য কারণ এইযে, ফরাসী বিপ্লবের সময়ে যে সকল বড় বড় মহান আদর্শ ও উৎকৃষ্ট পরিকল্পনার কথা ঘোর গলায় প্রচার করা হইয়াছিল তন্মধ্যে সাম্য এবং ব্যক্তিগত অভিমতের স্বাধীনতাই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ণিত আদর্শ দুইটির মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটাইবার উদ্দেশ্যে তৎকালীন আইনজীবীরা যে পন্থা অনুসরণ করিয়াছিলেন তদনুসারে মতবাদের সহিত আইনের সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছেদন করা হয়। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, আইন ও মতবাদকে পরস্পর গ্রথিত করিয়া রাখিলে ইহা মত ও চিন্তার স্বাধীনতাকে ব্যাহত করিবে আর ইহার ফলে বিভিন্ন মতাবলম্বী-গণের মধ্যে আইনগত সাম্য কায়েম থাকিবে না, এই খাম খেয়ালীর অশুভ পরিণতি স্বরূপ আইনগুলিকে এরূপ বুনিয়াদে রচনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যাহাতে উহার সহিত নীতিনৈতিকতার কোন সম্পর্কই না থাকে। ইছলাম এই সমস্যার যেভাবে সমাধান করিয়াছে, ইউরোপীয় আইন-জীবীগণ সেইভাবে যদি তখন তাঁহাদের সমস্যার মীমাংসা করিয়া ফেলিতেন, তাহাহইলে আসল উদ্দেশ্যও পণ্ড হইতনা এবং ইহার বর্তমান কুফলও মানব সমাজকে ভুগিতে হইতনা।

সমস্যার ইছলামী সমাধান

ইছলামী আইন সমূহের ভিত্তি যে শরীঅতের উপরই প্রতিষ্ঠিত, সে কথা কাহারও অবিদিত নাই। এই আইন-গুলি উহাদের স্বভাব ও মৌলিকতার দিক দিয়া ধর্ম নিরপেক্ষ নয়। ইছলামের এই বুনিয়াদী নীতি সর্বস্বীকৃত যে, উহার আইনগুলি যেরূপ মুছলমানগণের উপর প্রযোজ্য রহিয়াছে, যে সকল অমুছলমান ইছলাম রাজ্যে বসবাস করিতেছে এবং উক্ত রাজ্যের নাগরিকতা স্বীকার করিয়া লইয়াছে, ইছলামের আইনগুলি তাহাদের উপরেও তুল্য-ভাবে প্রযোজ্য হইবে। পক্ষান্তরে নাগরিক সাম্য এবং চিন্তার স্বাধীনতাও ইছলামের স্বীকৃত নীতি সমূহের অন্তরভুক্ত। সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হয়, যে সকল ইছলামী রাজ্য অমুছলিম নাগরিকদের সমবায়ে গঠিত, তাহাদের আইন রচয়িতাগণ ইউরোপীয় আইনজীবীদের মতই জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সম্মুখে যে দুর্ভেদ্য বাধা পথরোধ

করিয়া দাঁড়াইয়াছিল সেই দুর্লংঘ বাধার সহিত সংঘর্ষ ঘটিয়া ইউরোপীয় রাজ্য সমূহের মতই ইছলামী রাজ্যগুলিও ধর্মীয় এবং নৈতিক আইনগুলি চুরমার হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু ইছলাম এই জটিলতার এমন উৎকৃষ্ট অথচ অতি সরল সমাধান আবিষ্কার করিয়াছে যে, উভয় দিকই রক্ষা পাইয়াছে। খেয়ালী দুনিয়ার চাক-চিক্যময় আদর্শবাদের পরিবর্তে ইছলাম সমুদয় ব্যাপারকে বাস্তবতার দৃষ্টি লইয়া পর্যবেক্ষণ করিতে চাহিয়াছে। তাহার আইনের অন্যতম মূলনীতি এই যে, যে সকল বিষয়ে মুছলিম ও অমুছলিম সমান, সে সকল ব্যাপারে উভয়ের প্রতি অভিন্ন আইন প্রযোজ্য হইবে, কিন্তু যে সকল বিষয়ে তাহারা বিভিন্ন, সে সব ব্যাপারে আইনের বিভিন্নতার নীতিকে মানিয়া লইতে হইবে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, মনুষ্যত্ব ও সামাজিকতার ব্যাপক দৃষ্টিভংগী অনুসারে মুছলিম ও অমুছলিম নাগরিকের মধ্যে কোন বৈষম্যই নাই। সুতরাং ব্যাপক ও সার্বজনীন বিষয়ে সকলকে তুল্য দৃষ্টিতেই দর্শন করিতে হইবে কিন্তু মতবাদের দিক দিয়া উভয়ের মধ্যে যেখানে আকাশ পাতাল প্রভেদ রহিয়াছে সেস্থানে তাহাও অস্বীকার করা চলিবেনা। তাই যে সকল আইন মতবাদ সম্পর্কিত সেগুলির মধ্যে সাম্যের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারেনা। যখন স্বয়ং মতবাদেই সাম্য ও সামঞ্জস্য নাই, তখন এক্ষেত্রে আইনগত সাম্যের কি অর্থ হইতে পারে? প্রকৃত কথা এইযে, যেমন অনুরূপ উভয় দলে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা ন্যায়ানুমোদিত ঠিক সেইভাবে বিভিন্ন এবং পরস্পরবিরোধী দল দ্বয়কে সাম্যের নামে একই লাঠির সাহায্যে হাঁকাইয়া লইয়া যাওয়া প্রকাশ্য অবিচার এবং যুলুম। শরীঅত এ বিষয়ে যে নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছে তাহা সাম্যের বুনিয়াদী নীতির কদাচ বিরোধী নয় বরং উহাই প্রকৃত সাম্য। কারণ সাম্যের স্পিরিট এবং উহার প্রকৃত তাৎপর্যই হইতেছে ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারের প্রতিষ্ঠা। ধর্মীয় মতবাদ সম্পর্কে মুছলিম ও অমুছলিম উভয়ের প্রতি যদি অভিন্ন আইন প্রয়োগ করা হয়, তাহা-হইলে ইহা অপেক্ষা অধিকতর অন্যায় ও যুলুম আর কি কল্পনা করা যাইতে পারিবে? এরূপ আচরণের প্রকাশ্য অর্থ দাঁড়াইবে উভয়কেই স্ব স্ব মতবাদের পরিপন্থী আইন অনুসরণ করিতে বাধ্য করা এবং উভয়কেই মতবাদের স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত রাখা। এরূপ আইন প্রস্তুত করা কোরআনের স্পষ্ট নির্দেশ, "ধর্ম সম্পর্কে কোন যবরদস্তী নাই"—ইহার لااكراه في الدين — বিরোধী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মদ্যপান এবং শূকরের মাংস ভক্ষণ মুছলমানদের জন্য হারাম এবং যে মুছলিম ইহার অন্যথাচারণ করিবে—আইনের দৃষ্টিতে সে অপরাধী গণ্য হইবে, কিন্তু একজন অমুছলিমের ধর্মে মদ্যপান ও শূকর মাংস হারাম নয়। সুতরাং শরীঅত উহাদের নিষিদ্ধতার বিধান তাহার উপর প্রয়োগ করে নাই। যদি এই আইন তাহার উপর প্রযোজ্য হয়, তাহা-হইলে নিঃসংশয়ে ইহা অবিচার এবং যুলুম হইবে। এইভাবে যদি মুছলমানদিগকে মদ্যপানের এবং শূকর মাংস ভক্ষণের আইন সংগত অধিকার দেওয়া যায়, তাহাহইলে ইহাদ্বারা তাহাদের ধর্মীয় মতবাদের অবমাননা করা হইবে।

এই দৃষ্টান্তের সাহায্যে ইহা উত্তমরূপে প্রতিপন্ন হইল যে, ধর্মীয় মতবাদ সংক্রান্ত বিষয়ে গভীরভাবে বুঝিয়া সুজিয়া না দেখিয়া স্বপক্ষে বা বিপক্ষে আইন বানাইয়া দেওয়া ভ্রমাত্মক আচরণ এবং ধর্ম ও স্বভাবের প্রতিকূল। এই ভাবে যদি আইনকে ধর্মের বন্ধন হইতে ছিন্ন করিয়া দেওয়া হয়, তাহাহইলে এই আচরণ দ্বারাও আইনের মর্যাদা গভীর ভাবে আহত হইবে। কারণ অতঃপর আইন তাহার— নৈতিক মূল্য ও আধ্যাত্মিক প্রভাব সম্পূর্ণ রূপে হারাইয়া ফেলিবে।

নিকৃষ্টতম শ্রেণীর মানবীয় আইন

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শরীঅতের আইনের তুলনায় মানুষের প্রস্তুত আইনগুলি সকল দিক—দিয়াই নিকৃষ্ট কিন্তু মানুষের প্রস্তুত আইনগুলির মধ্যে যেগুলি নির্দিষ্ট একটি জাতির নামে বিরচিত হওয়া সত্ত্বেও রচনা কালে উক্ত জাতির স্বার্থ, বৈশিষ্ট ও ঐতিহ্য লক্ষ রাখা হয়না, সেই আইনগুলি সর্বাপেক্ষা জঘন্য ও নিকৃষ্ট। সরকারের সমুদয় শক্তি এই ধরণের আইনের পৃষ্ঠপোষকতায় নিয়োজিত হইলেও বাস্তব ক্ষেত্রে জনগণের এই আইনগুলি জাতীয় আশাআকাংখা ও দৃষ্টি ভংগী এবং জাতীয় নীতিনৈতিকতা ও বৈশিষ্টের সম্পূর্ণ পরিপন্থী হইয়া থাকে। কার্যক্ষেত্রে এই ধরণের

আইনগুলি কখনও জনগণের মনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারেনা আর করিবেই বা কেমন করিয়া? কারণ এই আইনগুলি এক দিকে যেরূপ জনগণের মতবাদ ও আকীদার প্রতিকূল তেমনি জনতার নৈতিক মূল্যমানের পক্ষেও ধ্বংসকারী। ফলে তাহাদের বিবেক এবং মন এই ধরণের আইনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সর্বদা অশান্তি এবং শাস্তির কষ্ট ভোগ করিতে থাকে। এ সকল আইনের আনুগত্য জনসাধারণের নিকট হইতে প্রত্যাশা করা সম্পূর্ণ অন্যায় এবং নিরর্থক।

সত্যকথা এই যে, যাহাতে জনগণের মনে এই ধরণের আইনের বিরুদ্ধে ক্রোধের সঞ্চার হয় এবং তাহাদের ভিতর বিদ্রোহের আগুন ধুমায়িত হইয়া উঠে এইরূপ প্রত্যাশা করাই সংগত। জনগণ যখনই সুযোগ পাইবে তখনই তাহারা এরূপ আইন এবং উহার রচয়িতাদিগকে নেস্তনাবুদ করিয়া ফেলিবে। শক্তি প্রয়োগ করিয়া শাসক গোষ্ঠির পক্ষে উল্লিখিত আইনের বিরোধ ও অসন্তোষকে দমন করা সম্ভবপর *নয়। বস্তুতান্ত্রিক স্বার্থের জন্য বস্তুতান্ত্রিক উপায়ে* যে আন্দোলন সৃষ্টি করা হইয়া থাকে বস্তুতান্ত্রিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া উহা প্রশমিত করা সম্ভবপর, কিন্তু মতবাদ ও চিন্তাধারার জন্য যে বিরোধ পাকিয়া উঠে তাহা ভাঙ্গার জোরে কখনো নিরাময় হয়না।

ইছলামী রাজ্য সমূহের প্রচলিত আইন

যে নিকৃষ্টতম ও জঘন্য আইনের কথা উল্লেখ করিলাম, মিছর এবং অন্যান্য ইছলামী রাজ্যসমূহে ন্যূনাধিক এইরূপ ধরণের আইনই প্রচলিত রহিয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ইহার ফলে—আইনের মুখ্য উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। আমাদের নীতি ও স্বার্থের সহিত এই সকল আইনের কোন সম্পর্কই নাই, ওগুলিকে আমাদের আইনরূপে অভিহিত করা কোনক্রমেই সংগত নয়। উহাদের সম্মানের জন্য আমাদের মন ও মস্তিষ্কে স্থান নাই এবং ওগুলির সম্মুখে মস্তক নত করিতেও আমরা প্রস্তুত নই। মুছলিম দেশগুলি যে দিবস হইতে ইছলামে দীক্ষিত হইয়াছিল সেই দিন হইতেই ঐ সকল দেশে ইছলামী আইন প্রযোজ্য ছিল। বহু শতাব্দী পর্যন্ত ইছলামী আইনই এই সকল দেশে—বলবৎ ছিল। অতঃপর ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদীরা ইছলামী রাজ্য সমূহে প্রাধান্য লাভ করিয়া তথায় হয় পাশ্চাত্য আইনগুলি প্রবর্তিত করিল অথবা—স্থানীয় সরকারকে তাহারা গড়িয়া পিটিয়া এরূপভাবে প্রস্তুত করিয়া লইল যে, তাহারা স্বীয় প্রভুদের আশ্রয়াধীনে নূতন ধরণের আইন কানুন ইছলামী রাজ্য সমূহে প্রবর্তিত করিলেন। এই আচরণের সমর্থনে বারংবার বলা হইয়া থাকে যে, পাশ্চাত্যের উন্নতিশীল জাতিবর্গের তমদ্দুন ও সমাজ ব্যবস্থা প্রাচীন অনুন্নত জাতিবর্গের মধ্যে প্রচলিত করার জন্যই বিজাতীয় আইনের আশ্রয় গ্রহণ করা সমীচীন বিবেচিত হইয়াছে। একথার সরল অর্থ হইল এই যে, পাশ্চাত্য তমদ্দুন উন্নতির উচ্চতম শিখরে সমারূঢ় হইয়াছে আর শরীঅতের আইনই মুছলমানগণের অধঃপতনের একমাত্র কারণে পরিণত হইয়াছে। যুক্তি ও ঐতিহাসিকতার দিক দিয়া এই দলীল যতই অন্তঃসারশূন্য হউক না কেন, কতকগুলি মস্তিষ্ক ইহার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া উঠিয়াছে, এমনকি সাধারণ ভাবে ইহার সত্যতাকে মানিয়া লওয়া হইয়াছে। গ্রন্থাদিতেও এই অসত্য মতবাদ সন্নিবেশিত এবং আমাদের ছাত্রগণ কর্তৃক উহা পঠিত হইতেছে।

বাতিল প্রমাণ

উল্লিখিত যুক্তির পতাকাবাহীরা যদি সামান্য মাত্রও চিন্তা করিয়া দেখিবার অবসর পাইতেন তাহা হইলে তাঁহারা সংশয়াতীত ভাবে বুঝিতে পারিতেন যে, তাঁহাদের যুক্তি সম্পূর্ণ বেহুদা ও মিথ্যা। যে আইনের মায়ামোহে তাঁহারা দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন, সেগুলির সমস্তই প্রাচীন ল্যাটিন আইন হইতে গৃহীত হইয়াছে। মুছলমানগণের সহিত যখন রোমকদের সংঘর্ষ ঘটে, তখন এই আইন তাহাদের কণা মাত্র উপকার করিতে পারে নাই। মুছলমান-

গণ রোমক সাম্রাজ্যের বিরাট সৌধকে সমূলে মিছমার করিয়া ফেলেন, আবার ক্রুশেড যুদ্ধে সমগ্র ইউরোপ মুছলমানগণের বিরুদ্ধে যখন সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়, তখনও মুছলমানগণের সমকক্ষতায় তাহাদের সম্মিলিত পরাজয় ঘটে। অথচ তখন সমগ্র ইউরোপ মহাদেশে রোমক আইনই প্রবর্তিত ছিল। পক্ষান্তরে ইতিহাসের পাঠকদের কাছে একথা আদৌ গোপন নাই যে, আরবে মুছলিম জাতির অভ্যুদয় একটি অতি অল্প সংখ্যক দুর্বল দলের মধ্যেই ঘটিয়াছিল। তখন সব সময় এইরূপ আশংকাই করা হইতে যে, হয়ত বা তাহাদের অস্তিত্বই ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে কিন্তু রছুলুল্লাহর (দঃ) মহাপ্রয়াণের মাত্র কুড়ি বৎসর পরেই শরীঅতের আইনের ভিত্তিক যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা পারস্য সাম্রাজ্যের অস্তিত্বকে ভূপৃষ্ঠ হইতে চিরতরে বিলীন করিয়া দেয় এবং রোমক সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ হইতে সিরিয়া, মিছর এবং উত্তর আফ্রিকাকে মুক্তিদান করে। অতঃপর এক হাজার বৎসর পর্যন্ত মুছলমানগণ বিশ্বের জাতিসংঘের ইমামত ও নেতৃত্বের গৌরবমণ্ডিত সিংহাসন অধিকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা ক্রুশেডারদের দলিত মথিত করেন, তাঁহারা তাতারীদের ছিন্নভিন্ন করিয়া দেন এবং পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম ইউরোপে ইছলামের তাঁহারা পতাকা উড্ডীন করেন। এই সকল স্থানে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া মুছলমানগণ ইছলামী আইনের অধীনেই রাজ্যশাসনের কার্য পরিচালিত করিতে থাকেন।

আমাদের নির্বোধ এবং বিভ্রান্ত ব্যক্তিরা যদি শুধু মিছরের অতি অল্প দিনের পুরাতন কাহিনী ও পর্যবেক্ষণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন যে, মোহাম্মদ আলী পাশার যুগ পর্যন্তও ইউরোপের বহু রাজ্য অপেক্ষা মিছর অধিকতর শক্তিশালী ছিল। তখন পর্যন্ত মিছর ফরাসীদিগকে পুনঃ পুনঃ মারিয়া ভাগাইয়া দিয়াছিল এবং মুক্তসমুদ্রে ইংরেজদের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিল। ইউনানীদের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাদের মস্তক বিঘূর্ণিত করিয়া দিয়াছিল, অথচ তখন ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যগুলি ইউনানের পৃষ্ঠপোষকতাই করিতেছিল। তখন ইউরোপীয় সাম্রাজ্য সমূহ যদি ষড়যন্ত্র করিয়া আমাদের বিরুদ্ধে সমবেত না হইত, তাহাহইলে হিজায, সুদান, সিরিয়া, তুরস্ক ও মিছর সমস্তই আজ একই পতাকামূলে সমবেত পরিদৃষ্ট হইত। ইতিহাসের এই সুবর্ণ যুগগুলিতে আমোদের রাজ্যসমূহে শরীঅতের আইনই প্রচলিত ছিল—ইউরোপীয় আইন নয়।

এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইবার পরও যদি কেহ এরূপ কথা বলে যে, মুছলিম জাতির পতনের কারণ শরীঅতের আইন আর ইউরোপের উন্নতি ও উত্থানের কারণ ইউরোপীয় আইন, তাহাহইলে আমরা শুধু এই কথাই বলিব যে, বিভ্রান্তি ও স্বার্থপরতা মানুষকে অনেক সময়ে অন্ধ ও বধির করিয়া ফেলে। এই সকল অজ্ঞ লোকের পক্ষে মুছলিম জাতির এবং ইউরোপের ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখা কর্তব্য এবং জাতীয় সাফল্য ও ব্যর্থতার রহস্য ভেদ করিবার জন্য মুক্তবুদ্ধি লইয়া গবেষণায় অগ্রসর হওয়া উচিত। আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন, ইহারা কি ভূপৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করেনা? যদি করিত, তাহা হইলে তাহারা বুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয়ের অধিকারী হইতে পারিত এবং শ্রবণশীল কর্ণ লাভ করিতে পারিত। বস্তুতঃ চক্ষু অন্ধ হয়না, বরং বক্ষঃস্থলের ভিতরকার হৃদয়গুলি অন্ধ হইয়া থাকে—আলহজ্জ ৪৬ আয়ত।

افلم يسيروا فى الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او آذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور-

ক্রমশঃ।

ছাড়িব না কাশ্মীর

কাজী গোলাম আহ্‌মদ

উন্নত শির---
মুস্‌লিম---উঠো বীর !
পাক-কোরাণের উষ্ণীষ পরো
ধরো হাতে শম্‌শির---
সত্যের পথে শপথ নাও আজ
ডাকিতেছে কাশ্মীর।
অন্যায় রণ রোধিতে কে কোথা'
আছো মুস্‌লিম,---ছুটে চলো সেথা---
যেথা মানবতা লুপ্ত করিতে
জুলুমের চলে তীর---
শান্তির ঢাল হস্তে ধরিয়া
চলো সেই কাশ্মীর।
বংগ-বিজয়ী বখ্‌তিয়ার আর
হাম্‌জা-আলীর নাংঙা তরবার
কালামে-রসুল রজ্জু ধরিয়া
আগে বাড়ো যত বীর---
অযুত-কণ্ঠে ঘোষিয়া দাও আজ
'ছাড়িব না কাশ্মীর।'

কাশ্মীরি ভাই, কোনো ভয় নাই,---
আছে মুস্‌লিম---আজো মরে নাই
এজিদের তরে হোতেছে শাণিত
হানিফার শম্‌শির---
ওঠো মুস্‌লিম---জংগে জেহাদে
বেগে ধাও কাশ্মীর।
মুস্‌লিম---তুমি বীর !
তব তরে কভু নহে ক্রন্দন
নহেকো অশ্রু-নীর।
যেথা খুন্‌-খুবী---বাজে দুন্দুভি
অন্যায় রণে মাতিয়াছে লোভী
সেথায় তোমার আজি আহ্বান
কাটিবারে জিন্‌জির
দিলাবার তুমি---জাঁহাগীর তুমি
উন্নত চির-শির।
শুধু নয় তক্‌বীর---
সেই সাথে পণ হউক আজিকে
'ছাড়িব না কাশ্মীর।

Contents

"নিজামুল-মুল্ক"

সগির (এম, এ,)

ভারতে মোগল রাজত্বের দ্রুত পতনের আমলে, সর্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণধী ও দূরদর্শী যে সেনানায়ক ও রাজনীতিকের সাক্ষাৎ মিলে তিনি ইতিহাসে নিজামুল-মুল্ক নামে পরিচিত। ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের পতন রোধ করা তাঁহার দ্বারা সম্ভবপর হয় নাই সত্য, কিন্তু উহার জন্য মূলতঃ তিনি দায়ী নহেন। তৎকালে শাহী বংশধর ও অন্যান্য আমীর ওমারাদের মধ্যে যে অথর্বতা ও অকর্মন্যতা, যে স্বার্থপরতা ও নীচাশয়তা, যে ভীরুতা ও কাপুরুষতা দেখা দিয়াছিল, তাহাতে তাঁহাদের মন ও মস্তিষ্ক একেবারে অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সর্বতোমুখীন পতন রোধ করা ছিল এক অতিমানুষিক ব্যাপার। নিজামুল-মুল্ক অবশ্য অতিমানুষ ছিলেন না। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার প্রতিভার অভাব ছিল না। চারিদিকের প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে যাহা করা সম্ভবপর ছিল, তাহা করিতে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। দিল্লীর মোগল সাম্রাজ্য অটুট রাখিতে সমর্থ না হইলেও তিনি উহার ভগ্নস্তূপ হইতে একটি নূতন রাষ্ট্রের পত্তন করিয়া যান। উহার ফলে ভারতের এক বৃহৎ অংশ মারাঠাদের কবল হইতে রক্ষা পায়। এ হেন একজন শক্তিধর পুরুষের জীবন কথা নিশ্চয়ই কৌতূহলোদ্দীপক। তাঁহার জীবনীর মধ্যস্থতায় তৎকালীন রাজনৈতিক জীবনের যে পরিচয় পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার সার্থকতা আছে। তাই তর্জুমানের পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাঁহার জীবন কথা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

নাম ও বংশ পরিচয় এবং পূর্ব্ব-পুরুষদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

বলা বাহুল্য যে, "নিজমুলমুল্ক" তাঁহার আসল নাম নয়। উহা তাঁহার উপাধি মাত্র। দিল্লীর সম্রাট কর্তৃক এই সম্মানসূচক উপাধিতে তিনি ভূষিত হন। আরও বলা প্রয়োজন যে, তাঁহার উপাধি শুধু "নিজামুল-মুল্ক" নহে। তাঁহার পূর্ণ উপাধি হইতেছে "আসফজাহ, খান খানান, নিজামুল-মুল্ক বাহাদুর ফতেহ্ জঙ্গ"। তাঁহার প্রকৃত নাম মীর কামারউদ্দিন। তাঁহার পিতার নাম গাজীউদ্দিন খান ফিরোজ জঙ্গ। তাঁহার পিতামহের নাম খাজা আবিদ। আর তাঁহার প্রপিতামহ হইতেছেন শেখ আলম বিন-আল্লাহ্‌দাদ-বিন আবদুর রহমান শেখ আযিযল। শেখ আলম একজন বিশেষ জ্ঞানী ও বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন তিনি স্বনামখ্যাত শেখ শাহাবউদ্দিন কোরায়শী তারমানী সাদিকীর বংশধর বলিয়া খ্যাত। উহাদের আবাস সহরা-ওয়ার্দ্দে ছিল বলিয়া জানা যায়। নিজামুল-মুল্কের পিতামহ খাজা আবিদ প্রথমতঃ বোখারা গমন করেন। তথায় তাঁহাকে প্রথমে কাজী এবং পরে শেখুল-ইসলামের পদে নিযুক্ত করা হয়। সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করার এক কি দুই বৎসর পূর্ব্বে (১০৬৬-৬৭ হিজরী—১৬৫৫-৫৬ খৃঃ) তিনি ভারতবর্ষ হইয়া মক্কাশরীফ গমন করেন। তিনি যখন তথা হইতে ফিরিয়া ভারতে আসেন, তখন আলমগীর দিল্লীর সিংহাসন অধিকারের উদ্দেশ্যে দাক্ষিণাত্য হইতে উত্তর ভারতের দিকে অভিযান করার উপক্রম করিয়াছিলেন। খাজা আবিদ আলমগীরের অধীনে কর্মগ্রহণ করিয়া একটি উচ্চপদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি পর পর অনেকগুলি পদ অলঙ্কৃত করেন, যথা, দানখয়রাত বিভাগের অধ্যক্ষ বা 'সদরে-কুল', আজমীর এবং তৎপর মুলতানের সুবাদারের পদ। আলমগীরের রাজত্বের চতুর্বিংশতি বর্ষে তিনি কর্মচ্যুত হন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই বাদশাহের ক্ষমাপ্রাপ্ত হন; এবং তাঁহাকে পুনরায় সদরে-কুলের পদে নিযুক্ত করা হয়। এই ঘটনার এক বৎসর পর তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করা হয়। তথায় তিনি জাফরাবাদ বিদরের গভর্ণর পদে নিযুক্ত হন। দাক্ষিণাত্যে তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত কার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন। কিন্তু অবশেষে গোলকুণ্ডা অবরোধকালে, ১০৯৮ হিজরী ২৪শে রবিউল আওয়াল (৩০শে জানুয়ারী, ১৬৮৭ খৃঃ) তাঁহার বাহুতে গুলিবিদ্ধ হয় এবং উহাতেই তিনি প্রাণত্যাগ করেন। তিনি বাদশাহ কর্তৃক "কিলিচ খাঁ" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ৫ পুত্র ছিল। উহাদের

Contents

সর্বজ্যেষ্ঠই সর্বাপেক্ষা যোগ্য ছিলেন।

এই জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম মীর শাহাবউদ্দিন। ইনিই নিজামুল-মুল্কের পিতা। ইনি ১০৬০ হিজরীতে (১৬৪৯-৫০ খৃঃ) সমরকন্দে জন্মগ্রহণ করেন। আলমগীরের রাজত্বের ১২শ বর্ষে তিনি ভারতে আগমন করেন। তখন তিনি ১৯ বা ২০ বৎসরের তরুণ যুবক। তিনি সহজেই বাদশাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন। তাঁহাকে ৩০০ জন পদাতিক ও ৭০ জন অশ্বারোহী সৈন্যের মসনবদারী প্রদান করা হয়। ১০ বৎসর কর্ম অন্তে এক বিশেষ ব্যাপারে তিনি বাদশাহের অনুগ্রহলাভে সমর্থ হন। মেবারের রাণার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া একজন সেনাপতির উদয়পুরের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করার পর তাঁহার সম্বন্ধে কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছিল না। মীর শাহাবউদ্দিন স্বীয় জীবন বিপন্ন করিয়া অতি দ্রুত তাঁহার সংবাদ আনয়ন করিয়া বাদশাহের চিন্তা দূর করেন। ইহার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে 'খান' উপাধি প্রদান করা হয়। এই ঘটনার পর তাঁহার পদন্নোতি খুব দ্রুতগতিতে আগাইয়া চলে। বিশেষ করিয়া সম্রাটের বিদ্রোহী পুত্র শাহজাদা আকবরের প্রদত্ত সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি যে প্রকার প্রভুভক্তি, বিশ্বস্ততা ও নেমকহালালীর পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি সম্রাটের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিতে সমর্থ হন। তিনি সম্রাটের সহিত দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়া তথায় দীর্ঘ ২৫ বৎসর ধরিয়া সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচালনায় ইবরাহিমগড়-ইয়াদগিরী বিজিত হয়। আদোনী (ইমতিয়াজগড়) ও তাঁহার বাহুবলে করায়ত্ব হয়। হায়দ্রাবাদ বিজয়ে তিনি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীর বিরুদ্ধেও তাঁহাকে প্রেরণ করা হয়। আলমগীরের মৃত্যুকালে তিনি ইলিচপুরে অবস্থান করিতেছিলেন। তৎকালে তিনি বেরারের গভর্ণরের পদে নিযুক্ত ছিলেন। আলমগীরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে দিল্লীর সিংহাসন লইয়া যে যুদ্ধ বিগ্রহ হয় তাহাতে তিনি কোন অংশ গ্রহণ না করিয়া নিরপেক্ষ ছিলেন। এই গৃহযুদ্ধে বাহাদুর শাহ জয়লাভ করেন। কিন্তু তুরানীগণ তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিত না। কাজেকাজেই তুরানীদের দলপতি হিসাবে শাহাবউদ্দিনও বাহাদুরশাহের প্রীতিলাভ করিতে পারেন নাই। দাক্ষিণাত্যে তাঁহার ন্যায় শক্তিশালী সেনানায়কের অবস্থান বিপজ্জনক মনে করিয়া তাঁহাকে গুজরাটের গভর্ণর নিযুক্ত করিয়া আহমদাবাদে স্থানান্তরিত করা হয়। তথায় তিনি উক্তপদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে ১১১২ হিজরীর ১৭ই শওওয়াল (৮ই ডিসেম্বর, ১৭১০ খৃষ্টাব্দ) ৬২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তৎকালে তিনি ৭০০০ হাজারী মনসবদারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মোগল শাসন ব্যবস্থা অনুযায়ী তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তি রাজকোষে বাজেয়াফত করা হয়। সম্পত্তির পরিমাণ হইতেছে—১½ দেড় লক্ষ টাকার হুণ্ডী, ১৩৩০০০ আশরফি, ২৫০০০ স্বর্ণ হুণ ও স্বর্ণ নিমপাওলী, ১৭০০০ হাজার স্বর্ণ পাওলী, ৪০০ আধেলী, ৮০০০ রৌপ্য পাওলী, ১৪০টি অশ্ব, ৩০০টি উষ্ট্র, ৪০০ বলীবর্দ্দ ও ৩৮টি হস্তী।

তৎকালে তুরানী প্রধানদের মধ্যে মীর শাহাবউদ্দিনই প্রকৃত নেতৃত্বের অধিকারী ছিলেন। ইহার যথেষ্ট কারণও ছিল। বুদ্ধিমত্তা তাঁহার যেমন প্রখর ছিল, আদবকায়দাতেও তিনি সেইরূপ দোরস্ত ছিলেন; তাঁহার স্বভাব মাধুর্যপূর্ণ ছিল। দেশ শাসনে যেমন তিনি দক্ষ ছিলেন যুদ্ধ বিগ্রহেও তদ্রূপ পারদর্শী ছিলেন। জীবনের শেষ ২০ বৎসর তিনি সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টিশক্তি হইতে বঞ্চিত ছিলেন। রোগের আক্রমণে তাঁহার চক্ষুদ্বয় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এতবড় বিপর্য্যয় স্বত্বেও তাঁহার কর্ম্মোন্মাদনা কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। খুব সম্ভবতঃ ইহা পৃথিবীর ইতিহাসে এক অদ্বিতীয় ও উপমাবিহীন ঘটনা যে, তৎকালীন অশান্তি উপদ্রবের যুগে একজন সম্পূর্ণ অন্ধলোক একটি বিস্তৃত প্রদেশের শাসনকার্য্য সাফল্যের সঙ্গে নির্বাহ করিতেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সুকৌশলে সৈন্য পরিচালনা করিতেন।

সম্রাট শাহজাঁহার উজির সুনামখ্যাত সাদুল্লাহ খাঁর কন্যার সহিত মীর শাহাবউদ্দিন উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হন। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর ভ্রাতা হিফজুল্লাহ খাঁর দুই কন্যার সহিত তিনি পর পর বিবাহিত হন। তাঁহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্ত্রীগণের গর্ভে কোন সন্তানাদি জন্মগ্রহণ করে নাই। মীর শাহাবউদ্দিন বাদশাহ প্রদত্ত "গাজিউদ্দিন খান ফিরোজ জঙ্গ" উপাধিতে বিভূষিত ছিলেন এবং আসল নাম চাপা পড়িয়া গিয়া তিনি বাদশাহ প্রদত্ত নামেই পরিচিত হইয়াছিলেন। নিজামুল-মুল্কের বংশপরিচয়ের

প্রারম্ভে আমরাও তাঁহাকে বাদশাহ্ প্রদত্ত নামেই উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে আমরা নিজামুল-মুল্কের পিতৃপুরুষদের জীবনকথা আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া নিজামুল-মুল্কের চরিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

জন্ম ও জীবনের প্রথম অধ্যায়

মীর কামারউদ্দিন, ১০৮২ হিজরীর ১৪ই রবিউল আওওয়াল (১১ই আগষ্ট, ১৬৭১ খৃঃ) ভূমিষ্ঠ হন। বাল্যকাল, হইতেই তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। ভবিষ্যতে তিনি যে দেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিবেন তাহা শৈশবেই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ১০৯৫ হিজরীতে (১৬৮৩-১৬৮৪ খৃঃ) যখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৩ বৎসর, সেই সময়েই তিনি সম্রাট আলমগীরের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হন। বাদশাহ আলমগীর নিজে যেমন জ্ঞানী, গুণী ও কর্মী পুরুষ ছিলেন সেইরূপ প্রকৃত প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে আবিষ্কার করিতেও তেমনই দক্ষ ছিলেন। ফলে এই ১৩ বৎসরের বালক রাষ্ট্রের এক দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হইল। তাঁহাকে ৪০০ শতী পদাতিক ও ১০০ শতী অশ্বারোহী সৈন্যের মনসবদারী দেওয়া হইল। পরবর্ত্তী বৎসরেই তাঁহাকে সম্মানসূচক 'খান' উপাধিতে বিভূষিত করা হইল। ১১০১ বা ১১০২ হিজরীতে (১৬৯০-৯১ খৃঃ) তাঁহাকে "চিন্ কিলিচ খাঁ" এই উপাধি প্রদান করা হয়। ১১১৮ হিজরীতে সম্রাট আলমগীর যখন এন্তেকাল করেন তখন তিনি বিজাপুরের গভর্ণরপদে নিযুক্ত ছিলেন।

তাঁহার স্বনামখ্যাত পিতার জীবনী আলোচনা উপলক্ষে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সম্রাট আলমগীরের পরলোকগমনের পর তাঁহার পুত্রদ্বয় শাহজাদা মোয়াজ্জম শাহ্ ও শাহজাদা আজমশার মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হয় তাহাতে তুরানী দলপতিরা নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেন। গৃহযুদ্ধে শাহজাদা মোয়াজ্জম শাহ জয়লাভ করিয়া তৎকালীন অন্যতম বিশেষ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিশালী আমীর জুলফিকার খাঁর পরামর্শ অনুযায়ী তুরানী দলপতিদিগকে দাক্ষিণাত্য হইতে সরাইয়া উত্তর ভারতে লইয়া আসেন। কারণ তুরানী দলপতিরা একাদিক্রমে বহু বৎসর ধরিয়া দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করার ফলে তথায় খুব শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন; যাহার ফলে তথায় তাঁহাদের অবস্থান বিপজ্জনক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। যাহা হউক "চিন কিলিচ খাঁকে" বিজাপুর হইতে সরাইয়া আউধ বা অযোধ্যার সুবাদার ও গোরখপুরের ফৌজদারের পদে নিযুক্ত করা হয় (১৫ই রমজান, ১১১৯ হিজরী; ৯ই ডিসেম্বর, ১৭০৭ খৃষ্টাব্দ)। এই সময় তাঁহার উপাধিও পরিবর্ত্তিত করিয়া তাঁহাকে "খান দওরান বাহাদুর" উপাধিতে সম্মানিত করা হয়। তাঁহার পদের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাকে ৬০০০ হাজারী পদাতিক ও ৬০০০ হাজারী অশ্বারোহী সৈন্যের মনসবদারী প্রদত্ত হয়। কিন্তু মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরেই (৫ই জিলকদ) তিনি তাঁহার কর্ম্মে ইস্তফা দেন এবং সমস্ত উপাধি বর্জ্জন করেন। কিন্তু তৎকালীন উজির মুনিম খাঁর নির্বন্ধাতিশয্যে তিনি তাঁহার পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করেন। ফলে তাঁহাকে ৭০০০ হাজারী পদাতিক ও ৭০০০ হাজারী অশ্বারোহী সৈন্যের মনসবদারীতে উন্নীত করা হয়।

তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর, ১১২২ হিজরী ১৮ই জিলকদ (৬ই ফেব্রুয়ারী ১৭১১ খৃষ্টাব্দ) তিনি পুনরায় পদত্যাগ পত্র দাখিল করেন। এইবার উহা গৃহীত হয়। তাঁহার ভরণ পোষণের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাকে বার্ষিক ৪০০০ টাকা করিয়া একটী বৃত্তি দেওয়া হয়। সম্রাট বাহাদুর শাহের রাজত্বের একেবারে উপসংহার কালে তিনি আবার কর্ম্মময় জীবনে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময় তাঁহাকে তাঁহার পিতার উপাধি "গাজিউদ্দিন খান বাহাদুর ফিরোজজঙ্গ" উপাধি প্রদান করা হয়।

বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তিনি শাহজাদা আজীম উশ্‌শানের পক্ষাবলম্বনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই শাহজাদা তাঁহাকে সম্মানের চক্ষে নিরীক্ষণ— করিতেন এবং তাঁহাকে উচ্চ পদমর্য্যাদা প্রদান করার প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন। তিনি ৩০০০ বা ৪০০০ সৈন্য লইয়া শাহজাদার সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে দিল্লী হইতে বহির্গতও হইয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত শাহজাদার শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদ শ্রবণ করিয়া-

তিনি তাঁহার সৈন্য দল ভাঙ্গিয়া দিয়া আবার নীরব নিষ্কর্মা জীবনে ফিরিয়া আসিলেন। সম্রাট জাঁহাদার শাহের উজীর জুলফিকার খাঁর উপর আবদুস সামাদ খাঁর বিশেষ প্রভাব ছিল। প্রধানতঃ তাঁহারই প্রচেষ্টায় নিজামুল মুল্কের এই ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়িয়া যায়। নতুবা এই ব্যাপারকে উপলক্ষ করিয়া তাঁহাকে অপদস্থ, নির্য্যাতিত, এমন কি প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত করারও আশঙ্কা ছিল। সুতরাং বলিতে হয় যে তিনি এবার সৌভাগ্যক্রমেই বাঁচিয়া গেলেন। ভবিষ্যতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অভিনয় করার তখনও অনেক বাকী। সুতরাং এক অদৃশ্য রহস্যময় হস্তের অঙ্গুলি হেলনে তিনি যে রক্ষা পাইবেন, তাহা আর বিচিত্র কি!

একটি বিচিত্র ঘটনা

নিজামুল মুল্কের জীবনের সহিত জড়িত একটি ঘটনার উল্লেখ করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। অবশ্য তাঁহার জীবনী আলোচনায় উহার তেমন গুরুত্ব নাই। কিন্তু তৎকালে সমাজের উচ্চস্তরে বিশেষ করিয়া রাজবংশে যে নীতিহীনতা, সাধারণ শালীনতা বোধের অভাব, ভোগ ও বিলাসিতার ভয়াবহ বাড়াবাড়ি দেখা দিয়াছিল এবং তাহার ফলে সমাজ দেহে ঘুণ ধরিয়া গিয়া উহাকে অচিরে অন্তসারশূন্য করিয়া তুলিয়াছিল তাহার একটি জলন্ত নিদর্শন রূপে এই ঘটনার বিশেষ মূল্য আছে। সেই জন্যই এস্থলে উহার উল্লেখ বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি।

ভাগ্যক্রমে গৃহযুদ্ধে জয়ী হইয়া তখন জাঁহাদার শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি সিংহাসনে সমাসীন হইয়াছেন মাত্র। দেশ শাসনের যোগ্যতা তাঁহার ছিলনা। তদুপরি তাঁহার অতি পিয়ারের উপপত্নী 'লালকুঁয়ারের' মনস্তুষ্টি ও অদ্ভুত খেয়াল পূরণের জন্য রাজকোষ উজাড় করিয়া দিয়াছেন। লালকুঁয়ার ছিলেন একজন নর্তকী বাইজী। সুতরাং তার সব প্রিয়পাত্রী ও সহচরী ঐ প্রকারের নিম্ন বংশোদ্ভব নারীদের মধ্য হইতেই নির্বাচিত হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে জোহরা নাম্নী এক নারীরই প্রতিপত্তি খুব বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই জোহরা প্রথমে সব্জি-ফোরশ ছিল। কিন্তু "ইমতিয়াজ মহল" (জাঁহাদার শাহ প্রদত্ত লালকুঁয়ারের উপাধি) এর বদৌলতে সে উচ্চপদ ও বিস্তীর্ণ জায়গীর লাভ করে। ক্ষমতা ও পদলাভে অন্ধ হইয়া জোহরা একপ্রকার দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া উঠে এবং তাহার অভদ্র ও স্পর্ধাসূচক ব্যবহারে বিশেষ সম্ভ্রান্ত লোকেরাও পর্য্যুদস্ত হইতে থাকে। এই সময় নিজামুলমুল্ক (অবশ্য তখনও তিনি নিজামুলমুল্ক উপাধি লাভ করেন নাই) রাজকার্য্যে ইস্তফা দিয়া একপ্রকার নীরব জীবন যাপন করিতেছিলেন। একদিন পাল্কি আরোহণে তিনি একটি সঙ্কীর্ণ রাস্তা দিয়া গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে তিনি জোহরার বিরাট দলবলের সম্মুখে পড়িয়া যান। ভৃত্য খাদেম ও সহচরীদের বিরাট দলবল লইয়া জোহরা এক হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ঐ রাস্তা দিয়া চলিতেছিল। নিজামুলমুল্কের সহিত যে সামান্য জনকয়েক অনুচর ছিল তাহারা জোহরাপক্ষীয় লোকজনদের দাপটে রাস্তা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। জোহরা ঐ স্থান অতিক্রম করিবার সময় চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"কি, ওটা সেই অন্ধ লোকটার ছেলে নয়?" এই প্রকার তাচ্ছিল্যজনক ও অপমানসূচক বাণী শ্রবণ করিয়া নিজামুলমুল্ক বিষম বেদনাহত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তাঁহার আদেশে তাঁহার অনুচরবৃন্দ জোহরাকে জোর করিয়া হস্তীপৃষ্ঠ হইতে নামাইয়া দেয়। আর যায় কোথায়! এরজন্য লালকুঁয়ারের মধ্যস্থতায় বাদশাহের নিকট নালিশ রুজু হইল। নিজামুলমুল্কের শাস্তিবিধানের জন্য উজীর জুলফিকার খাঁর উপর আদেশ জারী করা হইল। কিন্তু বাদশার এই হুকুম পালন করিতে গেলে তার পরিণাম ফল কত ভয়াবহ হইতে পারে সে সম্বন্ধে জুলফিকার খাঁ অনবহিত ছিলেন না। তাই তিনি ইহাতে ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করায় ব্যাপারটা আর বেশী দূর না গড়াইয়া ঐখানেই উহার পরিসমাপ্তি লাভ করিল।

পুনরায় কর্মগ্রহণ

নিজামুল-মুল্কের অবসর জীবন যাপনের সুযোগ বেশী দিন ঘটিলনা। শীঘ্রই তাঁহার কর্মজগতে ডাক পড়িল। পূর্বদিক হইতে শাহজাদা (পরে সম্রাট) ফররোখ-শিয়র সসৈন্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহার গতিরোধ করার জন্য জাঁহাদারশার জ্যেষ্ঠপুত্র শাহজাদা আজজুদ্দিনকে এক বৃহৎ সৈন্যদলসহ পূর্বাভি-মুখে প্রেরণ করা হইল। কিন্তু সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান নগরী আগ্রা রক্ষার ভার অর্পণ করার জন্য একজন উপযুক্ত লোকের একান্ত প্রয়োজন দেখা দিল। উজির জুলফিকার খাঁ ঐ কার্য্যের জন্য "চিন কিলিচ খাঁকেই" সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত পাত্র বলিয়া ধারণা করিলেন। তাহা ছাড়া এই শক্তিশালী ও অশেষ প্রতিভাসম্পন্ন তুরাণী দলপতিকে কাজে লাগাইতে পারিলে তাঁহার দ্বারা সঙ্কট উদ্ধার হইবে, এই ধারণাই উজির সাহেব পোষণ করিলেন। কাজে কাজেই তিনি 'চিনকিলিচ খাঁর' প্রতি মনে মনে বিদ্বেষ পোষণ করিলেও এক্ষণে তাঁহাকেই আগ্রা রক্ষার ভার প্রদান করিলেন। তাঁহার উপর আদেশ দেওয়া হইল তিনি যেন শাহজাদা আজজুদ্দিন এর সহিত অবিলম্বে মিলিত হন।

তদনুযায়ী তিনি আগ্রাভিমুখে রওয়ানা হন। তথায় উপনীত হইয়া দেখেন যে, শাহজাদা যমুনানদী অতিক্রম করিয়া আরও পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। দিল্লীর সিংহাসন লইয়া শাহী বংশধর-দের মধ্যে বিরোধ ও তজ্জন্য যুদ্ধবিগ্রহ নূতন নয়। পরাজিত পক্ষে অংশ গ্রহণকারী আমীর ওমারাদের উপর বিজয়ী সম্রাটের কিরূপ কোপদৃষ্টি পতিত হয়, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তিনি ইতিপূর্বে একাধিকবার পাইয়াছেন। তাই এই সব যুদ্ধবিগ্রহে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করা তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। এক্ষেত্রেও তিনি ঐ একই নীতি দ্বারা পরিচালিত হইবার সঙ্কল্প করিলেন। তদনুযায়ী তিনি আর অগ্রসর না হইয়া নানাপ্রকার অজুহাত দেখাইয়া আগ্রাতেই রহিয়া গেলেন।

ইত্যবসরে পরলোকগত শাহজাদা আজিমুশ্-শানের অন্যতম প্রিয়পাত্র "ওবায়দুল্লাহ্ শরিয়তউল্লাহ্" (পরে মীরজুমলা) লাহোর হইতে যাত্রা করিয়া তথায় উপনীত হইলেন। সম্রাটপক্ষীয় লোকজন তাঁহাকে আর অগ্রসর হইতে দিল না। ঐ সময় তিনি নিজের প্রাণ বিপন্ন করিয়া এবং প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিয়া চিনকিলিচ খাঁ ও মোহাম্মদ আমীন খাঁ চিনের সহিত গোপনে সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা চালাইলেন। ক্ষেত্র পূর্ব হইতে প্রস্তুতই ছিল। এক্ষণে এই যোগা-যোগের ফলে চিনকিলিচ খাঁর মনোভাব আরও দৃঢ়ীভূত হইল। তিনি ও আমীন খাঁ এই সিদ্ধান্তে একমত হইলেন যে, সিংহাসনের অধিকার লইয়া অবশ্যম্ভাবী বিষম সংগ্রামে তাঁহারা নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিবেন। ১৩ই জিলহজ, ১১২৪ হিজরী (১০ই জানুয়ারী, ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে) আগ্রার জাঁহাদার শাহ ও ফররোখশীয়রের মধ্যে যে ভীষণ যুদ্ধ হইল তাহাতে এই দুই তুরাণী দলপতি নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়াছিলেন। অনেকে বলেন, তাঁহাদের এই নিশ্চেষ্ট-তার জন্যই জাঁহাদার শাহ ঐ যুদ্ধে জয়লাভ করিতে অসমর্থ হন। এজন্য তাঁহারা তুরাণী দলপতিদ্বয়কে বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদও দিয়া থাকেন। আমরা কিন্তু তাহা স্বীকার করিনা। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা না করিয়া শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, জাঁহাদার শার ঐ যুদ্ধে পরাজয়ের কারণ তিনি স্বয়ং। তিনি লালকুঁয়ারের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া যদি যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ না করিতেন তাহা হইলে তাঁহার পরাজয় বরণ করার সঙ্গত কোন কারণ ছিলনা। আর চিনকিলিচ খাঁদের বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ? দিল্লীর সিংহাসন লইয়া মোগল রাজ-বংশীয়দের মধ্যে পুনঃ পুনঃ যে যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হইয়াছে তাহাতে বিভিন্ন আমীর-ওমারা সুবিধামত বিভিন্ন পক্ষে যোগদান করিয়াছেন। ইহার মধ্যে দেশভক্তি, স্বদেশহিতৈষণা, মানবতা প্রভৃতির কোন কথা ছিলনা। কথা উঠিতে পারে যে, ইহাতে অন্ততঃ প্রভুভক্তি ও নিমকহালালীর প্রশ্ন জড়িত ছিল। কিন্তু সিংহাসনের দাবীদার যখন একাধিক এবং কাহার দাবী অগ্রগণ্য তাহা নির্ণয় করা যখন

অসম্ভব, তখন উক্ত প্রশ্নও অবান্তর। কাজেই স্বীকার করিতেই হইবে এরূপক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা এবং বিজয়ী বীরের বশ্যতা স্বীকার করাই একমাত্র যুক্তিযুক্ত পন্থা। চিনকিলিচ খাঁ উহাই করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া আর একটি কথা এই যে, জাঁহাদার শাহ মাত্র ১০ মাস রাজত্ব করিয়া স্বীয় প্রকাশ্য ব্যাভিচারের দৃষ্টান্তে ও নিজের অক্ষমতা ও অনুপযুক্ততার জন্য সাম্রাজ্য মধ্যে যে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাকে সমর্থন করার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণই বিদ্যমান ছিলনা। তিনি ব্যক্তিগতভাবে চিনকিলিচ খাঁর এমন কিছু করেন নাই যাহার জন্য চিনকিলিচ খাঁর পক্ষে এই সর্বাংশে অনুপযুক্ত নরপতিকে সমর্থন করা অবশ্য কর্তব্য ছিল।

ফররোখশীয়রের আমল হইতে মোহাম্মদ শাহের রাজত্বের প্রথম বর্ষ পর্য্যন্ত

আগ্রার যুদ্ধে জয়লাভ করার পর দিল্লীর সিংহাসন লাভ করার পথ ফররোখশীয়রের জন্য প্রশস্ত হইয়া গেল। একরূপ বিনা বাধায় জাঁহাদার শাহ ও উজীর জুলফিকার খান ধৃত হইয়া নির্ম্মমভাবে নিহত হইলেন। ফররোখশীয়র সিংহাসনে আরোহণ করার পর শাহী দরবারের প্রধান প্রধান পদে এবং প্রাদেশিক শাসন কর্তাদের পদে প্রায় অধিকাংশ নূতন লোক নিযুক্ত হইলেন। বহুদিন দাক্ষিণাত্যে থাকার ফলে তথাকার হাল হকিকত সম্বন্ধে চিনকিলিচ খাঁ বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন বলিয়া সমগ্র দাক্ষিণাত্য শাসনের বৃহৎ দায়িত্ব ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল। দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের উৎপাত বরাবরই চলিতেছিল। তাহাদিগকে দমন করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন ঘটে। তজ্জন্য দাক্ষিণাত্যের ছয়টি সুবার উপর কর্তৃত্ব করার জন্য এই প্রকার নূতন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল। উক্ত পদে চিনকিলাচ খাঁকে নিযুক্ত করা যে তাঁহার প্রতি অহেতুক প্রীতি প্রদর্শন তাহা নহে। তাঁহার যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার জন্যই তাঁহাকে ঐরূপ গুরুত্ব ও দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করা হইল। এই উপলক্ষে তাঁহাকে সম্মানজনক "নিজামুল মুল্ক বাহাদুর ফতেহজঙ্গ" এই উপাধিতে বিভূষিত করা হইল। তাঁহার রাজধানীরূপে আওরঙ্গবাদ নগরী নির্বাচিত হইল (১৭১৩ খৃষ্টাব্দ)।

দাক্ষিণাত্যে গিয়া নিজামুলমুল্ক শাসনকার্য্যের সুশৃঙ্খলা বিধানে মনোনিবেশ করিলেন। শাসনকার্য্যে যে সব ত্রুটিবিচ্যুতি ও বিশৃঙ্খলা দীর্ঘদিন হইতে চলিয়া আসিতেছিল সেগুলিকে তিনি একে একে দূরীভূত করার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে দিল্লীর দরবারে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়কে কেন্দ্র করিয়া যে অবিশ্রান্ত চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র শুরু হইয়াছিল এবং উহার ফলে তাহাতে যে সমস্যার উদ্ভব হইল, তাহার আশু সমাধানের জন্য নিজামুলমুল্ককে অপসারিত করিয়া তদস্থানে হোসেন আলী খাঁকে দাক্ষিণাত্যের শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করা হইল (১৭১৪ খৃষ্টাব্দ)।

নিছক রাজনৈতিক কারণে এইভাবে সুবাদারের পদ অপরের জন্য ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়া নিজামুল্ক দরবারে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার শিক্ষাদীক্ষা আলমগীরের সাহচর্য্যে ও তাঁহারই দরবারে সম্পন্ন হইয়াছিল। দরবারের কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া চলিতেই তিনি অভ্যস্ত। কিন্তু ফররোখশীয়রের দরবারে আসিয়া দেখিলেন সব কিছুই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। বড় ও ছোট, লঘু ও গুরুর পার্থক্যবোধ দরবার হইতে উঠিয়া গিয়াছে। আর সর্ব্বদায় ও সর্ব্বত্রই শুধু চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পাতান রহিয়াছে। এই সব অপরিণামদর্শী,—অকালপক্ক ও বাকসর্বস্ব সভাসদদের মধ্যে নিজেকে খাপখাওয়াইয়া চলা তিনি খুব কষ্টকর বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তাই ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁহাকে চাকলা মোরাদাবাদের ফৌজদারের পদে নিযুক্ত করা হইল, তখন তথায় তাঁহার কোন ডেপুটী না পাঠাইয়া নিজেই চলিয়া গেলেন। (ক্রমশঃ)

বিশ্ব-পরিক্রমা

পশ্চিম পাঞ্জাবের ছয়লাব

পূর্ব পাকিস্তান, সীমান্ত প্রদেশ এবং সিন্ধুর পর অবশেষে পশ্চিম পাঞ্জাবে ভীষণতর আকারে প্লাবন দেখা দিয়াছে। কয়েকদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি-পাতের ফলে ইরাবতী ও শতদ্রু নদীতে আকস্মিক পানিস্ফীতি ঘটিয়া লাহোরের রক্ষাবাঁধ কয়েক স্থানে ভাঙ্গিয়া যায় এবং সহরের বিভিন্ন ইলাকা ভাসাইয়া ফেলে। এমন আকস্মিকতার সহিত পানিতে ঘড়-বাড়ী নিমজ্জিত হইয়া যায় যে, বন্যাক্রান্ত ইলাকার নারী, শিশু এবং গৃহ সরঞ্জাম অপসারণের ব্যাপারে সহায়তার জন্য সামরিক ও পুলিস বাহিনী নিযুক্ত করিতে হয়।

মুলতান জেলাতেই বন্যায় সর্বাধিক ক্ষতি হই-য়াছে। মণ্টগোমারী, লায়ালপুর, মুজাফ্ফরগড় সহরেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য ঘরবাড়ীর বিধ্বস্তি ছাড়াও অর্থ ফসল তুলার ভয়াবহ ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। মুলতান জিলায় একটী বাঁধ ডিনামাইটের সাহায্যে উড়াইয়া দেওয়া সত্ত্বেও সিধানীর উৎস মুখের অবস্থা সঙ্কটজনক বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন স্থানে, রেল স্টেশন নিমজ্জিত হইয়াছে, বহু স্থানে রেল লাইন ধ্বসিয়া গিয়াছে। ফলে পশ্চিম পাঞ্জাব অবশিষ্ট পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

বন্যায় ডুবিয়া কিছু সংখ্যক লোকের মৃত্যুরও খবর পাওয়া গিয়াছে। শত শত গবাদি পশু ভাসিয়া গিয়াছে। সহরের স্কুল কলেজ বন্ধ দেওয়া হইয়াছে। সহস্র সহস্র লোক ডুবন্ত গৃহ পরিত্যাগ করিয়া-কোমর পানি ভাঙ্গিয়া নিরাপদ স্থানের উদ্দেশে গমন করিতেছে। প্রাথমিক হিসাবে মোট ৫ লক্ষ লোক আশ্রয়হীন হইয়া পড়িয়াছে। বন্যার্তদের আশু আশ্রয়-দান, খাদ্য ও বস্ত্র সরবরাহ এক বিরাট সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে। প্রাক্তন পশ্চিম পাঞ্জাব সরকার সাধ্যানুসারে সাহায্যের ও আর্তত্রাণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। নূতন পশ্চিম পাকিস্তান সরকারে প্রধান মন্ত্রী বন্যা সাহায্য ও আশ্রয়হীনদের পুনর্বাসন সমস্যাকে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।—কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে প্রধান মন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ৫০ লক্ষ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করি-য়াছেন এবং বন্যানিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠনের আশ্বাস দিয়াছেন। পাকিস্তানের উভয় অংশে পর পর দুই বৎসর বিভীষণ ও মারাত্মক ধরণের বন্যায় যে ক্ষতি সাধিত হইল, আল্লাহর বিশেষ রহমত ভিন্ন অদূর ভবিষ্যতে উহার পরিণতি হইতে রক্ষার উপায় নাই।

পূর্ব পাঞ্জাবের বন্যা

সাবেক পাঞ্জাবের পূর্ব অংশ ভারত-অন্তর্ভুক্ত পূর্ব পাঞ্জাব সাম্প্রতিক বন্যায় অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ইরাবতী ও বিপাশার দুই কূল প্লাবিত হইয়া উভয় নদীর তীরবর্তী সহর এবং ৪ সহস্র বর্গমাইল ইলাকা পানিতে নিমজ্জিত হইয়া যায়। এই অভূত-পূর্ব প্লাবনের ফলে ৭ হাজার গ্রাম ও ১ লক্ষ ৭৫ হাজার গৃহ পানিনিমগ্ন হইয়া পড়ে। প্রাথমিক হিসাবে ৩৫ কোটি টাকা মূল্যের অর্থ ফসল বিনষ্ট এবং কয়েক সহস্র লোকের মৃত্যু ও অসংখ্য গবাদি পশুর জীবন নাশ হইয়াছে। কত লোক যে গৃহহীন ও আশ্রয়হীন হইয়া পড়িয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

যমুনা প্লাবিত হইয়া আগ্রা, পুরাতন দিল্লী ও নয়া দিল্লীর বহু স্থানে পানি উঠিয়াছে, ঐতিহাসিক লাল কেল্লার প্রাচীরে পানির ঢেউ প্রতিহত হইতেছে। পাঞ্জাবের রাজপথ, সেতু এবং রেলপথ অনেক—স্থলেই অকার্যকরী হইয়া পড়িয়াছে এবং পূর্ব পাঞ্জাবের সহিত ভারতের অবশিষ্টাংশের স্থলপথের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ভারত সরকার এবং পূর্ব-পাঞ্জাব সরকার আর্তসাহায্য ও পুনর্বাসনের যথা-বিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন।

কাশ্মীর প্রসঙ্গ

কাশ্মীর সমস্যার বাস্তব সমাধানের কোন পথ আজ

পর্যন্ত নির্ণীত হইতে পারিলনা। পাক প্রধানমন্ত্রী অবশ্য কাশ্মীরের আজাদীকে বর্ত্তমান মুহূর্তের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন এবং এ সম্বন্ধে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের এক সর্বদলীয় সম্মেলন আহ্বান করিয়া তাঁহাদের মনোভাব ও পরামর্শ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। সম্মেলনের তারিখ এখনও নির্ধারিত হয় নাই। পূর্ববর্তী মন্ত্রীসভা সমূহ এ ব্যাপারে যে দুর্বল নীতি ও অব্যবস্থিতচিত্ততার পরিচয় দিয়াছেন বর্তমান সরকার তাহা ঝাড়িয়া ফেলিয়া সাহসের সহিত কার্যকরী ও বলিষ্ঠ নীতি অবলম্বণ করিতে আগাইয়া আসিতে পারিবেন, এবন কোন বাস্তব লক্ষণ তাঁহারা আজ পর্যন্ত দেখাইতে পারেন নাই।

অপরদিকে পাকিস্তানের জনবৃন্দের ধৈর্যের বাঁধ প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছে। বর্তমান পরিবেশে জনগণের পক্ষে সশস্ত্র অভিযান সম্ভব নয় জানিয়া তাহারা শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহের পথ অবলম্বন করিয়াছে। করাচী, লাহোর, রাওলপিণ্ডি, ঢাকা, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে স্বেচ্ছাসেবক বৃন্দ ভারতীয় হাই কমিশনার অথবা ডেপুটি হাই কমিশনার—প্রভৃতির অফিসের সম্মুখে দিনের পর দিন অনশন ধর্মঘট চালাইয়া যাইতেছে। নীতির দিক দিয়া এই পন্থার ন্যায্যতা এবং স্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী ফলের কথা বিবেচনা না করিয়াও একথা বলা যাইতে পারে যে, উহার দ্বারা কাশ্মীর সমস্যার গুরুত্বের প্রতি পাক সরকার এবং পাকিস্তানী আবাল বৃদ্ধ বণিতার দৃষ্টি নূতন করিয়া আকর্ষণ করা সম্ভবপর হইয়াছে।—অবিলম্বে পক্ষপাতহীন গণভোটই যে কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের একমাত্র পথ তাহা ভারত সরকারকে ইহার মাধ্যমে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইতেছে।

ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রবেশ করার পরিকল্পনাও শীঘ্রই কার্যকরী করা হইবে বলিয়া শোনা যাইতেছে। ইহারা কামান ও বন্দুকের পরিবর্তে ঈমানের বলে কাশ্মীরে পাকিস্তানের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে। অহিংস ও সত্যাগ্রহের গান্ধি প্রদর্শিত নীতির তথাকথিত অনুসারী ভারত সরকার এই সত্যাগ্রহকে কিভাবে গ্রহণ করেন তাহা লক্ষ করিবার বিষয়।

রাজবন্দীদের পাইকারী মুক্তি

বিগত ৫ই আক্টোবর পূর্ব-পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী কম্যুনিস্ট বন্দীসহ সমস্ত রাজবন্দীদিগকে মুক্তি-দানের নির্দেশ দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সর্বপ্রকার রাজনৈতিক কর্মীদের উপর হইতে সর্ববিধ গ্রেফতারী পরোয়ানা, বিধিনিষেধ ও অন্তরীণাদেশ প্রত্যাহার করা হইয়াছে। প্রকাশ, মুক্ত রাজবন্দীদের পুনর্বাসন এবং সংস্থানের 'সমস্যা' প্রকটরূপে দেখা দেওয়ায় তাহাদের সম্বন্ধে পূর্ববঙ্গ সরকার সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া জানাগিয়াছে।

মছজিদে ডিস্টাফোন

গত ২১শে সেপ্টেম্বরের এক সংবাদে প্রকাশ পাঞ্জাব সরকার মছজিদের ইমাম ও খতিবগণের ভাষণ ও খোতবা-সমূহ রেকর্ড করার জন্য পাঞ্জাবের বড় বড় মছজিদে ডিস্টাফোন স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

আলেমবৃন্দ খোৎবায় সরকার অথবা রাষ্ট্রবিরোধী কোন কথা উচ্চারণ করার পর গোয়েন্দা বিভাগের উপর বিকৃত বিবরণ পেশ করার দায়িত্ব চাপাইয়া বাঁচিতে পারিবেন না। ডিস্টাফোনের সাহায্যে উচ্চারিত খোৎবা বা বক্তৃতার প্রত্যেকটি কথা রেকর্ড হইয়া যাইবে এবং শীলমোহর করা রেকর্ড গোয়েন্দা বিভাগের ডি, আই, জি শ্রবণ করিয়া প্রয়োজন বোধে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

মছজিদে দাঁড়াইয়া মুছল্লীবৃন্দের সম্মুখে স্বাধীনভাবে ধর্মীয় কর্তব্য পালন ও ইছলাম প্রচারের পথে এই অহেতুক অন্তরায় ও অস্বাভাবিক ব্যবস্থাকে পাঞ্জাবের আলেমবৃন্দ ও জনসাধারণ কিভাবে গ্রহণ করিবেন তাহা এখনও জানা যায় নাই।

পশ্চিম পাকিস্তান ইউনিট

বিপুল ভোটাধিক্যে এক ইউনিট বিল পাশ হওয়ার পর বিগত ১৪ই অক্টোবর আনুষ্ঠানিক ভাবে পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশ গঠিত এবং পাঞ্জাব, সীমান্ত, সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের সীমা-রেখা চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছে। জনাব মুশতাক আহমদ গুরমানী গবর্ণর রূপে শপথ গ্রহণ করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত সদস্য লইয়া অন্তরবর্তী কালীন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে।

১। ডাঃ খান ছাহেব—প্রধান মন্ত্রী।
২। কোরবান আলী খান—
৩। সরদার বাহাদুর খান—
৪। সৈয়দ আবিদ হুসেন—
৫। মিয়া মমতাজ মোহাম্মদ খান দওলতানা
৬। এম, এ, খুরো—
৭। সরদার আবদুল হামিদ খান দস্তি—

পাক সরকার মনে করেন, এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপে প্রাদেশিকতা প্রসারের পথরুদ্ধ হইবে, পারস্পারিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূরীভূত হইবে এবং সহযোগিতা ও সদিচ্ছার ভাব গড়িয়া উঠিবে আর সামগ্রিক ভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের স্থায়িত্ব ও শক্তি বৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত হইবে।

আগামী এক মাসের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে অতঃপর পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ভারতে ইছলাম ও মুছলিম

ভারতে ইছলামের প্রভাব ক্ষুণ্ণ এবং মুছলমানদিগকে হীনবীর্য ও ঐতিহ্যচ্যুত করার যে সব অপচেষ্টার আশ্রয় লওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে অপপ্রচারণা এবং উর্দু ভাষার বিনাশ সাধন অন্যতম।

দিল্লীর দৈনিক আল-জমঈয়তে অভিযোগ করা হইয়াছে, ইতিহাসের পাঠ্য পুস্তকে ইছলাম, পবিত্র কোরআন, মহানবী (দঃ) এবং মুছলিম বাদশাহ দিগকে বিকৃত ও জঘন্য ভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে।

উর্দু ভাষাভাষী খাস দিল্লীতেও উর্দুকে—আঞ্চলিক ভাষার মর্যাদা দিতে দিল্লীর রাজ্য সরকার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। সরকারী অফিস এবং ডিপার্টমেন্টের বহির্দেশে সাইন বোর্ডে উর্দু অক্ষর মুছিয়া ফেলিয়া হিন্দী অক্ষর বসান হইয়াছে। অথচ কৌতুকের বিষয় এই যে, দিল্লীর উর্দু ভাষীগণ রাতারাতি হিন্দী ভাষী বনিয়া যায় নাই অথবা হিমালয়ের পাদদেশেও হিজরত করে নাই। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ আল-জমঈয়তের সম্পাদকীয় মন্তব্যে দিল্লীর রাজ্য সরকারের প্রধান মন্ত্রীর এই উক্তি উধৃত করা হইয়াছে যে, এখনও দিল্লীতে যেখানে মাত্র ৩ টি হিন্দী ও ৯ টি ইংরাজী দৈনিক সংবাদ পত্র রহিয়াছে সেখানে একমাত্র উর্দুতেই ১৭ টি দৈনিক নিয়মিত ভাবে বাহির হইতেছে। মুছলিম এবং হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের জনসাধারণের মধ্যে—উর্দু ভাষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগই এত অধিক সংখ্যক উর্দু পত্রিকার স্থায়িত্ব বজায় রাখিয়াছে। ক্ষমতাসীন দল এই স্পষ্ট লক্ষণ ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ চোখে দেখিয়াও অন্তরে স্বীকার করিতে চাহিতেছেন না।

হায়দরাবাদের ভৌগলিক বিলুপ্তি

ইউরোপের চারিটি রাষ্ট্র—হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, ডেনমার্ক ও সুইজারল্যাণ্ডের মিলিত আয়তনের দ্বিগুণ এবং কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় বৃহৎ দুইটি দেশের মিলিত জনসংখ্যার সমান অধিবাসী অধ্যুসিত এবং ভারতের মুছলিম ইতিহাসের বহু কীর্তি ধারক ও স্মৃতিবাহক হায়দরাবাদের স্বাধীন অস্তিত্ব কিরূপে ভারতের সাম্রাজ্যবাদী গ্রাসের কবলে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল তাহা কাহারও অবিদিত নয়। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত উহার ভৌগলিক অস্তিত্ব বিরাজমান ছিল—সম্প্রতি ভারত সরকার কর্তৃক নিয়োজিত রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন এই রাজ্যটির চিরবিলুপ্তির সুপারিশ পেশ করিয়াছেন। প্রকাশ, উহাকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া কিছু অংশ বোম্বাই প্রদেশকে, কিছু অংশ কর্ণাটককে দেওয়া হইবে এবং অবশিষ্ট তেলেগু ভাষাভাষী অঞ্চল লইয়া একটি নূতন তেলেঙ্গানা প্রদেশ গঠিত হইবে। এই ভাবে ভারতে মুছলিম রাজত্বের শেষ স্মৃতিচিহ্নকে ভারতের ভৌগলিক মানচিত্র হইতে চিরতরে মুছিয়া ফেলার ষড়যন্ত্র আঁটা হইয়াছে যেন ভবিষ্যতে এই লইয়া কোন তরফ হইতেই আর কোন দাবী দাওয়া উঠিতে না পারে এবং বিলুপ্তরাজ্যের অবশিষ্ট মুছলমানগণও ঐতিহাসিক স্মৃতি হইতে কিছুমাত্র অণুপ্রেরণা লাভের সুযোগ পাইতে না পারে। অথচ মজার কথা এই যে, হায়দরাবাদ প্রসঙ্গ

Contents

আজও আইনগত ভাবে জাতিসঙ্ঘের বিবেচনা-সাপেক্ষ রহিয়াছে!

১৩ই অক্টোবরের দিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, হায়দরাবাদের নিযাম বোম্বাইএর বিখ্যাত মালাবার পাহাড়ে একটি বিরাট বাগানবাড়ী ক্রয় করিয়াছেন। হায়দরাবাদ রাজ্য বিলুপ্তির পর তিনি বোম্বাইএর বাসভবনে স্থায়ীভাবে বসবাসের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং ভারত সরকার উহা অনুমোদন করিয়াছেন।

ইন্দোনেশিয়ার নির্বাচনী ফলাফল

স্বাধীনতা অর্জনের পর এইবার সর্বপ্রথম মাত্র কিছুদিন পূর্বে ইন্দোনেশিয়ায় নির্বাচনী গণভোট সম্পন্ন হইয়া গেল। এই নির্বাচনী ফলাফলের দ্বারা ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক শক্তি সামর্থ ও জনপ্রিয়তার দাবী প্রমাণিত হইবে। নির্বাচনে বহু দল অংশ গ্রহণ করে, তন্মধ্যে ৪টি দল প্রধান। ১০ই অক্টোবর পর্যন্ত প্রাপ্ত সংবাদে সর্বশেষ দলীয় অবস্থা নিম্নরূপ দাঁড়াইয়াছে :—প্রথম স্থান : জাতীয়তাবাদী দল, প্রাপ্ত ভোটসংখ্যা ৭৩ লক্ষ, ৬৯ হাজার ৫ শত ৮৪; দ্বিতীয় স্থান : মুছলিম মছজুমী পার্টি, ৬৭ লক্ষ ৫৮ হাজার; তৃতীয় : নাহ্যাতুল উলামা : ৬১ লক্ষ ৬৭ হাজার; চতুর্থ, কম্যুনিস্ট পার্টি : ৫৭ লক্ষ ৮৫ হাজার ৩ শত ৮। এই চারিটি দলের পার্লামেণ্টে শতকরা ৮০টি আসন দখল করার সম্ভাবনা রহিয়াছে। বাকী ২০টি আসন বিভিন্ন ক্ষুদ্র দলের মধ্যে বিভক্ত হইবে। মছজুমী পার্টি এবং নাহ্যাতুল উলামা ইছলামী শাসন ও মুছলিম সংস্কৃতির পক্ষপাতী। প্রথমোক্ত দল নরমপন্থী এবং দ্বিতীয় দল উগ্রপন্থী বলিয়া কথিত। জাতীয়তাবাদী দল ধর্ম অপেক্ষা দেশকেই অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করিয়া থাকেন। গত জুলাইএ কম্যুনিস্ট সমর্থিত জাতীয়তাবাদী আলী শাস্ত্রমিজোজার মন্ত্রিসভার পতন ঘটে এবং মছজুমী পার্টির ডাঃ বুরহানুদ্দীন কেয়ার-টেকার সরকার গঠন করেন। বর্তমানে কম্যুনিস্টগণের মুকাবেলায় অবশিষ্ট ৩টি বৃহৎ দলের কো-অলিশন মন্ত্রীসভা গঠনের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। নির্বাচনে ইঁহারা পরস্পরের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছেন।

আরব লীগ ও "ইছরাইল"

কিছুদিন পূর্বে মিছরের প্রধান মন্ত্রী এক অভিযোগে জানাইয়াছিলেন যে, বৃটেন 'ইছরাইল'কে গোপনে সামরিক বিমান সরবরাহ করিতেছে। মিছরের গোয়েন্দা বিভাগ কর্তৃক একটি প্রামাণ্য দলিল আবিষ্কারের ফলেই এই গোপন তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়া পড়ে। এই সংবাদ ফাঁস হওয়ার ফলে বৃটেন এবং আমেরিকা বেশ একটু বেকাদায় পড়িয়া যায়। অবশেষে ব্রিটীশ সরকার অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। সর্বশেষ সংবাদে জানা গিয়াছে, এ পর্যন্ত 'ইছরাইল'কে গোপনে ২০টি জেট বিমান, ৫০টি মুস্তাঙ্গ বিমান, ২০টি মসকিট বিমান ও ৭টি মালবাহী বিমান—মোট এই ৯৭টি বিমান সরবরাহ করা হইয়াছে।

কম্যুনিষ্ট ব্লক হইতে মিছরের অস্ত্র সংগ্রহের সম্ভাবনার সংবাদে উহার মুকাবিলার জন্য "ইছরাইল" যুক্তরাষ্ট্রের নিকট নিরাপত্তামূলক গ্যারান্টি এবং আরও প্রচুর অস্ত্র সরবরাহ চাহিয়াছে। এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র এক তরফা শুধু 'ইছরাইল'কেই অস্ত্র সরবরাহ করিয়া আসিয়াছে।

জর্দন উপত্যকার পানি সেচ পরিকল্পনা সংক্রান্ত ব্যাপারে সোভিয়েটের উৎসাহে পশ্চিমী শক্তিবর্গ আতঙ্কের নূতন কারণ দর্শন করিতেছে। আমেরিকার মতে সেচ পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট আরব রাষ্ট্র ও ইছরাইল উভয়পক্ষের সহযোগিতা প্রয়োজন কিন্তু পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা 'ইছরাইল' ইলাকাতে থাকাই বিধেয়!

মধ্য প্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতি এবং উদ্ভূত সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আরবলীগের অন্তরভুক্ত পররাষ্ট্র সচিবদের এক বৈঠক সম্প্রতি কায়রোতে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। উক্ত বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে ইরাক ও ছউদী আরব (ইছরাইল সীমান্ত হইতে অসংলগ্ন বিধায়) ব্যতীত অন্যান্য আরব রাষ্ট্রগুলিকে লইয়া একটি রক্ষা-জোট গঠনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সিরিয়া, লেবানন, জর্দান ও মিছর এই জোটের অন্তরভুক্ত। জোটের অন্তরভুক্ত কোন দেশ ইছরাইল' কর্তৃক আক্রান্ত হইলে অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি এক জোটে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। এই ব্যবস্থার ফলে আরব লীগের ভাঙন দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। তুরস্ক ইরাক চুক্তিতে ইরাকের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের কোন দায়িত্ব নাই।

نحمدالله العظيم و نصلى و نسلم على رسوله الكريم -
سبحانك لا علم لنا الا ماعلمتنا انك انت العليم الحكيم *

বিভিন্ন মযহবের অনুসারীদের পিছনে নমায,

(পূর্বানুবৃত্তি)

মুল্লাআলী কারী হানাফী স্বীয় রিছালায় লিখিয়াছেন, ছাহাবা ও তাবেয়ী বিদ্বানগণ ইয়াযীদ, হাজ্জাজ, যিয়াদ এবং সমুদয় দুষ্ট ও অনাচারী শাসকগণের পিছনে নমায পড়িতেন, বনি উমাইয়াগণের শাসনকর্তাগণের পিছনেও। তাঁহাদেরই একজন ওলীদ বিনে উকবাকে তৃতীয় খলীফা হযরত উছমান কূফার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি মদ্যপান করিয়া ফজরের নমায মাতাল অবস্থায় চারি রাকআত পড়ান এবং মুক্তদীদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি আরো নমায পড়াইবেন, না ইহাই যথেষ্ট হইবে? মুল্লা ছাহেব বলেন, এসব ঘটনা সত্ত্বেও ছাহাবা ও তাবেয়ী বিদ্বানগণ জামাআত পরিত্যাগ করা জায়েয রাখেননাই।

শয়খুল ইছলাম ইবনে তয়মিয়া মিনহাজুছ ছুন্নাহ গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) ছাহাবীগণ খারেজীদের পিছনেও নমায পড়িতেন। হযরত আবদুল্লাহ বিনে উমর এবং অন্যান্য ছাহাবাগণ নজ্‌দতুল হরূরী খারেজীর পিছনে নমায পড়িতেন।

ইমাম বুখারী ইমাম হাছান বছরীর উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, বিদ্‌আতীর বিছনে নমায পড়, তাহার বিদ্‌আত তাহারই মাথায় থাকিবে। صل و عليه بدعته

বুখারী তৃতীয় খলীফা হযরত উছমান সম্বন্ধে ইহাও লিখিয়াছেন যে, যখন তিনি মদীনায় বিদ্রোহীদল কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া পড়েন এবং তাহারাই নমাযের ইমামত করিতে লাগিয়া যায়, তখন উক্ত বিদ্রোহী দলের পিছনে নমায পড়া সম্বন্ধে তৃতীয় খলীফাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি জওয়াব দেন যে, মানুষ যতগুলি কার্য করিয়া থাকে, তন্মধ্যে নমায সর্বোৎকৃষ্ট। অতএব যখন মানুষ সর্বোৎকৃষ্ট কাজে প্রবৃত্ত হয়, তখন তোমরাও তাহার সাহচর্য করিও। الصلوة احسن مايعمل الناس' فاذا احسن الناس فاحسن معهم -

ইমাম বুখারী স্বীয় ছহীহ গ্রন্থে একটি অধ্যায় রচনা করিয়াছেন: বিদ্‌আতী ও শান্তিভংগকারীদের ইমামতের অধ্যায়। বিদ্বানগণ অবগত আছেন যে, ইমাম বুখারীর রচিত অধ্যায়গুলি তাঁহার নিজস্ব মযহব। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে যে, ইমাম বুখারীর মযহবেও বিদ্‌আতীর পিছনে নমায জায়েয।

ইমামেআ'যম হযরত আবু হানিফা বলিয়াছেন, মুমিনগণের সাধু ও অসাধু সকলের পশ্চাতেই নমায জায়েয। والصلوة خلف كل برو فاجر من المؤمنين جائزة -

এই উক্তি 'ফিক্‌হে আকবর' নামক ইমামের গ্রন্থ হইতে সংকলিত হইয়াছে। ইহারই টীকায় মুল্লা আলীকারী হানাফী মুনতকা নামক গ্রন্থের বরাতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইমাম আবু হানিফা আহলে ছুন্নত ওয়ালজামাআতের মযহব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হওয়ায় বলিয়াছিলেন, আমরা দুই শয়খকে (হযরত আবুবকর

ان نفـضل الشيخين و نحب الختنين وان نرى المسح على الخفين و نصلي خلف كل بروفاجر

ও হযরত উমর) শ্রেষ্ঠ মনে করি এবং দুই জামাতাকে (হযরত উছমান ও হযরত আলী) ভালবাসি এবং মোযার উপর মছাহ্ করা সংগত মনে করি ও প্রত্যেক সাধু ও অসাধুর পিছনে নমায পড়িয়া থাকি।

আল্লামা মোহাম্মদ বিন ইছমাঈল ইয়ামানী বলু-

وذهبت الشافعية والحنفية الى صحة امامة الفاسق -

গোল মরামের টীকায় লিখিয়াছেন, শাফেয়ী ও হানাফীগণ ফাছিকের ইমামত সিদ্ধ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

ইমাম নববী ফত্হুল মুগীছ গ্রন্থে লিখিয়াছেন,

ولم يزل السلف والخلف عـلى الصلوة خـلف المعتزلة وغيرهم -

পূর্ব ও পরবর্তী বিদ্বানগণ চিরকাল মু'তযিলা প্রভৃতির পিছনে— নমায পড়িয়া আসিতেছেন।

ফতাওয়ায়-আলমগিরীতে লিখিত হইয়াছে যে,

ان كان هوى اى البدعة لايكفربـه صاحبه يـجوز الصلوة خلفه -

যদি বিদআত কুফর পর্যন্ত না গড়ায় অর্থাৎ উহার আচরণকারীকে কাফির না বানায়, তাহাহইলে তাহার পিছনে নমায জায়েয হইবে।

খুলাছা নামক হানাফী ফিকহ্ গ্রন্থে লিখিত

من كان من اهل قبلتنا و لم يـغل فى هواه حـتى يـحكم بكفره' يـجوز الصلوة خلفه -

আছে যে, যে ব্যক্তি আমাদের আহলে-কিবলার অন্তরভুক্ত, সে যদি তাহার বিদআতে এতটা বাড়াবাড়ি না করে, যাহার ফলে তাহার জন্য কুফরের হুকুম প্রয়োগ করিতে হয়, তাহাহইলে তাহার পিছনে নামায জায়েয হইবে।

আল্লামা বহ্রুল উলুম আরকানেআরবাআ নামক ফিকহ্ গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, 'মুশাব্বিহা প্রভৃতির পিছনে নমায জায়েয নাই'

ولا يصلي 'خلف المشبهة وامثالها من تشويشات المتاخرين' مخالفة لـما عليه القدماء من الائـمة المجتهدين فلا يـلتفت اليها فضلا ان يفتى بها -

এরূপ ধরণের কথাগুলি পরবর্তী যুগের বিদ্বানগণের সংশয়োক্তি মাত্র। পূর্ববর্তী মুজতাহিদ— ইমামগণের সম্পূর্ণ বিপরীত কথা। এরূপ উক্তির সাহায্যে ফতওয়া দেওয়া দূরে থাক, উহার দিকে দৃকপাত করাও উচিত নয়।

ইমাম নছফী তাঁহার আকায়েদ গ্রন্থে লিখিয়া-

ولا ينعزل الامام بالفسق او الجور ويجوز الصلوة خلف كل برو فاجر -

ছেন, অনাচার অথবা অত্যাচারের জন্য ইমামকে পদচ্যুত করা হইবেনা এবং সাধু ও অসাধু সকলের পিছনেই নামায বৈধ হইবে।

বিদ্বানগণের কত উক্তি আর উধৃত করিব? যাঁহারা সদ্বিবেচক ও জ্ঞানী তাঁহাদের পক্ষে উল্লিখিত উধৃতিগুলিই যথেষ্ট। এগুলির সাহায্যে সংশয়াতীত ভাবে বিদ্আতী ও ফাছিকগণের পিছনে নমাযের বৈধতা প্রমাণিত হইতেছে আর ব্যবহারিক মছ্-আলা সমূহে বিদ্বানগণের মধ্যে যে মতবৈষম্য— দেখিতে পাওয়া যায়, তজ্জন্য ছাহাবী ও তাবেয়ী বিদ্বানগণের একজনও নমাযের অসিদ্ধতার কথা উচ্চারণ করেন নাই।

ফতাওয়ায় ইবনে-তয়মিয়া, হুজ্জতুল্লাহেল-বালেগা এবং ইন্ছাফ প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ছাহাবা

وكان الصحابة والتابعون و من بعدهم منهم من يقرأ البسملة ومنهم من لايقرا البسملة' و منهم من يجهر بها ومنهم من لا يجهر بها' وكان منهم من يـقنت فى الفجر و منهم من لايقنت' ومنهم من يتوضأ من الحـجامة والرعاف والقئ ومنهم من لايتوضأ من ذلك و منهم من يتوضأ من لمس

ও তাবেয়ী এবং পরবর্তী বিদ্বানগণের মধ্যে একদল নমাযে "বিছমিল্লাহির্ রহ্মানির্ রহীম" পাঠ করিতেন আর একদল পাঠ করিতেননা, একদল উহা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতেন আর একদল আস্তে পড়িতেন। একদল ফজরের নমাযে কুনুত পড়িতেন আর একদল পড়িতেন-

(১৮৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)

Contents

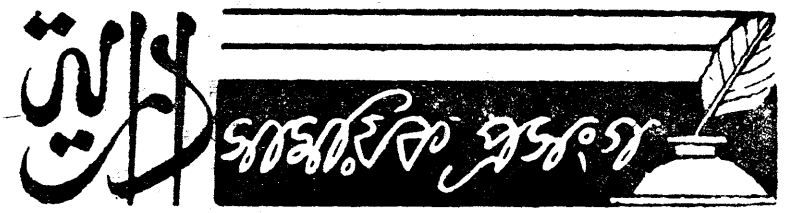

১৬ই অক্টোবর

পূর্বপাকিস্তানের সমুদয় রাজনৈতিক মহলের শত কৃতঘ্নতা, অবহেলা ও ঔদাসীন্য সত্ত্বেও শহীদে মিল্লত মরহুম লিয়াকত আলী খান শহীদের শাহাদতের স্মৃতির প্রতি আমরা নূতন করিয়া আবার শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। আজ পাকিস্তান যখন আদর্শ-বিরোধী চক্রান্তজালে দিশাহারা, শত্রুদের ষড়যন্ত্রে জাতীয় সংহতি যখন সংকটাপন্ন, অর্থনৈতিক এবং বৈদেশিক সমস্ত নীতিই যখন দেউলিয়াগ্রস্ত প্রায়, ঠিক সেই সময়ে এই সংগীন মুহূর্তে আমরা পাকিস্তানের লৌহ পুরুষ কোরআনের ধারক, পাশ্চাত্য ভূমির ইছলামপ্রচারক কায়েদে মিল্লত আলী-জনাব লিয়াকত আলী খান ছাহেবের মহাপ্রয়াণের দুঃখ অতি তীব্র ভাবেই অনুভব করিতেছি। আত্মস্থ পাকিস্তানের দুর্ভেদ্য লৌহশক্তির যে বজ্রমুষ্টি লিয়াকত আলী খান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, স্বার্থসর্বস্ব কোন্দলপন্থী শতধাবিচ্ছিন্ন পাকিস্তানীদিগকে আমরা সেই বজ্রমুষ্টির কথা আজ স্মরণ করাইয়া দিতে বাধ্য হইতেছি। সর্বসন্তাপহারী আল্লাহর কাছে আমাদের আকুল প্রার্থনা, ইছলামকে জয়যুক্ত করার যে সংকল্প লইয়া আমাদের নেতৃমণ্ডলী পাকিস্তান অভিযানে আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই সংকল্প সার্থক হউক, সফল হউক এবং তাঁহাদের কর্মপ্রেরণা আমাদের অবসন্ন মনপ্রাণকে পুনরায় অনুপ্রাণিত ও সঞ্জীবিত করিয়া তুলুক! তাঁহাদের অমর আত্মা চিরশান্তির অমরাবতীতে চিরস্থায়ী হউক!

মরা গাংগে জোয়ার!

জনাব মৌলবী তমীযুদ্দীন খান ছাহেবের সভাপতিত্বে ঢাকায় পূর্বপাক মুছলিম লীগ পুনর্গঠিত হইয়াছে। মৌলবী ছাহেবকে আমরা শ্রদ্ধা করি কারণ তাঁহার নীতিনৈতিকতা, ও আদর্শনিষ্ঠার খানিকটা সুনাম রহিয়াছে! কিন্তু তিনি এইকার্যে ব্রতী হইলেন কেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছিনা। কারণ মুছলিম লীগ বলিতে ইদানীং যেমন কিছুই বুঝায় না তেমনি আবার সমস্তই বুঝায়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের বর্তমান আদর্শগত দেউলিয়া প্রাপ্তির জন্য এই মুছলিম লীগই দায়ী, গণতান্ত্রিকতার মূলে এই মুছলিম-লীগই সর্বপ্রথম কুঠারাঘাত হানিয়াছে, প্রাদেশিকতার যে মহামারী সমস্ত দেশকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে, তাহার বীজাণু এই মুছলিম লীগই ছড়াইয়াছে। মুছলিম লীগের নামে সমস্তই করা হইয়াছে আর আজও করা হইতেছে কিন্তু যে মহান আদর্শের শপথ গ্রহণ করিয়া মুছলিম লীগ পাকিস্তান সংগ্রামে অগ্রসর হইয়াছিল তাহার মর্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষাকল্পে মুছলিম লীগ আজ সম্পূর্ণ চেতনাহীন ও নিস্পন্দ। হিন্দুস্থান রাষ্ট্রে হিন্দুজনতার হস্তে যাহাতে ইছলামকে দীক্ষিত হইতে না হয় সেই আশংকা এড়াইবার উদ্দেশ্যেই মুছলিম লীগ উত্থান করিয়াছিল, আজ হিন্দুস্থানে নয়, পাকিস্তানেই যাহাতে মুছলমানরা—তাহাদের সর্বস্ব বিসর্জন দিতে বাধ্য হয় এইরূপ ষড়যন্ত্রই ঘরে ও বাহিরে এবং আন্তর্জাতিকভাবে চতুর্দিক দিয়া শুরু হইয়া গিয়াছে! ইহার জন্য কলেমা-গো মুছলমানগণের

আবার একটি সুদৃঢ় ফ্রন্টের আবশ্যকতা তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে। মুছলিম লীগকে নূতন ভাবে বাঁচাইয়া তোলার উদ্যম আয়োজন করিতে করিতে সময়ের যে ডাক আজ জাতির দুয়ারে সমুপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে সাড়া দিবার অবসর মিলিবে কি? আমাদের মনে হয় আদর্শের নিষ্ঠা ও কর্ম্মসূচীর সুষ্ঠুতার সমবায়ে এক্ষণে একটি নূতন জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনই তীব্রতম আকারে দেখা দিয়াছে।

আদর্শ বিচ্যুতির অশুভ পরিণতি

আমরা বিগত নির্বাচন সংগ্রামে "যুক্তফ্রন্ট" দলকে আমাদের সমর্থন জ্ঞাপন করিতে পারিনাই। যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীগণ আমাদের অপরিচিত অথবা শত্রু ছিলেন বলিয়াই যে আমরা তাঁহাদিগকে সমর্থন করিনাই ইহা সত্য নয় বরং যুক্তফ্রন্ট দলে আমাদের এমন অনেক আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধব যোগদান করিয়াছিলেন, যাঁহাদের সহিত আমাদের অন্তরংগতা ও হৃদ্যতা অন্য কোন দল অপেক্ষা আদৌ কম ছিলনা। তথাপি আমরা যুক্তফ্রন্টের বিরোধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। ইছলামপন্থীগণের মধ্য হইতে যাঁহারা উক্ত দলে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের মতের মিল থাকা সত্ত্বেও আমরা তাঁহাদিগকেও সমর্থন জ্ঞাপন করিতে সক্ষম হইনাই। ইহার একমাত্র কারণ এইযে, যুক্তফ্রন্ট পাকিস্তানের মৌলিক আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত হয়নাই। কে সর্বাধিনায়ক হইবে আর কে প্রধান মন্ত্রীত্বের আসন অধিকার করিবে, ইহার জন্য আমাদের কোনরূপ মাথা ব্যাথা নাই। আমরা কোন সময়েই একথা বিস্মৃত হইতে সক্ষম নই যে, পাকিস্তানের সংগ্রাম শুধু আদর্শগত বৈষম্যের জন্যই আরম্ভ করা হইয়াছিল। অর্ধ শতাব্দীর উর্ধকাল যাবত যে এক জাতীয়তার মায়া মরীচিকার পিছনে হিন্দ উপমহাদেশের মুছলিম জাতিকে ধাবিত করান হইয়াছিল এবং যাহার ফলে ইছলামী নীতি-নৈতিকতা, ইছলামী সামাজিকতা ও ইছলামী আধ্যাত্মিকতার শুদ্ধি ঘটাইয়া সমগ্র জাতির ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ওয়ার্ধার তীর্থক্ষেত্রে হিন্দু জাতীয়তার বেদীমূলে বলিদানের ব্যবস্থা

(১৮৪ পৃষ্ঠার পর)

না। একদল রক্ত মোক্ষণের পর অথবা নাসিকা-রক্ত অথবা বমনের পর ওযূ করিতেন আর একদল এ সকল কারণে ওযূ করিতেননা। তাঁহাদের একদল নারীকে কামভাবে স্পর্শ করা মাত্র কিংবা জননেন্দ্রিয়ে হস্ত স্পৃষ্ট হওয়ামাত্র ওযূ করিতেন, আবার তাঁহাদের মধ্যেই আর একটি দল এই সকল কারণে ওযূ করিতেননা। তাঁহাদের মধ্যে একদল নমাযে অট্টহাস্য করিলে ওযূ করিতেন আর একদল এই কারণে ওযূ করিতেননা। তাঁহাদের মধ্যে একদল আগুনে রাঁধা দ্রব্য ভক্ষণ করিলে ওযূ করিতেন আর একদল এই কারণে ওযূ করিতেননা। তাঁহাদের একদল উটের গোশ্‌ত

النساء بشهوة و مس الذكر ومنهم من لايتوضأ من ذلك ومنهم من يتوضأ من القهقهة في صلاته و منهم من لايتوضأ من ذلك ومنهم من يتوضأ مما مسته النار ومنهم من لايتوضأ من ذلك و منهم من يتوضأ من اكل لحوم الابل ومنهم من لايتوضأ من ذلك، ومع هذا فكان بعضهم يصلى خلف بعض، انتهى -

খাওয়ার পর ওযূ করিতেন কিন্তু আরো কতিপয় দল এই নিমিত্ত ওযূ করিতেননা।

কিন্তু এরূপ মতানৈক্য সত্ত্বেও তাঁহারা সকলেই পরস্পরের পিছনে নমায পড়িতেন।

উল্লিখিত বিবৃতির পর ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইল যে, মুছলমানগণের বিভিন্ন দলগুলি হানাফী ও শাফেয়ী নামে অভিহিত হউক অথবা আহ্‌লেহাদীছ ও আহ্‌লেফিক্‌হ নামে কথিত হউক, তাঁহাদের ব্যবহারিক মছ্‌আলাগুলি পরস্পরের কাছে স্বীকৃত না হইলেও তাঁহাদের সকলের নমায তাঁহাদের পরস্পরের পিছনে দ্বিধাহীন চিত্তে আদা' করা কর্তব্য এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে যাহা সঠিক তাহা আল্লাহ অবগত আছেন।

فتذكروا يا اولى الالباب ولا تكونوا من الجاحدين و اهل الاعتساف، و الحمد لله اولا وآخرا، ظاهراً و باطنا - و صلى الله على سيدنا محمد امام المرسلين و على آله واصحابه نجوم المهتدين و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين -

করা হইতেছিল এবং যে অশুভ ব্যবস্থার পরিণতি স্বরূপ শাশ্বতবংগ, বাংগালী ঐতিহ্য ও বাংগালী জাতীয়তার দুষ্টরাহু ইছলামী আদর্শবাদের সূর্যকে গ্রাস করার চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিল, সেইগুলিরই সমুচিত জওয়াব রূপে এই উপমহাদেশে পাকিস্তানের রক্তক্ষয়ী ও ধনক্ষয়ী মহাসংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল। তাই আমরা যখন দেখিতে পাইলাম যে, 'যুক্তফ্রন্টে'র শিবিরে যে সকল সেনানী ও সৈনিকের সমাবেশ ঘটিতেছে, তাঁহাদের কেহবা সারা জীবন ইছলাম ও ইছলামী-আদর্শের মুখ ভেংচাইয়াই অতিবাহিত করিয়াছেন, কেহবা পাকিস্তানের আদর্শকে তাঁহাদের আদর্শের পক্ষে মৃত্যুবাণ বলিয়া অভিহিত করিয়া কাটাইয়াছেন, কেহবা হিন্দু সংস্কৃতির পুচ্ছগ্রাহীরূপে তাঁহাদের জীবন ক্ষয় করিয়াছেন, কেহবা মক্কার প্রভুর পরিবর্তে মস্কোর দেবতার সহিত হৃদয়ের নিবিড় বন্ধন স্থাপন করিয়া ধন্য হইয়াছেন, কেহবা চিরদিন তছ্‌বীহ ঠুঁকিয়া ও কলেমা জপিয়া স্বীয় জীবনকে ধন্য করিয়াছেন, কেহবা মযলুম বঞ্চিতের সর্বস্ব অপহরণ করিয়া রাতারাতি আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়াছেন, কেহবা কালোবাযারের মাহাত্মে বিপুল সম্পদের অধিকারী হইয়া বসিয়াছেন, তখন সত্যই আমরা আশংকা করিয়াছিলাম যে, এই অমিশ্রযোগের বিষময় ফলস্বরূপ দেশের ও রাষ্ট্রের যথার্থ কল্যাণ সাধিত হওয়া দূরের কথা, ইহার অপরিহার্য পরিণতি স্বরূপ পাকিস্তানের আদর্শ ও অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হইয়া উঠিবেই।

আশংকার সমূলকতা

এই আশংকা যে অমূলক ছিলনা, গণপরিষদের বর্তমান পূর্বপাকিস্তানী খেলোয়াড়দের আচরণ লক্ষ করিলেই তাহা সম্যক উপলব্ধ হইবে। যুক্তফ্রন্টের সদস্যগণ পাকিস্তানের নাম পর্যন্ত আর সহ্য করিতে পারিতেছেননা, তাঁহারা সমস্বরে পূর্বপাকিস্তানের পরিবর্তে এই প্রদেশের নামকরণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন পূর্ববংগ অথবা বাংলা! পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত ও বেলুচীস্তানের প্রাদেশিক নামগুলি উড়াইয়া দিয়া উক্ত জনপদকে পশ্চিম পাকিস্তান নামে অভিহিত করায় পাঞ্জাবী, সিন্ধী, বেলুচী অথবা পাঠানদের জাতিপাত হয় নাই অথচ শাশ্বত বংগের পূজারীগণের কাছে পূর্বপাকিস্তানের নাম তাহাদের জাতিনাশের কারণ হয় কেমন করিয়া, মুছলমান এবং পাকিস্তানীরূপে একথা আমাদের বুদ্ধির অগোচর। যুক্তনির্বাচনের বিরোধীদিগকে নূতন মন্ত্রী জনাব ফযলুল হক ছাহেব 'দুষ্কৃতিকারী' বলিয়া গালি করিয়াছেন। যে দুষ্কৃতিপরায়ণতার অভিযোগে কায়েদে-আযম তাঁহাকে পাকিস্তানের সমরভূমি হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, সেই জনাব ফযলুল হক ছাহেব দ্বিজাতীয়তার প্রতীক মরহুম কায়েদে-আযমকে দুষ্কৃতিকারী বলিয়া তাহারই প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছেন কি? তিনি প্রয়োজন মুহূর্তে নেযামে ইছলামের সহিত যে সকল চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তজ্জন্য মওলানা আতাহার আলী ছাহেবের কান্নাকাটি করিয়া বেড়াইয়া কোন লাভ হইবেনা, জনাব হক ছাহেবের "আদর্শ নিষ্ঠার" কথা বাংলার রাজনৈতিক মক্তবের প্রত্যেকটি বালকও অবগত রহিয়াছে। অবশ্য মওলানা আতাহার আলী ছাহেবের প্ররোচনায় পূর্বপাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী জনাব চৌধুরী ও জনাব নাসির উদ্দীন মুছলিম জাতীয়তার স্বপক্ষে সত্য সত্যই যদি কোন সক্রিয় প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতে পারেন, তাহাহইলে ফল কিছু হউক বা নাহউক, নেযামে ইছলামের মুখ যে রক্ষা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্তমান "মাজিত মুছলিম লীগ" পন্থীরা যে মুছলিম জাতীয়তার আদর্শের সহায়তা কল্পে দণ্ডায়মানিত হইবেন তাহার সম্ভাবনাও খুব কম, কারণ যাঁহাদের যাহা ইপ্সিত ছিল, অল্পবিস্তর তাঁহারা তাহা পাইয়া গিয়াছেন আর যাঁহারা বঞ্চিত, তাঁহাদের আর্তনাদকে চিরদিনের মত অনায়াসেই বঞ্চিতের আক্রোশ রূপে অভিহিত করা যাইতে পারিবে।

এক জাতীয়তার প্রথম কিস্তি

ইতিমধ্যেই হিন্দুনেতাগণ আব্দার ধরিয়াছেন যে, পূর্ববংগের শিক্ষার কারিকুলাম হইতে মুছলিম প্রবণতা ও ধর্মীয় শিক্ষার বিলোপসাধন করা হউক। শিক্ষামন্ত্রী জনাব আশরাফ উদ্দীন চৌধুরী ছাহেব

আমাদিগকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ধর্মীয় শিক্ষা পূর্ববংগ সরকারের স্বীকৃত নীতি। কিন্তু যে সরকার এই নীতি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহাদের অবলুপ্তির পরও কি উক্ত নীতির মর্যাদা রক্ষিত হইবে? যদি পাকিস্তানের জনক কায়েদে-আযমের মর্যাদাও রক্ষিত না হয়, যদি দ্বিজাতীয় আদর্শের তথা পাকিস্তানের মৌলিক আদর্শের মর্যাদাও অবলুপ্ত হয়, এমন কি ঐতিহাসিক বিশ্ববিশ্রুত পাকিস্তানের উদ্দেশ্যপ্রস্তাব পরিবর্তিত করার স্পর্ধাও যদি অমার্জনীয় না হয়, তাহাহইলে পাকিস্তানের কোন্ নীতিকে দৃঢ় এবং স্থায়ী বলা যাইতে পারিবে?

ইছলামী শাসনতন্ত্রের ভবিষ্যৎ

সব কিছুর মতই ইছলামী শাসনতন্ত্রের ভবিষ্যতও অনিশ্চয়তার অন্ধকার যবনিকাতলে পুনরায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে চলিয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তান এক ইউনিটে পরিণত হওয়ার পর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার ভাগ বাঁটোয়ারা লইয়া যে অতি ব্যস্ততা তথায় শুরু হইয়াছে, তাহার উৎসাহচাঞ্চল্য ও সমারোহের ভিতর ইছলামী শাসনতন্ত্রের দাবীর গুঞ্জন স্তব্ধ হইয়া—গিয়াছে। পূর্ববাংগলার বাংগালী ভদ্রলোকদের অধিকাংশেরই এবিষয়ে বিশেষ কোন মাথাব্যাথা নাই, বিশেষতঃ হিন্দু সদস্যদের সমর্থন হারাইবার ভয়ে সর্বদাই তাঁহারা দ্বিধাগ্রস্ত। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতেছে যে, নবগণপরিষদের কর্তব্য যেন শেষ হইয়া আসিয়াছে। ইছলামী নীতিনৈতিকতার কথা আলোচিত হইলেই উহাকে গোঁড়ামী বলিয়া টিটকারী দেওয়া হইতেছে। নবনিযুক্ত আইন সচিবও ইতিমধ্যে বেশ এক পশলা ধর্মীয় গোঁড়ামী পরিত্যাগ করার ওয়াজ বর্ষণ করিয়াছেন। এরূপ গুমোটের জন্য পরিষদের কতিপয় বিশিষ্ট সভ্য আশংকা প্রকাশ করিয়া বিবৃতি দিয়াছেন কিন্তু গণপরিষদে যাঁহারা প্রভাবশালী তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে সুবিধাবাদী, তাঁহারা ইছলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পথে সর্বদাই বাধা সৃষ্টি করিতেছেন। আওয়ামীলীগ এবং গণতন্ত্রীদলের ঝোঁক গোড়া হইতেই লা-দ্বীনী শাসনতন্ত্রের দিকে। এই সকল অবস্থা বিবেচনা করিলে ইছলামী শাসনতন্ত্রের ভবিষ্যৎ যে কি তাহা অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয়। দেশের ও জাতির ভবিষ্যৎ যাঁহাদের হস্তে তাঁহাদের অবস্থা এই, পক্ষান্তরে দেশব্যাপী ইছলামবিরোধী আচার ও অনুষ্ঠানের প্রগতিসাধন কল্পে সরকারী ও অর্ধসরকারী চেষ্টা দ্বারা যে ভাবে জনগণকে মোহগ্রস্ত ও দিশাহারা করিয়া তোলা হইতেছে, তাহাতে আল্লাহ ব্যতীত এই দুর্ভাগ্য দেশে ইছলামের আর যে কোন গতি নাই, একথা অকুণ্ঠভাবেই বলা যাইতে পারে।

পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতি

পাকিস্তান আনুষ্ঠানিক ভাবে ইঙ্গ-তুরস্ক-ইরাক চুক্তিতে যোগদান করিয়াছে, ইহার ফলে আরবের ছউদী সরকার অত্যন্ত বিস্ময় এবং দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। আরব সরকারের বক্তব্য এইযে, তুরস্ক ইয়াহুদী রাষ্ট্র ইছরাঈলের সহিত মিতালী করিয়াছে। সুতরাং পাকিস্তান সেই তুরস্কের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া আরব ও মুছলিম দেশগুলির প্রাণে ছুরিকাঘাত করিয়াছে. বিবৃতিতে আরো বলা হইয়াছে যে-আরবদের সহিত যাহাদের আচরণ দুরভিসন্ধিমূলক, তাহাদের সহিত মিত্রতা-সম্পর্ক স্থাপন করা সম্পর্কে পাকিস্তানের পুনর্বিবেচনা করা উচিত। আরব বা ইছলামী স্বার্থের প্রতি সহানুভূতিশীলতার আশা তুরস্কের ন্যায় বর্তমান অবস্থায় পাকিস্তানের নিকট হইতেও পোষণ করা দূরদর্শিতার পরিচায়ক নয়। তুরস্ক তাহার ইসলাম বিরোধিতর পুরস্কার স্বরূপই এখনও পৃথিবীতে টিকিয়া আছে বলিয়া বিশ্বাস করে, সে নিজেকে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের অবিচ্ছেদ্য পুচ্ছ বলিয়াই গৌরব বোধ করিয়া থাকে। এই সেদিনও অর্থাৎ ৩০শে সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে যখন আলজিরিয়া সম্পর্কে পুরাপুরি বিতর্কের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তখন রাশিয়া প্রস্তাবের পক্ষ সমর্থন করিলেও তুরস্ক পাশ্চাত্য শক্তির সমবায়ে বিপক্ষেই ভোট দিয়াছিল। পাকিস্তানী বিশেষজ্ঞদের অভিমত এইযে, তুর্কী-ইরাক চুক্তির সহিত মিলিত হইয়া আমরা দেশরক্ষা ব্যবস্থার প্রশ্নের সমন্বয় সাধন করিব, আমরা একত্রে মিলিয়া আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিব! প্রকাশ থাকে যে, পাকিস্তান ইতিপূর্বেই পৃথক পৃথকভাবে তুরস্ক ও যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সামরিক সহযোগিতার চুক্তিপত্রে

স্বাক্ষর করিয়াছিল। সুতরাং তুর্কী-ইরাক চুক্তিতে নূতন ভাবে যোগদান করিয়া পাকিস্তান মধ্য-প্রাচ্য সমস্যার জটিলতাকে শুধু বাড়াইয়াই দিয়াছে, ইহার ফলে আরব জাহানের বহু প্রত্যাশিত সংহতি যেরূপ অনির্দিষ্টকালের জন্য বিধ্বস্ত হইল, তেমনি আরব ও মিছরে পাকিস্তান তাহার গৌরব ও সহানুভূতিও হারাইয়া ফেলিল। কিন্তু যে রাষ্ট্রের নিজস্ব কোন আদর্শ নাই, স্বাবলম্বী হইয়া বাঁচিয়া থাকার যাহার মেরুদণ্ড নাই, তাহার পক্ষে পাকিস্তানের অনুসৃত নীতি অনুসরণ করা ব্যতীত গত্যন্তরই বা কি?

অব্যবস্থার দুরবস্থা

পূর্ব পাক সরকার বন্যাপীড়িতদের পরোক্ষ—সাহায্যকল্পে এবং দরিদ্র জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার সামঞ্জস্য বিধানার্থে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকার ক্ষতি স্বীকার করিয়া যথাক্রমে ৬৲ টাকা ও ১০৲ টাকা দরে ৩৩ লক্ষ মন ধান ও চাউল বাযারে—ছাড়িয়াছেন এবং আরো ৫০ লক্ষ মণ ছড়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। পূর্বপাক সরকারের এ উদ্যম যে সাধু ও প্রশংসনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কথায় বলে "অভাগা যে দিকে চায় সাগর শুকাইয়া যায়—" মুনাফাখোর ও কালো বাযারী ব্যবসায়ীদের হস্তে এই ধান ও চাউলের বিক্রয় ব্যবস্থা অবারিত করিয়া দেওয়ায় আর বিক্রয় মূল্যের কোন রূপ নিয়ন্ত্রণ না করায় মুনাফাখোর ও সুবিধাবাদীদের এই ব্যাপারে দুই হাতে মুনাফা লুণ্ঠন করিবার সুবর্ণ সুযোগ ঘটিয়াছে। পক্ষান্তরে দূরবর্তী বন্যা পীড়িত অঞ্চলসমূহের দুর্গত ও অনশন ক্লিষ্ট পরিবারগণ সরকার প্রদত্ত সুবিধা হইতে বঞ্চিত থাকিতে বাধ্য হইয়াছে। অদৃষ্টের এরূপ পরিহাস যে, সরকারী আদেশ প্রচারিত—হওয়ার পর ১৫ দিনের মধ্যেই স্বয়ং রাজধানী ঢাকা ও নিকটবর্তী শহর সমূহের বাযারে কুড়ি হইতে পঁচিশ টাকা দরে চাউল বিক্রয়ের দৃশ্যও পরিলক্ষিত হইয়াছে। সরকারের বদান্যতার ফলে দূরবর্তী গ্রাম সমূহে যখন এই ধান চাউল আসিয়া পৌঁছে, তখন দুর্গতদিগকে ছয় টাকার ধান দশ টাকায় এবং দশ টাকার চাউল পনর টাকায় কিনিতে হয়। তারপর জনসাধারণকে আবেদন নিবেদন, ট্রেজারীর হাংগামা, মনযুরী ও ডেলিভারী এবং হুকুম সংগ্রহ করার জন্য যেসকল অসুবিধা, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ভোগ করিতে ও ঘুষের ছড়াছড়ি করিতে হইয়াছে, তাহা উল্লেখ না করাই ভাল। অবশ্য পাবনা ও বগুড়ার মত যেসকল স্থানে খুচরা বিক্রেতাদের মধ্যস্থতায় নির্দিষ্ট দরে ধান চাউল বিক্রয় করার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, সে সব জায়গায় জনগণ সত্যই উপকৃত হইয়াছে। সমুদয় অনিষ্টের মূল স্বরূপ মহাজনগণের শুভ বুদ্ধির উপর যে চরম নির্ভরশীলতার মহান নীতি কর্তৃপক্ষ অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহাকেই একমাত্র দায়ী করা যাইতে পারে।

পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে-হাদীছ বন্যা সাহায্য সমিতির কার্যতৎপরতা

তর্জুমানুল হাদীছের বিগত সংখ্যায় প্রকাশিত চাঁদা প্রাপ্তির পর পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীছ রিলিফফণ্ডে এপর্যন্ত যে চাঁদা পাওয়া গিয়াছে ধন্যবাদের সহিত নিম্নে উহার প্রাপ্তিস্বীকার করা হইতেছে।

আদায় মাঃ মৌলবী আবদুল লতীফ ছাহেব বি, এ, এক্সাইজ ইন্সপেক্টর, জামালপুর, ময়মনসিংহ ১। মোঃ শরাফত উদ্দীন ১৲ ২। এম, রহমান ১৷৷০ ৩। এ, মান্নান ১৲ ৪। এ, গফুর ১৲ ৫। মোঃ বেলায়েত হুসেন ১৲ ৬। মোহাম্মদ মিঞা ১৲ ৭। মোঃ যাকারিয়া ১৲ ৮। আব্বাছ আলী সরকার ১৲ ৯। এ, মজিদ ১৲ ১০। কছর উদ্দীন সরকার ১৲ ১১। এ, রহমান ১৲ ১২। হাজী আঃ খালেক ১৷৷০ ১৩। এ, ওয়াহেদ ১৲ ১৪। মৌঃ আবদুল লতীফ বি, এ, ১০৲ ১৫। এ, আযীয ১৲ ১৬। হাজী জছিমউদ্দীন ২৲ ১৭। মৌঃ আলতাফ আলী ২৲ ১৮। আই, ইছলাম, ও, সি, জি আর পি, জামালপুর স্টেশন ১৲ ১৯। মৌলানা মুস্তাকীম ১।০ ২০। এ, মজিদ ২৲ ২১। মৌঃ মোযহারুদ্দীন ১৲ ২২। খুচরা আদায় ৬৲

মোট—৪০।০

আরামনগর বাজার, শরিষাবাড়ী হইতে আদায়

মাঃ মওলানা রমযান আলী ও মুন্‌শী আবদুল আযীয ছাহেবান মোট—২০৷৷০

পাবনা হইতে পুনঃ হাজী বেলায়েত হুছাইন, আটুয়া ১০৲, হাজী মুযিবর রহমান, রাঘবপুর, ২য় ও ৩য় কিস্তি ৬০৲।

মনিঅর্ডারে প্রাপ্ত :—কিয়ামুদ্দীন আহমদ, শাহপুর, এম, হল পোঃ হরিহরনগর খুলনা ৫৲, আলহাজ্জ মৌলবী লুৎফর রহমান, ফররুখবাদ, ভবানীপুর, দিনাজপুর ২৲

সাহায্য বিতরণ

৯ই সেপ্টেম্বরের রিলিফ কমিটীর সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে এবার সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত ইলাকায় বন্যাদুঃস্থ পরিবার সমূহে অর্ধমূল্যে এবং একান্ত নিঃস্ব পরিবারে বিনামূল্যে ধান্য ও চাউল বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়।

পাবনা সদর মহকুমার চরকুশাবাড়ী অঞ্চল এবং রাজশাহী নাটোর মহকুমার হাঁশমারি-মশিন্দা অঞ্চলের ১২টি গ্রামের ২৪০টি দুঃস্থ ও নিঃস্ব—পরিবারে ১৬৲ টাকা মণদরে ক্রয় করিয়া ১০।০ সোয়া দশ মণ ও ৪/০ চারি মণ চাউল যথাক্রমে ১০৲ টাকা মণদরে ও বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। জমঈয়তের মুবাল্লেগে অমুমি মওলানা আবদুল হক হক্কানী ছাহেব স্থানীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের সহযোগিতায় বিতরণ কার্য পরিচালনা করেন।

পাবনা হইতে গবর্ণমেণ্টের নিয়ন্ত্রিত ৬৲ টাকা মূল্যে খরিদ করিয়া ৬০/ মণ ধান নৌকাযোগে পাবনা সদর মহকুমার সাঁথিয়া ও বেড়া অঞ্চলে প্রেরিত হয়। শিরাজগঞ্জ মহকুমার চৌহালি ও শাহাজাদপুর থানা এবং পাবনা সদর মহকুমার বেড়া ও সাঁথিয়া থানার ইলাকাধীন ১০টি গ্রামে ৫০/ মণ ধান্য ৩।০ দরে এবং প্রায় ১০ মণ ধান বিনামূল্যে বিতরিত হয়। পাবনার রাঘবপুর নিবাসী জমঈয়তের অন্যতম হিতৈষী-কর্মী জনাব হাজী কেয়ামুদ্দীন এবং শালিলা নিবাসী জমঈয়ত-সদস্য মৌলবী আবদুছ ছালাম ছাহেবান স্থানীয় নেতৃবর্গের পরামর্শক্রমে বন্যাপ্রপীড়িত ও নিঃস্ব পরিবারে বিতরণ কার্য সুসম্পন্ন করেন।

জামালপুর হইতে বহু সাধ্যসাধনা ও পরিশ্রম অন্তে জমঈয়তের সেক্রেটারী ছাহেব নিয়ন্ত্রিত মূল্যে ১০০/ মণ ধান্য বাহির করিয়া স্থানীয় জমঈয়ৎ কর্মীদের সহযোগিতায় নিম্নোল্লিখিত ইলাকায় বিতরণের ব্যবস্থা করেন।

জামালপুর মহকুমায়—জামালপুর সদর অঞ্চল : ৪টি গ্রামে ৯ মণ ধান। কেন্দুয়াকুলারপাড়া-হরিপুর অঞ্চল : ৭টি গ্রামে ১৭ মণ ধান। শরিষাবাড়ী ইলাকায় : ২০-২৫টি গ্রামের জন্য ৩৯ মণ ধান। মাদারগঞ্জ ইলাকায় ১০-১২টি গ্রামের জন্য ২০মণ ধান। ময়মনসিংহের সদর মহকুমার গোয়াডাঙ্গা অঞ্চলের ৭টি গ্রামের জন্য ৯৷৷০ ধান। মোট ৮৫/ মণ ধান ৩৲ টাকা মূল্যে, ১০/ মণ বিনামূল্যে এবং ৫/ মণ ক্রয়মূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। নিয়ন্ত্রিত মূল্যে ধান্যপ্রাপ্তির ব্যাপারে জনাব মৌঃ আবদুল লতীফ ছাহেব সহায়তা করেন। জামালপুরের সি আই ছাহেব এই ব্যাপারে যে সহানুভূতিমূলক আচরণ প্রদর্শন করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ। শরিষাবাড়ী অঞ্চলে কিছু সংখ্যক গেঞ্জী বস্ত্রহীনদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

বন্যায় ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর পাক-বাংলার প্রবীণতম আলেম রাজশাহী হাঁসমারীর জনাব আলহাজ্জ মওলানা আব্বাছ আলী ছাহেবের বাড়ীতে আগুন লাগিয়া যাবতীয় আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি সহ সমস্ত ঘর বাড়ী পুড়িয়া যাওয়ার ফলে তিনি একেবারে সর্বস্বান্ত হইয়া পড়ায় তাঁহাকে রিলিফ কমিটির কর্মকর্তাগণের সিদ্ধান্ত অনুসারে সাহায্য বাবৎ মাত্র ১০০৲ টাকা প্রদান করা হয়।

উপরোল্লিত ইলাকায় চাউল ও ধান্য বিতরণ এবং নগদ সাহায্য বাবৎ পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীছ বন্যারিলিফ ফণ্ড হইতে এ পর্যন্ত মোট ৭৮৭৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

ধান ও চাউল বিতরণের বিস্তারিত গ্রামওয়ারী তালিকা ইনশা আল্লাহ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। বন্যায় অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত ইলাকায় শীঘ্র ধান্য বিতরণের উদ্দেশ্যে সাহায্য প্রেরণের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

তর্জুমানুল হাদীছের পুরাতন সেট—

নিম্নলিখিত পুরাতন সংখ্যা সমূহ বিক্রয়ার্থে দফতরে মওজুদ রহিয়াছে।

প্রতি সংখ্যার মূল্য—আট আনা, ডবল সংখ্যা—এক টাকা। যেকোন ছয় কিম্বা ততোধিক সংখ্যা একত্রে লইলে টাকা প্রতি চারি আনা করিয়া কমিশন দেওয়া হইবে।

মাশুল স্বতন্ত্র—

১ম বর্ষ	২য় বর্ষ	৩য় বর্ষ	৫ম বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা	৬।৭ সংখ্যা	৫।৬ „	২য় সংখ্যা
৫ম „	৮ম „	৭ম „	৩।৪ „
৬।৭ „	৯ম „	৮ম „	৫ম „
১০ম „	১০ম „	৯।১০ „	৬ষ্ঠ „
১১শ „	১১শ „	১১।১২ „	৭।৮ „
১২শ „	১২শ „	**৪র্থ বর্ষ**	৯ম „
২য় বর্ষ	**৩য় বর্ষ**	১ম সংখ্যা	১০।১১ „
৩য় সংখ্যা	১ম সংখ্যা	২য় „	১২শ „
৪র্থ „	২য় „	৩য় „	
৫ম „	৩।৪ „	৪।৫ „	
		১১।১২ „	

প্রাপ্তিস্থান :—আলহাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, পাবনা।

শীঘ্রই বাহির হইতেছে

বিরাট কলেবরে—

জনাব মওলানা মোঃ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেবের দীর্ঘদিনের সাধনার অমৃত ফল

নবী মোস্তফার (দঃ) বিশ্বজনীনতা ও চরমমন্ত্রপ্রাপ্তি সম্বন্ধে—

বঙ্গভাষাভাষীর খেদমতে অনুপম ছওগাত

নবুওতে-মোহাম্মদী

Tarjumanul Hadeeth Regd .No. DA—130

আলহাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউসের নিবেদন

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেবের

অমর অবদান ঃ

১। কলেমায় তৈয়েবা— মূল্য ১৷৷০
২। পাকিস্তানের শাসন সংবিধান „ ২।০
৩। ছিয়ামে রামাযান— „ ৷৵০
৪। ঈদে কোরবান (২য় সংস্করণ) „ ।০
৫। যউউল লামে' (উর্দু)— মূল্য ১৲
৬। তারাবীহ— মূল্য ১৷৷০
৭। মুছাফাহা-এক হস্তে না দুই হস্তে মূল্য ৷৵০
৮। ইছলামী জামাআত বনাম আহ্‌লে-হাদীছ আন্দোলন মূল্য ৵০

বিভিন্ন লেখকের সৎগ্রন্থরাজি

মওলানা আবু সাঈদ মোহাম্মদ
গোর যিয়ারত
ছয় আনা

মওলবী মুজীবর রহমান
আদর্শ দীনিয়াত
পাঁচ সিকা

মওলানা আবু সাঈদ আবদুল্লাহ
নামাজ শিক্ষা
দশ আনা

মওলানা আহমদ আলী
সৎসার পথে
আট আনা

ছালাতে মোস্তফা
পাঁচ সিকা

তাহারৎ
আট আনা

নিয়ত ও দরূদ সমস্যা
আট আনা

মওলানা মুনতাছের আহমদ রহমানী
রামাযানের সাধনা
পাঁচ সিকা

আমলে হজ্জ
এক টাকা

প্রাপ্তিস্থান : আল্‌-হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, পাবনা।

Printed & Published by M. A. Kafee Al-Quraishee at Al-Hadeeth Printing and Publishing House from the office of East Pakistan, JailhlAatwl-Hadeeth, Pabna, Pak-Bengal. (E. P.)